পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 291 Friday, 20 September, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৯১ সংখ্যা ❋ ৩ আশ্বিন ১৪৩১, শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

‘ডিভিসি-র সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখব কি না, ভেবে দেখব’

পাঁশকুড়ায় প্লাবিত এলাকায় দাঁড়িয়ে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ বানভাসি বাংলায় আবারও ‘ম্যান মেড বন্যার’ তত্ত্ব খাঁড়া করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ায় প্লাবিত এলাকা পরিদর্শনে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্গতদের সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘আপনাদের যা সাহায্য করার, করা হবে।’’ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘এটা ঝাড়খণ্ড জল ছেড়েছে, ডিভিসি কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা, ৪ লক্ষ কিউসেক জল ছেড়েছে। যা কোনওদিন হয়নি।’’ মুখ্যমন্ত্রী আবারও বলেন, ‘‘আমরা পাঁচ লক্ষ পুকুর কেটেছি, কপালেশ্বর কেলেঘাট প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক এলাকাকে রক্ষা করেছি, ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান, যেটা পড়ে রয়েছে ১০ বছর ধরে, সেটাও আমরা বিপিআর তৈরি করছি। আগামী ২ বছরের মধ্যে করে দেব। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি এই রেটে জল ছাড়ে, তাহলে সমস্যা।’’ কেন্দ্রকে দুষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ডিভিসি-র জলধারণ ক্ষমতা এখন মাত্র ৩৬ শতাংশ এসেছে। ডিভিসি-র জলে কেন বাংলা ডুববে? আমরা কৈফিয়ত চাই। ফরাক্কা ড্রেজিং করে না, বাংলা ডোবে, বিহার ডোবে। আর ডিভিসি ড্রেজিং করে না, বাংলা ডোবে। ঝাড়খণ্ডকে বাঁচানোর জন্য জল ছাড়া হয়। ডিভিসি-র সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখব কিনা, ভেবে দেখব।’’ তাঁর কথায়, ‘বাংলা একটা নৌকার মতো।’ বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বুধবারই হাওড়া-হুগলির একাধিক জায়গা পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। হুগলির পুড়শুড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, ‘‘ম্যান মেন ফ্লাড। মানে পরিকল্পিতভাবে বাংলাকে ডুবিয়েছে নিজেদের রাজ্যকে বাঁচাবার জন্য। বারবার বলে বলে ফেডআপ হয়ে যাচ্ছি। আরও ৩ লক্ষ কিউসেক জল রাখতে পারে। যখন ৭০ শতাংশ ভরে, তখন কেন ছাড়ো না? বাংলা

কত সহ্য করবে?’’ প্রসঙ্গত, বাংলায় এর আগেও বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হলে ডিভিসি-র জল ছাড়াকেই দায়ী করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন দুর্গতদের সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি বলেন, ‘‘জলে ঝুঁকি নেবেন না।’’ কয়েকটা দিন ত্রাণ শিবিরে থাকার পরামর্শ দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘আজ যে জায়গায় জল ঢুকেছে সেগুলি সকালেও শুকনো ছিল। এত বার বলার পরেও জল ছাড়া বন্ধ করছে না ডিভিসি।’’ তাঁর অভিযোগ, পাঁশকুড়ার পাশাপাশি হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর, আমতা প্রভৃতি এলাকার বহু জায়গা আজ নতুন করে প্লাবিত হয়েছে। বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তিনি পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক ও পুলিশকে নির্দেশ দিয়ে জানান, ‘‘যত দ্রুত সম্ভব দুর্গত এলাকার মানুষদের উদ্ধার করে ত্রাণশিবিরে নিয়ে আসুন। যত দিন পর্যন্ত না তাঁরা বাড়ি ফিরতে পারবেন তত দিন রাজ্য সরকার তাঁদের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করবে।’’ ত্রাণকাজে কোনও রকম গাফিলতি সহ্য করবেন না বলেও স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন তিনি। ত্রাণ নিয়ে নিজের কড়া অবস্থানও স্পষ্ট করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘কোনও জায়গায় যেন ত্রাণ নিয়ে একটাও অভিযোগ না আসে। আমি সরাসরি জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে দায়িত্ব দেব।’’ মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘যথেষ্ট ত্রাণ পাঠানো হয়েছে। প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়া হয়েছে। তাই কোনও অভিযোগ যেন নবান্ন পর্যন্ত না যায় তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। এমন অভিযোগ উঠলে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের থেকে তার উত্তর জানতে চাওয়া হবে।’’ সেই সঙ্গে উদ্ধারকাজের জন্য প্রয়োজনীয় নৌকো ও অন্যান্য সামগ্রীরও দ্রুত ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে উদাসীনতার প্রশ্ন তুলে এরই পরই মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, বিষয়টি নিয়ে বড় আন্দোলনে যেতে হবে। দু’দিন ধরে রাজ্যের বানভাসি এলাকা পরিদর্শন করছেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার তিনি হাওড়া এবং হুগলির বানভাসি এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন। ওই দিনও মুখ্যমন্ত্রীকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে শোনা গিয়েছে। ‘ম্যান মেড বন্যা’র প্রসঙ্গও উঠে এসেছে তাঁর মন্তব্যে। বৃহস্পতিবারও সেই একই অভিযোগ শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠে।

মমতার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ধাঁচে প্রকল্প ঘোষণা কং-বিজেপির, হরিয়ানায় ভোট ৫ অক্টোবর

হরিয়ানা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটের মুখে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সি মহিলাদের আর্থিক সহায়তার জন্য লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলেন। ক্ষমতায় ফেরার পর থেকে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলেছে বাংলা। ইতিমধ্যে মমতার দেখানো পথ অনুসরণ করেছে মহারাষ্ট্র, ছত্তীসগড়, মধ্যপ্রদেশ-সহ একাধিক রাজ্য। এবার সেই একই পথে হাঁটতে চলেছে হরিয়ানাও। আগামী ৫ অক্টোবর হরিয়ানায় বিধানসভা ভোট রয়েছে। ভোটকে ঘিরে প্রকাশিত ইশতেহারে কংগ্রেস ও বিজেপি বাংলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ধাঁচে ঘোষণা করেছে। হরিয়ানায় কংগ্রেস আগেই জানিয়েছে, রাজ্যে ক্ষমতায় এলে ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সি প্রতিটি মহিলাকে দু’হাজার টাকা মাসিক ভাতা দেওয়া হবে। এবার বিজেপির তরফে প্রকাশিত

ইশতেহারে মহিলাদের প্রতি মাসে একুশশো টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। বাংলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ধাঁচে যে প্রকল্পের নাম রাখা হয়েছে লাডো লক্ষ্মী যোজনা। হরিয়ানার ভোটের সঙ্গে বাংলার কোনও সম্পর্ক নেই। তবে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই বাংলার তৃণমূল নেতারা বলতে শুরু করেছেন, কথাতেই আছে আজ বাংলা যা ভাবে কাল ভারত তা ভাববে। বাস্তবেও হল তাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথই অনুসরণ করতে হচ্ছে বিজেপি, কংগ্রেসকে। অবশ্য হরিয়ানা প্রথম নয়, আগেও একাধিক রাজ্য বাংলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ধাঁচে প্রকল্প চালু করেছে। মহারাষ্ট্রে একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন সরকার লাডকি বাহিন যোজনা চালু করেছে। এই প্রকল্পে ২১ থেকে ৬৫ বছর বয়সি মহিলাদের, যাঁদের বার্ষিক পারিবারিক আয় ২.৫ লক্ষ টাকার নিচে তাঁদের প্রতিমাসে দেড় হাজার টাকা ভাতার ঘোষণা করে। একইভাবে গত ফেব্রুয়ারি মাসে ছত্তীশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই বিবাহিত মহিলাদের জন্য মহাতারি বন্দন যোজনা চালু করেছেন। একইভাবে মধ্যপ্রদেশে চালু হয়েছে লাডলি বেহনা যোজনা। বাংলার দেখানো পথ অনুসরণ করেছে আরও একাধিক রাজ্য। এবার সেই পথে হাঁটতে চলেছে হরিয়ানাও।

সিপির দায়িত্ব নেওয়ার পর আরজি করে মনোজ, গেলেন টালা-সহ একাধিক থানাতেও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ মঙ্গলবারই নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন। দায়িত্ব পেয়েই শহরের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঢেলে সাজাতে বুধবারই গোয়েন্দা বিভাগকে নিয়ে বসেছিলেন বৈঠকে। বৃহস্পতিবার দুপুরে আরজি কর হাসপাতাল পরিদর্শনের পাশাপাশি কাশীপুর, সিঁথি-সহ টালা থানা পরিদর্শন করলেন নতুন নগরপাল মনোজ কুমার ভার্মা। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টা নাগাদ উত্তর কলকাতার একাধিক থানা পরিদর্শনের পাশাপাশি আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পৌঁছে যান কলকাতা পুলিশের নতুন পুলিশ কমিশনার মনোজ। আরজি কাণ্ডের আবহে লাগাতার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের দাবি মেনে পুলিশ কমিশনারের পদ থেক বিনীত গোয়েলকে সরিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই তিনি মনোজের দক্ষ হাতে তুলে দেন দায়িত্ব। বৃহস্পতিবার থানা পরিদর্শনে গিয়ে উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন পুলিশ কমিশনার। সূত্রের খবর, তাঁদের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশও দিয়েছেন নগরপাল। এরপরই মনোজ পৌঁছে যান আরজি করে। সেখানে পৌঁছে হাসপাতালের একাধিক জায়গা পরিদর্শনের পাশাপাশি একাধিক বিষয়ে তিনি খোঁজখবর নেন বলে সূত্রের খবর। পুলিশ সূত্রের খবর, এদিন সিআইএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে নিরাপত্তা খতিয়ে দেখেন তিনি। তারপর অধ্যক্ষের ঘরে গিয়ে বৈঠকেও বসেন বলে খবর। লালবাজার সূত্রে খবর, কলকাতা পুলিশের নগরপাল হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরই টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে সাসপেন্ড করেন মনোজ ভার্মা। যদিও, অভিজিৎ মণ্ডল গ্রেফতার হওয়ার পর, তাঁর পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিল কলকাতা পুলিশ। কিন্তু পুলিশ কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব নিয়েই কলকাতা পুলিশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে ময়দানে মনোজ। অন্যদিকে লালবাজার সূত্রে খবর, আলিপুরে ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে পুজো সমন্বয় বৈঠকের আয়োজনও করে ফেলেছে লালবাজার। আগামী ২৫ শে সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যা ছটায় লালবাজারের পদস্থকর্তারা, একইসঙ্গে সমস্ত ডিভিশনের ডিসি এবং সমস্ত থানার ওসিদের নিয়ে এই বৈঠক বলে জানা যাচ্ছে। পাশাপাশি পুরসভা, দমকল, বিদ্যুৎ বণ্টন বিভাগের আধিকারিকদেরকেও থাকতে বলা হয়েছে ওই বৈঠকে। পুজোর সময় বড় মণ্ডপগুলির কাছে সাধারণ মানুষের বিচারের দাবিতে আন্দোলনের বিষয়টি উড়িয়ে দিচ্ছেন না লালবাড়ির কর্তারা। তাই সেই বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে বিঘ্নিত না হয় সেটাও নজরে রাখছেন পুলিশ কর্তারা। প্রসঙ্গত, প্রতি বছরই পুজোর আগে এই ধরনের সমন্বয় বৈঠক করেন লালবাজারের কর্তারা। কিন্তু, আরজি কর আবহে যে এই বৈঠকে এবারে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একইসঙ্গে মনোজ বর্মা দায়িত্ব নেওয়ার কিছুদিনের মধ্যে এই বৈঠক হওয়ায় তা যে নতুন মাত্রা পাবে তাও বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রসঙ্গত, হাতে আর মাত্র ক’টা দিন। কিন্তু, আন্দোলনের আবহে যে উৎসবের আবহে অনেকটাই ভাটা পড়েছে তা মানছেন সকলেই। পুজো উদ্যোক্তা থেকে কুমোরটুলি, সব জায়গা থেকেই আসছে একই মত। এরইমধ্যে আবার উসবে ফেরার বার্তা দিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যা নিয়ে বিতর্কও হয়েছিল বিস্তর।

ডিভিসি ফের ৮০ হাজার কিউসেক জল ছাড়ল, মুখ্যমন্ত্রী বলার পরেও অনড় সিদ্ধান্তে! বাড়ছে বন্যা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বুধবারই পরিকল্পিতভাবে জল ছাড়ার অভিযোগে ডিভিসিকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাফ জানিয়েছিলেন ‘এটা ম্যান মেড বন্যা।’ বৃহস্পতিবার ফের দামোদর উপত্যকার একাধিক বাঁধ ও জলাধার থেকে জল ছাড়ার কাজ শুরু ডিভিসির। এদিন দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন একটি বিবৃতি প্রকাশ করে জানিয়ে দিয়েছে, মাইথন ও পাঞ্চেত থেকে ৮০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছে। বিগত কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টিতে জলে ভাসছে রাজ্যের একাধিক প্রান্ত। তার উপরে মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে ছাড়া জলের ফলে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যে। মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বর্ধমান-সহ দক্ষিণবঙ্গের বহু জেলায় নতুন করে বন্যা পরিস্থিতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে প্লাবনের আশঙ্কায় ১০ জেলায় রাজ্যের ১০ সচিবকে কড়া নজরদারির নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি বুধবার থেকেই পরিস্থিতি সরজমিনে খতিয়ে দেখতে হাওড়া, হুগলি-সহ পশ্চিম মেদিনীপুরের একাধিক জায়গা পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার নতুন করে জল ছাড়ায় ডিভিসির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে হুগলিতে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ডিভিসি আরও ২ লক্ষ কিউসেক জল ধরে রাখতে পারত। আমরা বহুবার তাদের অনুরোধ জানিয়েছি। কিন্তু লাভ তো হয়নি উল্টে তারা লাগাতার জল ছাড়ার কারণে রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধকে পাত্তা না দিয়ে ডিভিসি বুধের পর বৃহস্পতিতেও ৮০ হাজার কিউসেক জল ছেড়ে রাজ্যের বিপদ যে আরও বাড়াল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মঙ্গলবার ডিভিসি থেকে প্রায় দেড় লক্ষ কিউসেক জল এক সঙ্গে ছাড়ার ফলে হাওড়ার নিম্ন দামোদর এলাকায় বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। উদয়নারায়ণপুর এবং আমতায় দামোদর এবং মুণ্ডেশ্বরী নদীর জল এখন বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। উদয়নারায়ণপুরে নদী তীরবর্তী গ্রামগুলিতে বুধবার ভোর থেকে জল বাঁধ টপকে ঢুকে পড়েছে। আমতার ভাটোরা দ্বীপ এলাকার বেশ কিছু জায়গায় মুণ্ডেশ্বরী নদীর জল হু-হু করে ঢুকছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কাজ করছে প্রশাসন।

স্বাস্থ্যভবনে একের পর এক দুর্নীতি হয়েছে, হাতে নথি নিয়ে দাবি শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ নিয়োগ থেকে টেন্ডার, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার বেশ কয়েকটি নথি হাতে নিয়ে বসেন তিনি। পাশে ছিলেন বিজেপি নেতা তথা আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারিও। শুভেন্দু দাবি করেন, এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে এই শাসকদলের নেতা মন্ত্রী দুর্নীতি করেননি। শুভেন্দু অধিকারী এদিন বলেন, ‘‘আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ঘটনার পর প্যান্ডোরার বাক্স খুলে গিয়েছে।’’ এদিন

শুভেন্দু দাবি করেন, এসপি দাশের হাত সন্দীপ ঘোষের মাথায় ছিল। সে কারণেই একসঙ্গে তিনটি চাকরি পেয়েছিলেন। বিরোধী দলনেতা জানান, আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট (নন মেডিকেল) আখতার আলি দীর্ঘদিন এ নিয়ে লড়াই করছেন। এবার তাঁরাও নথি তুলে ধরে সেদিকটি প্রচারের আলোয় আনবেন বলে জানান। শুভেন্দুর দাবি, স্বাস্থ্যভবনে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি হয়েছে। তা নিয়ে তিনটি এফআইআরও হয়েছে। ইডি যার তদন্ত শুরু করেছে। আখতার আলির পাশাপাশি কৌস্তভ বাগচীও একটি অভিযোগ করেছেন বলে জানান তিনি। অন্যদিকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি নিয়েও লেদার কমপ্লেক্স থানায় দুর্নীতির অভিযোগ দায়ের হয়েছে। কোভিডকালেও বিস্তর দুর্নীতি হয়েছে বলে দাবি শুভেন্দুর। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের টাকা নয়ছয়েরও অভিযোগ তোলেন তিনি। এছাড়া স্বাস্থ্য ভবনে নিয়োগেও এনআরআই কোটায় চরম দুর্নীতি হয়েছে বলে দাবি তাঁর। শাসকদলের একাধিক নেতা-মন্ত্রীর ছেলের ডাক্তারিতে সুযোগ পাওয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন শুভেন্দু। যদিও এ নিয়ে শুভেন্দুকে খোঁচা দিতে ছাড়েননি তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। কুণাল বলেন, ‘‘বাজার গরম করছেন কেন? তথ্য সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিয়ে আসুন। তথ্যের সারবত্তা থাকলে তথ্য দিন। বাইরে বাজার গরম করে কী লাভ?’’

রেজিস্ট্রেশন বাতিল হল সন্দীপ ঘোষের, আর ডাক্তার নন তিনি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ সন্দীপ ঘোষের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হল। রেজিস্ট্রেশন বাতিল করল রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল। ফলে আর ডাক্তার রইলেন না সন্দীপ ঘোষ। তিলোত্তমা ধর্ষণ-খুন মামলায় সিবিআইয়ের হাতে এই মুহূর্তে ধৃত আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। পাশাপাশি আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর বাইরেও ডাক্তারি পড়ুয়াদের তোলা একাধিক অভিযোগে অভিযুক্ত সন্দীপ। এবার তাঁর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হল। সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছিল তা নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিলের অভ্যন্তরেরই দুই সদস্য ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানান। প্রথমে শোকজ করা হয় সন্দীপকে। সেই শোকজের জবাব পায়নি তারা। এবার সন্দীপের রেজিস্ট্রেশনই বাতিল করা হল। নিজেকে ডাক্তার বলে দাবি করতে গেলে এই রেজিস্ট্রেশন নম্বর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেটাই বাতিল করে দিল ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিল। সন্দীপের এই রেজিস্ট্রেশন বাতিলের খবর সামনে আসার পর অনেকেই মনে করছেন সেইদিনের কথা। চিকিৎসকমহলের অনেকেই বলছেন, সেদিন চাপের মুখে এক প্রকার বাধ্য হয়ে আরজি করের অধ্যক্ষ পদ থেকে সরে দাঁড়ান সন্দীপ ঘাষ। যদিও দাবি করেছিলেন, এই পদত্যাগ স্বেচ্ছায়। একইসঙ্গে সন্দীপ বলেছিলেন, ‘‘আমি অর্থোপেডিক সার্জেন। আমার দু’টো হাত রয়েছে। আমি কিছু করে খেতে পারব।’ চিকিৎসক মহলের একাংশ বলছেন, ডাক্তারি করে খাওয়ার সুযোগ আদৌ আর তিনি পাবেন কি না, এই রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পর তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল।

খালিস্তানি নেতা হত্যার চক্রান্তের অভিযোগে অজিত ডোভালদের তলব মার্কিন আদালতের

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ মার্কিন মুলুকে খালিস্তানি নেতা গুরপবন্ত সিং পান্নুনকে হত্যা করতে চেয়েছিল ভারত। এই মর্মেই এবার মোদি সরকারের প্রধান নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালসহ আরও তিনজনকে তলব করল মার্কিন আদালত। তবে এই বিষয় বিদেশমন্ত্রকের দাবি, ‘‘মামলাটি অযৌক্তিক, ভিত্তিহীন। এর পেছনে কোনও পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ নেই। তাছাড়া যেই ব্যক্তি এই মামলাটি করেছেন তাঁর ইতিহাস, কার্যকলাপ সকলেই অবহিত।’’ আমেরিকার নিউইউর্কের একটি জেলা আদালতের তরফে জারি করা নোটিশে অজিত ডোভাল, প্রাক্তন ‘র’ কর্তা সামন্ত গোয়েল, বিক্রম যাদব ও নিখিল গুপ্তা সহ একাধিক ভারত সরকারের একাধিক কর্তা-ব্যক্তিকে তলব করা হয়েছে। তবে এই মার্কিন আদালতের নোটিশে ভারত সরকার কতটা আমল দেয় সেটাই দেখার। কারণ, পান্নুনের এই সংগঠনটি দীর্ঘদিন ধরেই ভারত বিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত। যা ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক। বহুদিন ধরেই এই দাবিতেই সরব ভারত সরকার। গতবছর কানাডায় খালিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যার পর থেকেই পান্নুনকেও হত্যার চেষ্টা করেছিল ভারত। এই ইস্যুতে গত বছর থেকেই ভারতের ওপর চাপ বাড়িয়েছে আমেরিকা। এবার মার্কিন আদালতে অজিত ডোভালদের তলব আসলে ভারতের ওপর কূটনৈতিক চাপ বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই করছে ওয়াশিংটন। এমনটাই মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

পরপর দলিতদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল! এনডিএ-কে ‘জঙ্গলরাজ’ খোঁচা কংগ্রেসের

পাটনা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ বিহার একাধিক বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে এই ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। কারণ কংগ্রেসের অভিযোগ, এটি নিছক কোনও দুর্ঘটনা নয়। পরিকল্পনামাফিক এই কাজ করা দুষ্কৃতী। কমপক্ষে ৮০টি বাড়িতে আগুন লাগানো হয় বলেই তাঁদের অভিযোগ। কিন্তু পুলিশের দাবি এ কথা সত্যি নয়। পাশাপাশি তাঁরা এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ১০ জনকে গ্রেফতার করেছে বলেও জানিয়েছে, যাদের মধ্যে মূল অভিযুক্তও আছে।

হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছেন অন্তত ২১টি বাড়িতে আগুন লেগেছিল। অধিকাংশই ভস্মীভূত। রাজ্যের নওদার মুফাসসিল থানা এলাকায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এই এলাকা দলিত অধ্যুষিত। গ্রামবাসীদের দাবি, বেছে বেছে দলিতদের বাড়িতেই আগুন লাগিয়েছে কিছু অজ্ঞাতপরিচয় গোটা বিষয় নিয়ে এনডিএ সরকার তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে নিশানা করেছে কংগ্রেস এবং আরজেডি। তাঁদের সাফ কথা, বিহারে যে ‘জঙ্গলরাজ’ চলছে এই ঘটনা তার অকাট্য প্রমাণ দেয়। যদিও রাজ্য পুলিশের বক্তব্য, জমি সংক্রান্ত ইস্যুতে ঝামেলার জেরেই এই ঘটনা। যাদের বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে তারা সরকারি জমিতে অবৈধভাবে বসবাস করছিলেন বলে খবর। তবে এই ঘটনায় কোনও মৃত্যু ঘটেনি। তাই কেউ যেন অপপ্রচার না করে সেই বার্তা দিয়েছে পুলিশ। আরজেডি-র বক্তব্য, দলিতদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে এনডিএ জোট। সেই কারণেই লোক দিয়ে তাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এইভাবে সাধারণ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না তাঁরা। বিরোধী দলগুলির এও অভিযোগ, আরও একবার সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে বিজেপি। বিহারের নীতীশ কুমার সরকারও এই অকাজে জড়িত। নীতীশ কুমারের দলের এক মুখপাত্র অবশ্য বলছেন, সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু লাভ হবে না। মুখ্যমন্ত্রী নিজে এই ইস্যুতে তদারকি করছেন। দ্রুত দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় রাজ্যের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেছেন নীতীশ কুমার। ঘটনা তদন্তের জন্য সিট গঠন করা হয়েছে।

‘অদৃশ্য শক্তির’ নির্দেশে ডাক্তারদের ধরনা মঞ্চ থেকে সরে যাচ্ছে ফ্যান, বায়ো টয়লেট?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ বুধবার রাতে জুনিয়র ডাক্তাররা যখন নবান্নে বৈঠক করছেন, তখনই স্বাস্থ্য ভবনের সামনে ধরনা মঞ্চের বাঁশ খুলে নিতে দেখা যায়। তবে রাতেই সব জল্পনা শেষ করে আন্দোলনরত চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন, তাঁদের অবস্থান এখনই উঠছে না। নবান্নে মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠকে মৌখিক আশ্বাস মিললেও মিনিটসে তার উল্লেখ না থাকায় ধরনা জারি রেখেছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার সকালে দেখা গেল, ধরনা মঞ্চ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে স্ট্যান্ড ফ্যান, সরানো হচ্ছে বায়ো টয়লেটগুলিও। কারা সরাচ্ছে এসব? চিকিৎসকদের দাবি, তাঁরা এগুলো সরাতে বলেননি। আন্দোলরত জুনিয়র ডাক্তারের অভিযোগ, পুলিশের তরফ থেকে চাপ দেওয়া হয়েছে বলেই এভাবে মালপত্র

সরানো হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘‘এক ‘অদৃশ্য শক্তি’ আছে। সেখান থেকে প্রায় প্রতিদিন ডেকরেটরদের কাছে ফোন আসছে। খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। ঘুরিয়ে মিষ্টি করে বলা হচ্ছে। আজ এক ছোট ডেকরেটর সংস্থা তাদের জিনিস নিয়ে যাচ্ছে। ওরা যাওয়ার সময় শুধু হাতজোড় করে বলেছে আমাদের ক্ষমা করে দেবেন।’’ চিকিৎসকের দাবি, টাকা লাগবে কি না, সেই প্রশ্ন করা হয়েছিল ওই ডেকরেটর সংস্থাকে। কিন্তু তারা ক্ষমা করে দিন বলে চলে গিয়েছে। এভাবে ধরনা তুলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ। পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল উঠলেও পুলিশ এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। বিধাননগর কমিশনারেটের ডিসি অনীশ সরকার জানিয়েছেন, পুলিশের তরফ থেকে কোনও চাপ দেওয়া হয়নি। তিনি বলেন, ‘‘এখনও বলছি ওঁদের কোনও সহযোগিতা দরকার হলে আমাদের বলতে পারে। আমরা সাহায্য করব।’’ ডেকরেটর সংগঠনের নেতা প্রদীপ বণিক প্রাথমিকভাবে জানান, কারা ফ্যান বা টয়লেট সরাচ্ছে সে ব্যাপারে কোনও তথ্য নেই তাঁর কাছে। তবে তিনি জানান, প্রশাসনের তরফ থেকে তাঁকে ডাকা হয়েছিল। ধরনা মঞ্চে কী দেওয়া হচ্ছে, সে ব্যাপারে প্রশ্নও করা হয়। প্রদীপ বণিক বলেন, ‘‘আমি আজ অসুস্থ হলে ডাক্তাররাই বাঁচাবে। আমি তো তাঁদের না বলতে পারি না।’’

সিজিও কমপ্লেক্সে তলব বাম যুব নেত্রী মীনাক্ষীকে

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃকেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এর ডাকে সাড়া দিলেন মীনাক্ষী মুখার্জি । আরজিকর হাসপাতালের মহিলা পিজিটি’র রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় একের পর এক বক্তব্য রেকর্ড করার কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। বৃহস্পতিবার বিধাননগরের সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে পাঠানো হয় বাম ছাত্র যুব সংগঠন ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জিকে। এর আগেও একবার সিবিআই ডেকেছিল তাঁকে, তবে রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে হাজিরা দেননি তিনি। তবে দ্বিতীয়বার তলবের পরে বৃহস্পতিবার সিবিআই দফতরে যান মীনাক্ষী।সিবিআই সূত্রের খবর, আরজি করে খুনের পাশাপাশি উঠে এসেছে দুর্নীতির নানা অভিযোগ। সেই সঙ্গে ১৪ অগস্ট প্রতিবাদ জমায়েত চলাকালীন আরজি কর হাসপাতালে দুষ্কৃতীরা ভাঙচুর চালায়। সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখছেন সিবিআই আধিকারিকরা। মূলত সেই নিয়ে কথা বলার জন্যই ডাকা হয়েছে ডিওয়াইএফআই নেত্রী মীনাক্ষীকে

প্রয়াত সঙ্গীত পরিচালক ভিপিন রেশামিয়া, পিতৃহারা হলেন হিমেশ

মুম্বই, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃহিমেশ রেশামিয়ার পরিবারে শোকের ছায়া। পিতৃহারা হয়েছেন গায়ক-সঙ্গীত পরিচালক হিমেশ। বুধবার রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন হিমেশের পিতা তথা জনপ্রিয় সঙ্গীত পরিচালক ভিপিন রেশামিয়া। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। বার্ধক্যজনিত শারীরিক অসুস্থতার কারণ ও শ্বাসকষ্টের জেরে মুম্বইয়ের হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরেই ভর্তি ছিলেন তিনি।হিমেশের পিতা তথা জনপ্রিয় সঙ্গীত পরিচালক ভিপিন রেশামিয়ার প্রয়াণে শোকের আবহ দেশের সংগীত জগতে। শোকপ্রকাশ করেছেন কুমার সানু-সহ অনেকেই। কুমার সানু শোকবার্তায় লিখেছেন, ভিপিন রেশামিয়াজির জীবনাব সানের খবর শুনে মর্মাহত। আপনার কথা খুব মনে পড়বে। ওম শান্তি।

হাওড়ার উদয় নারায়ণপুরেও বন্যা পরিস্থিতির অবনতি

হাওড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ ডিভিসি-র ছাড়া জলে আমতার পর বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরেও। হাওড়া-হুগলির সীমানায় থাকা খানাকুলের বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় নতুন করে একাধিক গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। উদয়নারায়ণপুর ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ১১২টি গ্রাম পুরোপুরি জলের তলায় চলে গিয়েছে। আমতা-উদয়নারায়ণপুর রাস্তার উপর প্রায় এক গলা পর্যন্ত জল। এই বিষয়ে বিধায়ক সমীর পাঁজা জানিয়েছেন, ‘বন্যার জলে উদয়নারায়ণপুরের অবস্থা ভয়াবহ। জেলা থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এবারের বন্যা পরিস্থিতি ১৯৭৮ সালের ভয়াবহতাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। বিগত কয়েক বছরের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। আমতার সেহাগড়ি মোড় থেকে পুরশুড়া পর্যন্ত প্রায় ৫০ কিলোমিটার রাস্তা পুরোপুরি জলের তলায়।’ এই মুহূর্তে রীতিমতো দু ঃশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

চাইবাসায় আইইডি বিস্ফোরণে জখম এক জওয়ান

পশ্চিম সিংভূম, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ বৃহস্পতিবার ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূমের চাইবাসায় নকশালদের পাতা আইইডি বিস্ফোরণে ২০৯ কোবরা ব্যাটালিয়নের একজন জওয়ান আহত হয়েছেন। জানা গেছে, জরাইকেলা থানা এলাকার কুলাপাবুরুতে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের বিষয়ে জানিয়েছেন চাইবাসার এসপি আশুতোষ শেখর। তিনি জানান যে, নকশালদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর সময় এই বিস্ফোরণ হয়। সেই জন্যই জওয়ানদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে এই আইইডি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এর ফলে একজন জওয়ান আহত হয়েছেন।

‘‘ভারতের সমাধানসূত্র সারা বিশ্বে প্রয়োগের জন্য’’

নয়াদিল্লি(পিআইবি),১৯সেপ্টেম্বরঃ জরাটের গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দিরে চতুর্থ গ্লোবাল রিনিউয়েবল এনার্জি ইনভেস্টর্স মিট অ্যান্ড এক্সপো (রি-ইনভেস্ট)-এর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনদিনের এই সম্মেলনের মাধ্যমে অ-জীবাশ্ম উস থেকে জ্বালানি উৎপাদনে ভারতের সাফল্য অর্জনে যাঁরা অবদান রেখেছেন, তাঁদের সম্মানিত করা হচ্ছে। এই ধরনের উস থেকে ২০০ গিগাওয়াটেরও বেশি শক্তি উপাদনে সক্ষম হয়ে উঠেছে এই দেশ। শ্রী মোদী সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে উদ্ভাবনমূলক নানান সমাধান নিয়ে আয়োজিত প্রদর্শনীও ঘুরে দেখেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী অভ্যাগত সকলকে স্বাগত জানান। পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির বিকাশে তিনদিনের এই আলোচনা প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ দেবে বলে তিনি আশাবাদী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতে ৬০ বছর পর ধারাবাহিক ভাবে তিনবার একই সরকারকে নির্বাচিত করেছে দেশের মানুষ। এই বিষয়টি সরকারের প্রতি ১৪০ কোটি দেশবাসীর আস্থার প্রতিফলন। তৃতীয় মেয়াদে তাঁর সরকার দরিদ্র এবং বঞ্চিত মানুষের ক্ষমতায়নে আরও জোর দেবে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। তিনি আরও বলেন, আজকের এই আয়োজন ২০৪৭ নাগাদ এই দেশকে উন্নত করে তোলার কর্মসূচির একটি ধাপ। তৃতীয় মেয়াদে তিনি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সরকারের প্রথম ১০০ দিনের কর্মকাণ্ডের খতিয়ান তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। ড্ড্প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই ১০০ দিনে ভৌত এবং সামাজিক পরিকাঠামোর প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ নানান পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ভারতে ৭ কোটি বাড়ি তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যেখানে বহু দেশের জনসংখ্যা ৭ কোটির কম। বিগত দুটি মেয়াদে ৪ কোটি বাড়ি তৈরি করে প্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ১২টি নতুন শিল্পায়িত শহর, ৮টি উচ্চগতির সড়ক অলিন্দ প্রকল্প, ১৫টি প্রায়-উচ্চগতির বন্দে ভারত ট্রেন চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। গবেষণা ও উদ্ভাবনের বিকাশে ১ ট্রিলিয়ন টাকার একটি তহবিল গড়ে তোলা হচ্ছে। ই-মবিলিটি, জৈব উৎপাদন এবং বায়ো-ই-৩ নীতির কথাও উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে। ড্ড্পরিবেশ-বান্ধব শক্তিক্ষেত্রে এই ১০০ দিনে মোট ৭ হাজার কোটি টাকার বায়ুশক্তি প্রকল্পের জন্য বাস্তব্যতা ব্যবধান অপসারক তহবিল প্রকল্প প্রকল্প চালু করা হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। তিনি আরও বলেন, ভারত ৩১ হাজার মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়েছে - যার জন্য খরচ ধরা হয়েছে ১২ হাজার কোটি টাকা। একবিংশ শতকে ভারত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সারা বিশ্বকে বিবিধ সমস্যার সমাধানের পথ বালে দেবে বলে প্রধানমন্ত্রী প্রত্যয়ী। এ প্রসঙ্গে তিনি এ মাসের শুরুর দিকে আয়োজিত গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্ট কিংবা প্রথম আন্তর্জাতিক সৌর উৎসব, গ্লোবাল সেমি-কন্ডাক্টর সামিট এবং দ্বিতীয় এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অসামরিক উ।ান মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের কথা উল্লেখ করেন। শ্বেত বিপ্লব, মধু বিপ্লব, সৌর বিপ্লব প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুজরাট রাজ্যটির অগ্রণী ভূমিকার প্রসঙ্গও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে এখানেই প্রথম পৃথক মন্ত্রক তৈরি হয়েছে বলেও তিনি জানান।

এই সম্মেলনের আয়োজন স্থল মহাত্মা মন্দিরের তাপর্য তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী অনেক আগেই সারা বিশ্বকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ২০৪৭ নাগাদ ভারতকে উন্নত দেশ গড়ে তোলার প্রশ্নে জ্বালানির চাহিদা সম্পর্কে সরকার সচেতন। এক্ষেত্রে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি একটি ব। পন্থা। ভারতে উন্নয়নের যে ভিত আজ তৈরি হচ্ছে, তা আগামী হাজার বছরেও প্রাসঙ্গিক থাকবে বলে প্রধানমন্ত্রী প্রত্যয়ী। জলবায়ু পরিবর্তন রোধে ভারতের বিভিন্ন উদ্যোগের প্রসঙ্গ ফের তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর ভাষণে উঠে আসে ‘ সূর্য ঘর মুফ্‌ত বিদ্যু প্রকল্প’-এর কথা। এই প্রকল্পের আওতায় বা।রি ছাদে সৌর প্যানেল লাগিয়ে প্রতিটি পরিবার বিদ্যুৎ উৎপাদক হয়ে উঠতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, এই প্রকল্পের আওতায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ পরিবার নিবন্ধিকৃত হয়েছে এবং ৩.২৫ লক্ষ বাড়িতে সৌর প্যানেল বসানোর কাজ শেষ হয়েছে। সূর্য ঘর মুফ্‌ত বিদ্যুৎ প্রকল্প’-এর সুবাদে একটি পরিবার বিদ্যুৎ উৎপাদন করে উদ্বৃত্ত বিক্রির মাধ্যমে বছরে বিদ্যুৎ বিল বাবদ ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পারে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। এই টাকা পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড-এ ২০ বছর রাখলে ১০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে এবং তা দিয়ে দরিদ্র পরিবারের অন্য চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন। পিএম সূর্য ঘর প্রকল্পের সুবাদে পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি, ২০ লক্ষ কর্মসংস্থানেরও সুযোগ তৈরি হবে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। প্রকল্পটির আওতায় ৩ লক্ষ যুবককে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করাও সম্ভব বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। ড্ড্সৌর বিপ্লবের প্রসঙ্গে ভারতের সাফল্য তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রথম সৌর গ্রাম ‘ কথা বলেন। দেশে এরকম আরও সৌর গ্রাম তৈরি করা হবে বলে তিনি জানান। অযোধ্যা সহ ১৭টি জনপদকে সৌর শহর করে তোলা হবে বলেও প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন। গ্রিন হাইড্রোজেন ক্ষেত্রেও ভারতে দ্রুত কাজ হচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। সরকারের গৃহীত গ্রিন হাইড্রোজেন মিশনের কথা তুলে ধরেন তিনি। বর্জ্য থেকে শক্তি উপাদনের ক্ষেত্রেও ভারতে জোরকদমে কাজ চলছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। ড্ড্প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাসগ্রহ-বান্ধব মানুষের নীতির প্রতি সরকার দায়বদ্ধ। এক্ষেত্রে তিনি ‘ LiFE’-এর উল্লেখ করেন। ২০২৫ নাগাদ পেট্রোলে ইথানল সংমিশ্রণের মাত্রা ২০ শতাংশে নিয়ে যেতে ভারত লক্ষ্য রেখেছে বলে প্রধানমন্ত্রী ফের উল্লেখ করেন। অমৃত সরোবর প্রকল্প, ‘ নামে একটি গাছ’ কর্মসূচির কথাও তিনি উল্লেখ করেন পরিবেশগত প্রশ্নে ভারতের নানা উদ্যোগের প্রসঙ্গে।ভারতে শক্তি উৎপাদনের পাশাপাশি, উৎপাদন ক্ষেত্রেও বিনিয়োগের প্রভূত সুযোগ রয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী বার্তা দিয়েছেন। এই কর্মযজ্ঞে আরও লগ্নির আহ্বান জানান তিনি। ড্ড্অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গুজরাটের রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল, কেন্দ্রীয় নবীন এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রী শ্রী প্রহ্লাদ যোশী, অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড় এবং গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমুখ।

শুক্রবার ওয়ার্ধা যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, অংশ নেবেন পিএম বিশ্বকর্মা কর্মসূচিতে

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধায় যাচ্ছেন। ওই দিন পিএম বিশ্বকর্মা কর্মসূচিতে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। অনুষ্ঠান চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী মোদী পিএম বিশ্বকর্মা সুবিধাভোগীদের সার্টিফিকেট এবং ঋণ প্রদান করবেন।এই প্রকল্পের অধীনে কারিগরদের কাছে প্রসারিত বাস্তব সহায়তার প্রতীক হিসাবে, তিনি ১৮টি ট্রেডের অধীনে ১৮ জন সুবিধাভোগীকে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মার অধীনে ক্রেডিট বিতরণ করবেন। তাঁদের উত্তরাধিকার এবং সমাজে স্থায়ী অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা হিসাবে, প্রধানমন্ত্রী পিএম বিশ্বকর্মার অধীনে অগ্রগতির এক বছর উপলক্ষে নিবেদিত একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করবেন।প্রধানমন্ত্রী মহারাষ্ট্র সরকারের আচার্য চাণক্য দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র প্রকল্পের সূচনা করবেন। ১৫ থেকে ৪৬ বছর বয়সীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য রাজ্য জুড়ে খ্যাতনামা কলেজগুলিতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

২১ সেপ্টেম্বর দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন অতিশী, জানিয়ে দিল এএপি

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ আগামী ২১ সেপ্টেম্বর, শনিবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন অতিশী মারলেনা। বৃহস্পতিবার আম আদমি পার্টির পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। এএপি জানিয়েছে, ২১ সেপ্টেম্বর দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন অতিশী। অতিশী ছাড়াও আরও কয়েকজন দিল্লির মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন ওই দিন।প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভি কে সাক্সেনার সঙ্গে দেখা করে নিজের ইস্তফাপত্র তুলে দিয়েছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তাঁর সঙ্গেই সাক্সেনার কাছে গিয়ে দিল্লিতে নতুন সরকার গড়ার দাবি জানিয়েছিলেন অতিশী। আর শনিবার তিনি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন, একইসঙ্গে কয়েকজন বিধায়ক মন্ত্রী হিসেবেও শপথ নিতে পারেন।

গত ১০ বছরে স্বচ্ছতা অভিযান দেশব্যাপী একটি অভিযানে পরিণত হয়েছেঃরাষ্ট্রপতি

উজ্জয়িনী, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে সাফাই মিত্র সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন। এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেন, গত ১০ বছরে স্বচ্ছতা অভিযান দেশব্যাপী একটি অভিযানে পরিণত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, স্বচ্ছতা ভারত মিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ে, যা ২০২৫ সাল পর্যন্ত চলবে, আমাদের সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।সাফাই মিত্র সম্মেলনে বক্তব্য রাখার পাশাপাশি ইন্দোর-উজ্জয়িনী ৬ লেন সড়ক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, পরিচ্ছন্নতার দিকে আমাদের একটি পদক্ষেপ সমগ্র দেশকে পরিচ্ছন্ন রাখতে তাপর্যপূর্ণ প্রমাণিত হবে। তিনি সকলকে পরিচ্ছন্ন ভারত, সুস্থ ভারত এবং উন্নত ভারত গড়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করার আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, আমরা সবাই জানি, পরিচ্ছন্নতার দিকে আমাদের একটি পদক্ষেপ সমগ্র দেশকে পরিচ্ছন্ন রাখতে সহায়ক হবে। আসুন আমরা সবাই একটি পরিচ্ছন্ন ভারত, একটি সুস্থ ভারত এবং একটি উন্নত ভারত গড়ার

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার, ইংরেজীঃ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ ৩ আশ্বিন, চান্দ্রঃ ১২ পদ্মনাভ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৩ আশ্বিন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ৩ আশ্বিন ১৯৪৬, মৈতৈঃ ১২ লাংবন, আসামঃ৩ আশ্বিন, মুসলিমঃ ১১-রবিউল-আউয়াল-১৪৪৬ হিজরীশ্রীবামন জয়ন্তীসূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৫ঃ৫৩ এবং অস্তঃ বিকাল ০৫ঃ৩৬ঃ০৬।চন্দ্র উদয়ঃ বিকাল ০৩ঃ৫০ঃ২১(১৫) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০৩ঃ০৯ঃ ১৭(১৫)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃদ্বাদশী (ভদ্রা) বিকাল ঘ ০২ঃ৫৬ঃ০৮ দং ২৩৪৫২৫ পর্যন্ত , দ্বাদশীর পারনাঃ সকালঃ০৫ঃ২৫-সকালঃ০৯ঃ২৯ পর্যন্তনক্ষত্রঃশ্রবণা বিকাল ঘ ০৪ঃ ৫৩ঃ০৭ দং ২৮৩৭৫২.৫ পর্যন্ত পরে ধনিষ্ঠাকরণঃবালব বিকাল ঘ ০২ঃ ৫৬ঃ০৮ দং ২৩৪৫২৫ পর্যন্ত পরে কৌলব সকাল ঘ ০২ঃ০৩ঃ৫৬ দং ৫১৩৪১০ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগ অতিগণ্ড বিকাল ঘ ০২ঃ১৬ঃ৩২ দং ২২৬২৫ পর্যন্ত পরে সুকর্মা অমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ১৪ঃ৩৯ থেকে - ০৯ঃ২৯ঃ২৩ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ ১০ঃ৪৯ থেকে - ০৮ঃ৪৫ঃ২৮ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগঃদিন ০৫ঃ২৫ঃ৫৮ থেকে - ০৬ঃ১৪ঃ৩৯ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৪৪ঃ০৬ থেকে - ০১ঃ৩২ঃ৪৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ২৩ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ১০ঃ৪৯ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ ৫৪ঃ৪৪ থেকে - ০৩ঃ০৪ঃ০১ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৩ঃ৫৮ঃ৪৯ থেকে - ০৪ঃ৪৭ঃ৩০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ ০৩ঃ০৪ঃ০১ থেকে - ০৩ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৯ঃ৫৯ঃ৪৮ থেকে - ১১ঃ৩১ঃ০৫ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১১ঃ৩১ঃ০৫ থেকে - ০১ঃ০২ঃ২১ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ ১২ঃ৫৯ঃ৪৮ থেকে - ০২ঃ২৮ঃ৩২ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৪২৮৪২১৯ (১২) ১ পদচন্দ্রঃ ৯২৯২১২৪ (২৩) ২ পদমঙ্গলঃ ২৯৪৮৫১ (৬) ১ পদবুধঃ৪১৮৭৩৪ (১১) ২ পদবৃহস্পতিঃ১২৭১৫৫৪ (৫) ২ পদশুক্রঃ৫২৬৩৭৪ (১৪) ১ পদশনিঃ১০১৭৫৫৫৫ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১১৫১৫১৬ (২৬) ৪ পদকেতু ৫১৫১৫১৬ (১৩) ২ পদশনি বক্রিলগ্নঃসিংহ রাশি সকাল ০৫ঃ২৯ঃ৩১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ০৭ঃ৩৯ঃ৪৩ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ০৯ঃ৫৩ঃ৫২ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ১২ঃ০৯ঃ৩৮ পর্যন্ত। ধনু রাশি দুপুর ০২ঃ১৪ঃ৫৪ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৪ঃ০১ঃ ৪৮ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৫ঃ ৩৫ঃ১৩ পর্যন্ত। মীন রাশি বিকাল ০৭ঃ০৬ঃ১৭ পর্যন্ত। মেষ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ৪৬ঃ৪৯ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্র ১০ঃ৪৫ঃ১৩ পর্যন্ত। মিথুন রাশি রাত্রি ১২ঃ৫৮ঃ৩২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ১৪ঃ১৫ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.৭ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৫.৬ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতকরা এবং ৮০ শতকরা। জোয়ার-সকাল ১১ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৯টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ৩টা ৫০ মিনিট এবং রাত ২ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় ৫টা ২৮ মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৩২মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃবহুদিন ধরে চলা ব্যবসার জটিলতা এই সময় কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা। সংসারে শান্তি হবে আজ

বৃষ রাশিঃ সন্তানের নতুন যোগাযোগের মাধ্যমে ভিন রাজ্যে কর্মপ্রাপ্তি। আর্থিক উন্নতি হবে।

মিথুন রাশিঃ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জমি-জমা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করুন। শুভ দিন।

কর্কট রাশিঃঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে যান।

সিংহ রাশিঃকর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি তবে দূরে কোথাও বদলি হতে পারেন।

কন্যা রাশিঃশ্বশুরকুল থেকে অর্থ ও স্থাবর সম্পত্তি হাতে আসতে পারে।।

তুলা রাশিঃকর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করুন।

বৃশ্চিক রাশিঃলটারিতে বা শেয়ারে কিছু উপার্জন হলেও লোভের বশবর্তী হয়ে অতিরিক্ত বিনিয়োগ করতে যাবেন না। ব্যবসায় সাফল্য

ধনু রাশিঃ স্ত্রীর নামী প্রতিষ্ঠানে কর্ম-সংস্থানের সুযোগ আসতে পারে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হবে

মকর রাশিঃ অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন।।

কুম্ভ রাশিঃ সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি।

মীন রাশিঃব্যবসায়ীরা নতুন বিনিয়োগের কথা বিবেচনা করতে পারেন।অযাচিতভাবে কাউকে সাহায্য করতে যাবেন না।শুভদিন

কংগ্রেসের জন্য নির্বাচনী ইস্তেহার শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা মাত্রঃজে পি নাড্ডা

রোহতক, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বৃহস্পতিবার নির্বাচনী ইস্তেহার (সঙ্কল্প পত্র) প্রকাশ করলো বিজেপি। বৃহস্পতিবার দুপুরে হরিয়ানার রোহতকে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনি-সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব।সঙ্কল্প পত্র প্রকাশের পর কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছেন নাড্ডা। তিনি বলেছেন, কংগ্রেসের জন্য এই দলিল (ইস্তেহার) একটি আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। তাঁদের জন্য এই দলিল শুধুমাত্র একটি আচার পালনের জন্য এবং তাঁদের জন্য এই দলিল জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। ১০ বছর আগে হরিয়ানার চিত্র কী ছিল? হরিয়ানার চিত্র ছিল 'খার্চি' এবং 'পার্চি'-এর ভিত্তিতে চাকরি পাওয়ার। হরিয়ানা জমি কেলেঙ্কারির জন্য পরিচিত ছিল...আমাদের জন্য 'সঙ্কল্প পত্র' খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা হরিয়ানাকে অবিরাম পরিষেবা প্রদান করছি।

প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে যোগদান সভা, নবাগতদের বরণ করলেন পিসিসি সভাপতি আশীষ কুমার সাহা

আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃকমলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ১১টি পরিবার বৃহস্পতিবার ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ছেড়ে ভারতীয়.জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা নবাগতদের দলে বরণ করে নিয়েছেন।আশীষ কুমার সাহা নলেন, বর্তমান রাজনৈতিক পটভূমিতে এই দলত্যাগ উল্লেখযোগ্য বিষয়। মানুষ বুঝতে পারছে সুশাসনের নামে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের আসল রং এবং কীভাবে উন্নয়নের নামে সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করছে।তিনি বলেন, আগামী দিনগুলিতে আরও লোক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদানের জন্য এগিয়ে আসবেন। কারণ এটিই একমাত্র বিকল্প যা তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারে এবং সত্যিকার অর্থে রাষ্ট্র ও দেশের উন্নয়ন করতে পারে। আশীষ কুমার সাহা কংগ্রেস আশা করেন যে নতুন যোগদানকারীরা দলীয় আদর্শ অনুসরণ করবেন এবং মানুষের জন্য কাজ করবেন।

দেওয়াল ধসে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু মহিলার

ফিরোজাবাদ, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ বুধবার গভীর রাতে উত্তর প্রদেশের ফারিহা থানা এলাকায় গরু বাঁধতে গিয়ে দেওয়াল চাপা পড়ে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। আহত হয় গরুটি। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।জানা গেছে, বুধবার গভীর রাতে বৃষ্টির সময় ফারিহা থানার গুহানা গ্রামের বাসিন্দা মুকেশের স্ত্রী গঙ্গাশ্রী (৪৯) তার গরু বাঁধতে যাচ্ছিলেন। সেই সময়দেওয়ালটি ধসে পড়ে। যার তলায়.চাপা পড়ে যান গঙ্গাশ্রী।

নতুন করে জামিনের আবেদন জানালেন সত্যেন্দ্র জৈন, শুনানি আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ নতুন করে জামিনের আবেদন জানিয়েছেন আম আদমি পার্টি (এএপি)-র নেতা সত্যেন্দ্র জৈন। বৃহস্পতিবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে জামিনের আবেদন জানিয়েছেন সত্যেন্দ্র জৈন। সত্যেন্দ্র জৈনের এই জামিনের আবেদনের শুনানি হবে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর। অর্থ তছরুপ মামলায় ২০২২ সালের মে মাসে সত্যেন্দ্র জৈনকে গ্রেফতার করেছিল ইডি।তিনি এই মুহূর্তে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন। জেল হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় বৃহস্পতিবার সত্যেন্দ্র জৈনকে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে পেশ করা হয়। আদালতে পেশ হওয়ার সময় তিনি বলেন, সত্যের জয় হবে। এদিনই নতুন করে জামিনের আবেদন জানিয়েছেন সত্যেন্দ্র জৈন। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে ইডি-কে নোটিশ পাঠিয়েছে আদালত। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর হবে শুনানি।

তুইসিন্দ্রাইয়ের রাঙ্খল পাড়ায় আসাম রাইফেলস ক্যাম্পে আটকে রাখা হল সন্দেহজনক লরি, পুলিশকে যেতে বাঁধা

তেলিয়ামুড়া (ত্রিপুরা), ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ থানার ওসিকে নিজের এলাকায় দায়িত্ব পালন করতে বাঁধা প্রদান করা হল। প্রকৃত অর্থে আসাম রাইফেলস কর্তৃক তেলিয়ামুড়া থানার ওসিকে রীতিমত অপমানিত করা হয়েছে। ওসি জানতে চেয়েছিলেন কেন আসাম রাইফেলস ক্যাম্পের ভেতরে সংঃদেহজনকভ কিছু গাড়িকে আটক করা হয়েছে। ওসির বক্তব্য হচ্ছে, যেহেতু রাঙ্খলপাড়া ক্যাম্প এলাকা তেলিয়ামুড়া থানার অধীন তাই তাঁর নৈতিক অধিকার রয়েছে বিষযটা জানার। গোটা ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।ঘটনার বিস্তারিত তথা দিতে গিয়ে তেলিয়ামুড়া থানার ওসি জানান, তিনি যখন কর্তব্যরত অবস্থায.ছিলেন তখন দেখতে পান চাকমাঘাট এলাকা থেকে ১৮ চাকার একটা লরি সহ আরো বেশ কয়েকটি গাড়িকে আসাম রাইফেলসের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট সঞ্জীব কুমার এসকর্ট করে নিয়ে যাচ্ছেন। এই ঘটনা দেখার পর স্বাভাবিকভাবেই ওসি ওই গাড়িগুলির পিছু ধাওয়া করেন এবং একটা সময় গিয়ে দেখতে পান রাঙ্খলপাড়া’তে অবস্থিত আসাম রাইফেলস ক্যাম্পে ওই গাড়িগুলোকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।থানার ওসি যখন ক্যাম্পের ভেতরে গিযে.গোটা ঘটনার তদন্ত করতে চাইছিলেন তখন নাকি আসাম রাইফেলসের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্টের নেতৃত্বে জওয়ানরা ওসিকে বাঁধা প্রদান করা হয় এবং ক্যাম্পের ভেতরে যেতে নিষেধ করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ওসির স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, এখানে কিছু একটা গোজামিল বা গরমিল রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে কেন আসাম রাইফেলস গাড়িগুলিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে যাওয়ার পরেও পুলিশকে সেই বিষয়ে সম্পর্কে অবগত করতে চায়নি।অনুমান করা যাচ্ছে হয়তবা বিশাল পরিমাণের নেশা সামগ্রী সহ কোন একটা রফার উদ্দেশ্যে এই কাণ্ড করা হয়েছে। যদিও সবটাই তদন্ত সাপেক্ষ। এই ঘটনার খবর চাউর হতেই জনমনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে এবং আসাম রাইফেলসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

দিল্লির শান্তি বনে দুর্ঘটনার কবলে গাড়ি

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ দিল্লির শান্তি বন এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি গাড়ি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় প্রাণহানির কোনও ঘটনা ঘটেনি। তবে, ৫ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৪ জন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া। আহতদের মধ্যে একজনের জন্মদিন ছিল, তাঁরা গুরুগ্রাম থেকে ফিরছিলেন। দুর্ঘটনার পর আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার দিল্লির শান্তি বন এলাকায় গাড়ি দুর্ঘটনায় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ শিক্ষার্থী-সহ ৫ জন আহত হয়েছেন, তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বিহারের নওয়াদায় ২০-২৫টি বা।তিতে আগুন ধরিয়ে দিল দুষ্কৃতীরা, উদ্বেগ প্রকাশ মায়াবতীর

পাটনা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ বিহারের নওয়াদা জেলায় ২০-২৫টি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। বুধবার রাতে মুফাস্সিল থানার অধীনে কৃষ্ণনগর এলাকায় ২০-২৫টি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা, আগুনের লেলিহান শিখায় বাড়িগুলি পুড়ে গিয়েছে। গৃহহীন হয়ে পড়েছেন অসংখ্য মানুষ। এসডিপিও, সদর (নওয়াদা) সুনীল কুমার বলেছেন, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে জমি সংক্রান্ত বিবাদের কারণে এই ঘটনা। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী। তিনি বৃহস্পতিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, বিহারের নওয়াদায.দরিদ্র দলিতদের বহু ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া ও তাঁদের জীবন ধ্বংস করার ঘটনা অত্যন্ত দু ঃখজনক এবং উদ্বেগের। সরকারের উচিত দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া।

উত্তর প্রদেশের মথুরায় লাইনচ্যুত মালগাড়ি

মথুরা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ উত্তর প্রদেশের মথুরায় লাইনচ্যুত হয়ে গেল একটি মালগাড়ি। বুধবার রাতে আগ্রা থেকে দিল্লিগামী একটি মালগা।রি প্রায় ২৫টি বগি লাইনচ্যুত হয়ে গিয়েছে। এই রেল দুর্ঘটনার জেরে দিল্লি-আগ্রা রুটে প্রভাবিত হয়েছে রেল পরিষেবা। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রেললাইনও। রাত থেকেই শুরু হয় রেললাইন মেরামতের কাজ, যা বৃহস্পতিবার দুপুরেও চলছে। মথুরা স্টেশন ডিরেক্টর এস কে শ্রীবাস্তব বলেছেন, লাইনচ্যুত ওয়াগনগুলি সরানোর কাজ চলছে। ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।মথুরায় পুলিশ সুপার (শহর) অরবিন্দ কুমার বলেছেন, বুধবার রাত ৮.৪৫ মিনিট নাগাদ আমরা খবর পাই একটি মালগাড়ি লাইনচ্যুত হয়ে গিয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনার তদন্ত করছে। কেউ হতাহত হননি।

প্রতিবাদে বিশাল সমাবেশে স্লোগান, ‘ আমার মাটি, আমার মা, দেশ ছেড়ে কোথাও যাব না’ ইত্যাদি

গোপালগঞ্জ (বাংলাদেশ), ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ সনাতনীদের বাড়িঘর ও মন্দিরে হামলা বন্ধ করা, হামলাকারীদের গ্রেফতার করা, বিচার এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ সহ আট দফা দাবির ভিত্তিতে শুক্রবার বিকালে গোপালগঞ্জে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।গোপালগঞ্জ বিসিক ব্রিজ থেকে এলজিইডির মোড়। পর্যন্ত সংগঠিত মিছিল ছিল বিশাল। গোটা শহর পরিণত হয় মিছিল-নগরীতে। গোপালগঞ্জের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আজকের বিক্ষোভ

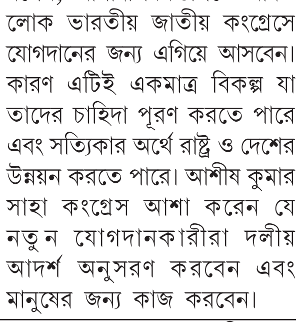

সমাবেশের আয়োজন করেছেন।হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এদিন সকাল ১০টা থেকে পাঁচ উপজেলা থেকে গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় কালীবাড়ি ও প্রেস ক্লাবের সামনে সমবেত হন। বেলা ১১টায় হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ, পূজা উদযাপন কমিটি ও কালীবাড়ির যৌথ ব্যানারে বিক্ষোভ সমাবেশ শুরু হয়। মিছিল ও সমাবেশের ফলে টুঙ্গিপাড়া-গোপালগঞ্জ সড়কে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। বিক্ষোভ সমাবেশে নারী, পুরুষ, যুবক ও শিশুরা অংশগ্রহণ করেন। পরে সমাবেশ সমাপ্তি ঘোষণা করেন গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় কালীবাড়ি কমিটির সভাপতি রমেন সরকার।বিক্ষোভ সমাবেশে স্লোগান ছিল, ‘ কথায় কথায় বাংলা ছাড়ো, বাংলা কি কারও বাপ-দাদার’, ‘জেগেছে রে জেগেছে, সনাতনীরা জেগেছে’, ‘তোমার দেশ, তোমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ’, ‘ আমার মাটি, আমার মা, দেশ ছেড়ে কোথাও যাব না’, ‘ দেশে হামলা কেন, প্রশাসন জবাব চাই’, ‘ চাই বিচার চাই, হামলাকারীর বিচার চাই’ ইত্যাদি। সমাবেশে ভাষণ দিয়েছেন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের গোপালগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি প্রদীপ কুমার বিশ্বাস পল্টু, সাধারণ সম্পাদক দুলাল বিশ্বাস সবুজ, গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামি লিগ নেতা উজ্জ্বল বিশ্বাস, মৃণালকান্তি রায় চৌধুরী পপা, প্রাক্তন ছাত্রনেতা টিটু বৈদ্য প্রমুখ।

জওয়ান মণীশ থাপার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ মন্ত্রী গণেশ যোশীর

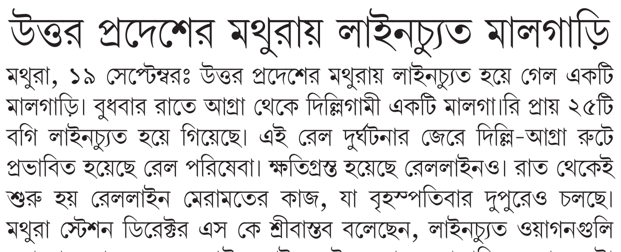

দেরাদুন, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তরাখণ্ডের সেনাকল্যাণ মন্ত্রী গণেশ জোশী জওয়ান মণীশ থাপার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন বৃহস্পতিবার। তিনি জওয়ানের বাসভবনে গিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। তিনি প্রয়াত জওয়ানের পরিবারের সদস্যদের সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।উল্লেখ্য, জওয়ান মণীশ থাপা ১৫ জিআর (এফএফ) গোর্খা রাইফেলের একজন হাবিলদার ছিলেন। জানা গেছে, তিনি রাষ্ট্রপতি ভবনে নিযুক্ত ছিলেন। বুধবার সকালে তার স্বাস্থ্যের অবনতি হয় এবং তিনি দিল্লিতে মারা যান।

উদয়নারায়ণপুরেও বন্যা পরিস্থিতির অবনতি, দুঃশ্চিন্তায় সাধারণ মানুষ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ ডিভিসি-র ছাড়া জলে আমতার পর বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরেও। হাওড়া-হুগলির সীমানায় থাকা খানাকুলের বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় নতুন করে একাধিক গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। উদয়নারায়ণপুর ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ১১২টি গ্রাম পুরোপুরি জলের তলায় চলে গিয়েছে। আমতা-উদয়নারায়ণপুর রাস্তার উপর প্রায় এক গলা পর্যন্ত জল। এই বিষয়ে বিধায়ক সমীর পাঁজা জানিয়েছেন, ‘ জলে উদয়নারায়ণপুরের অবস্থা ভয়াবহ। জেলা থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এবারের বন্যা পরিস্থিতি ১৯৭৮ সালের ভযাবহতাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। বিগত কয়েক বছরের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। আমতার সেহাগড়ি মোড় থেকে পুরশুড়া পর্যন্ত প্রায় ৫০ কিলোমিটার রাস্তা পুরোপুরি জলের তলায়।’ এই মুহূর্তে রীতিমতো দুঃশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বেলুড়ে তৃণমূল নেতার গাড়িতে হামলা, হতাহতের ঘটনা ঘটেনি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়া সদরের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্রের গাড়িতে হামলা চালালো দুস্কৃতী। বুধবার রাতে কালীঘাট থেকে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। গাড়িতে ছিলেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। অভিযোগ, বেলুড়ে তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুস্কৃতীরা। যদিও হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। তবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন তৃণমূল নেতা। বেলুড় থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। কে বা কারা হামলা চালালো তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশের অনুমান, পুরানো শত্রুতার জেরে এই হামলা হয়ে থাকতে পারে।

উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত নেই, ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর ও দক্ষিণ দুই বঙ্গেই আপাতত বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টি হলেও তা হবে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা, কোনও কোনও জেলার কোথাও কোথাও। পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে বৃষ্টিজনিত কোনও সতর্কতা নেই। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জেলগুলিতেও এই মুহূর্তে বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টি না হওয়ায় শুষ্ক হয়ে উঠেছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আবহাওয়া। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রোদের দাপট দেখা গিয়েছে শহর ও শহরতলিতে। তবে, আবহাওয়া এখনও স্বস্তিদায়কই রয়েছে। তবে, কলকাতায় গরম অনুভূত হচ্ছে। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেড়ে ২৭ ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.২ ডিগ্রি বেশি।

স্বচ্ছতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে মেট্রো রেলওয়ে ‘ওয়াকথনের’ আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ মেট্রো রেল ১৪ ই সেপ্টেম্বর থেকে ০২ অক্টোবর পর্যন্ত ‘স্বচ্ছতা হি সেবা’ পালন করছে। স্বচ্ছতা সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার অংশ হিসেবে এই সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে, আজ ১৯.০৯.২০২৪ তারিখে মেট্রো রেল ভবন থেকে পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত স্বচ্ছতা এবং আমাদের জীবনে এর গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে একটি ’ওয়াকথন’-এর আয়োজন করা হয়েছে। মেট্রোর কর্মীরা, ক্রীড়াবিদ, আরপিএফ কর্মীরা এই ওযাকথনে বিপুল সংখ্যক অংশ নেন।

জয়নগরে ২৮০ বস্তা নকল সিমেন্ট সহ গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় নকল সিমেন্টের গাড়ি সহ গ্রেফতার দুজন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিমের তপরতায় বুধবার বিকালে জয়নগর থানার উওর দূর্গাপুর পঞ্চায়েতের কাকাপাড়া এলাকা থেকে নকল সিমেন্ট সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ২৮০ বস্তা নকল সিমেন্ট। পুলিশ সূত্রে জানা যায়,জয়নগর কাকা পাড়ার আসগর আলি মোল্লার একটি সিমেন্টের গোডাউনে সিমেন্টের গাড়ি থেকে সিমেন্ট গোডাউনে নামানোর সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় নকল সিমেন্ট।এই ঘটনায় সিমেন্ট গাড়ির চালক রথীন বৈদ্য ও সিমেন্ট গোডাউনের মালিক আসগর আলি মোল্লাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত রথীন বৈদ্যের বাড়ি কুলপি থানার পূর্ব বাজারবেড়িয়া গ্রামে এবং ধৃত আসগর আলি মোল্লার বাড়ি জয়নগর থানার কাকাপাড়া গ্রামে। উদ্ধার হয়েছে একটি নামী কোম্পানীর ২৮০ বস্তা নকল সিমেন্টের বস্তা। ধৃতদের বৃহস্পতিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ চালিয়ে যেতে চায় জয়নগর থানার পুলিশ।

ঘূর্ণিঝড়,কোটাল ও নিম্নচাপে আতঙ্ক বাড়ে সুন্দরবনের মানুষের

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ ঘূর্ণীঝড়-কোটাল বা নিম্নচাপ এলে আতঙ্ক বাড়ে সু ন্দরবনের মানুষের।সু ন্দরবনে প্রায় প্রতি বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসে, ক্ষতি হয় বিস্তীর্ণ এলাকার। কিন্তু এই বিপর্যয় এড়াতে সারা বছর কিছু না কিছু কাজ হয়।কিন্তু তারপরেও বিপযয় আসলেই আতঙ্কে থাকে সু ন্দরবনের মানুষ জন। নিম্নচাপের জেরে সম্প্রতি ভারী বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। তাতেই কিছু এলাকায় বাঁধে ক্ষতি হয়েছে।এ বিষয়ে নদী তীরবর্তী গোসাবার বাসিন্দারা বলেন, সঠিক ভাবে বাঁধ মেরামত হয় না বলে সারা বছর কাজ হলেও নিম্নচাপ ও কোটাল এলেই নদীর বাঁধ ভেঙে জলমগ্ন হয়ে পড়ে এলাকা।ক্ষতি গ্রস্থ হই আমরা। বাঁধ যে সারানো হয় না তা কিন্তু একেবারেই নয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সারাবছর কাজ হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্ভবনা দেখা দিলে তড়িঘড়ি জেসিবি দিয়েও কাজ হয়। কিন্তু এত কিছুর পরও বাঁধ ভাঙে জল ঢুকে যায় গ্রামে। এই সবকিছু রোধ করার জন্য চাই সুনির্দিষ্ট বাঁধ মেরামতের পরিকল্পনা। আর তা না হলে এমনটা হতেই থাকবে, সমস্যার আর সমাধান হবে না বলেই মত সু ন্দরবনের বাসিন্দাদের। যতদিন সেই কাজ না হয় ততদিন এই দুর্বল বাঁধের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে থাকতে হয় বলে ও জানিয়েছেন তাঁরা। তবে এব্যাপারে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, স্থায়ী নদী বাঁধের অনুমোদন পেলেই আগামী দিনে তা করা হবে।

বালিতে তৃণমূল যুব সভাপতির গাড়িতে হামলা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিয়ে রাতে বাড়ি ফেরার সময় তৃণমূল যুব সভাপতির গাড়িতে হামলা, বেলুড়ে উত্তেজনা। হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্রের গাড়িতে এবার হামলার অভিযোগ উঠলো। গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি বা পাথর ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ। স্ত্রী-সন্তান সহ পরিবারের লোকেদের নিয়ে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিয়ে বুধবার রাতে বাড়ি ফেরার সময় বেলু।রে জি টি রোডের উপর ওই হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। হামলায় কেউই আহত হয়নি। তবে ঘটনায় যুব সভাপতির গাড়ির কাচ ভেঙে যায়। সেটা গুলির আঘাতে নাকি পাথর বা ইট ছোঁড়ার জন্য হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে হাওা।র ওই যুব নেতার উপর হামলায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বেলু। এলাকায়। এই ব্যাপারে বেলু। থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন কৈলাশ মিশ্র। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। গুলি না পাথর ছোঁড়া হয়েছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। হামলাকারীদের চিহ্নিত করতে এলাকার সিসিটিভির ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্থ গাড়িটির ফরেনসিক পরীক্ষাও করানো হতে পারে বলে জানা গেছে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে কৈলাস মিশ্র বলেন, বুধবার রাত দশটা নাগাদ যখন বেলুড়ের কাছে গাড়ি নিয়ে ফিরছিলাম সেই সময় ওই ঘটনা ঘটে। গাড়িতে আমার পরিবার ছিল। ভাইয়ের পরিবার ছিল। আমরা কালীঘাট মন্দির থেকে পুজো দিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। সেই সময় ঘটনাটি ঘটে। গাড়ির ডান দিকে একটি শব্দ হয়। ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দেখতে গেলে দেখতে পায় গাড়ির কাঁচে গুলি জাতীয় বা অন্য কিছু ছোঁড়া হয়েছে। পুলিশকে ঘটনাটি জানাই। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। ঘটনার সময় রাস্তায় দু’তিনজন অপরিচিত লোক ছিল। কিভাবে ঘটনা ঘটেছে কারা এই ঘটনায় যুক্ত সেটা পুলিশ তদন্ত করে দেখবে। আমি ঘটনার পর পরিবার নিয়ে গাড়ি সহ বাড়ি চলে আসি।

সারা বছর ম্যানগ্রোভ লাগালেই মিলবে নতুন জামা কাপড়

দুরন্ত বার্তা, গোসাবা,১৯ সেপ্টেম্বর ঃ মেছো ভেড়ি তৈরির স্বার্থে বিঘের পর বিঘে জমির ম্যানগ্রোভ কেটে ফেলেছিল কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ। পাশাপাশি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েও সুন্দদরবনের বিস্তীর্ণ এলাকার ম্যানগ্রোভ ধ্বংস হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ফি বছর সুন্দরবনের উপর আছড়ে পড়া ঘূর্ণিঝড়ের হাত থেকে সুন্দরবনকে বাঁচানোর রক্ষা কবচ ম্যানগ্রোভের অস্তিত্ব যখন সঙ্কটে, ঠিক তখনই, নতুন করে ম্যানগ্রোভ লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছেন এক স্কুল শিক্ষক। কখনও স্বাস্থ্য শিবিরে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে এলাকার মানুষকে দিয়ে নদীর চরে ম্যানগ্রোভ লাগিয়ে নেওয়া, কখনো বা মহিলাদের স্যানিটারি প্যাড, স্বাস্থ্য সামগ্রী প্রদানের পরিবর্তে ম্যানগ্রোভ রোপণে উৎসাহিত করা, কখনও বা স্কুল, কলেজের পড়ুয়া, শিক্ষকদের সুন্দরবনে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রতিদানে নদীর চরে ম্যানগ্রোভ রোপণের উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। আর এভাবেই সুন্দরবনের চরঘেরি, সোনাগাঁ, কাঁকমারি সহ বিভিন্ন এলাকার নদীর চরে নতুন করে ম্যানগ্রোভের বনভূমি গড়ে তুলেছেন মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর হাইস্কুলের ভূগোলের শিক্ষক উমাশঙ্কর মণ্ডল। আর প্রতিবারের মত এবারের পুজোর আগেও বাঘে আক্রান্ত পরিবার, এলাকার দু ঃস্থ পরিবারের সদস্যদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিতে উদ্যোগী হয়েছেন তিনি। তবে শর্ত একটাই, পরিবর্তে ম্যানগ্রোভ রোপণে অংশগ্রহণ করতে হবে সক্কলকে। ২০০৯ সালে আয়লায় সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকার নদী বাঁধ ধ্বংস হয়ে গ্রামের পর গ্রাম প্লাবিত হয়। সেই সময়ই এই শিক্ষক উপলব্ধি করেছিলেন ম্যানগ্রোভের গুরুত্ব। সেই থেকেই অল্প অল্প করে এই ম্যানগ্রোভ রোপণের কাজ শুরু

করেন। গোসাবার লাহিড়ীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চরঘেরির বাসিন্দা এই শিক্ষক প্রথমে নিজের গ্রামের নদীর চর থেকে ম্যানগ্রোভ রোপণের কাজ শুরু করেন। স্কুলের ছুটির ফাঁকে ফাঁকে গ্রামে এসে একাজ করতে থাকেন তিনি। পাশাপাশি গ্রামের মানুষকেও নানাভাবে এই ম্যানগ্রোভ রোপণে উৎসাহিত করেন। একাজে গ্রামের মহিলাদেরকেই মূলত উৎসাহিত করছেন তিনি। গৃহস্থালির কাজের ফাঁকে একাজে এগিয়ে এসেছেন অনেকেই। উৎসাহীদের টাকা পয়সার পরিবর্তে সারা বছর ধরেই মুড়ি, আনাজ, আনাজের বীজ, চাল, স্যানিটারি প্যাড, মুরগির বাচ্চা সহ নানা নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেওয়া হয়। এছাড়া ছোটদের শিক্ষা সামগ্রী, মহিলাদের স্বনির্ভর করতে সেলাই মেশিন প্রদান সহ বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি পুজোতে ঐ পরিবারের সকলকে নতুন জামাকাপড় দেওয়ার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই সেই জামাকাপড় বিতরনের কাজও শুরু হয়েছে। ২০০৯ থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত প্রায় দশ লক্ষের বেশি ম্যানগ্রোভ রোপণ করেছেন বলে দাবি উমাশঙ্করের। তিনি বলেন, একমাত্র ম্যানগ্রোভই পারে সু ন্দরবনকে রক্ষা করতে। এখানকার মানুষকে রক্ষা করতে। ম্যানগ্রোভই কার্যত ঢাল হয়ে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করছে আমাদেরকে। অক্সিজেন তৈরির কারখানা এই ম্যানগ্রোভের বনভূমি। গ্রামের মহিলাদের একাজে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সারা বছরের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পাশাপাশি পুজোয় পরিবারের সকলের জন্য নতুন জামাকাপ। পেয়েছেন সকলেই। শর্ত একটাই বছর ভর সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে ম্যানগ্রোভ রোপণ করতে হবে। গ্রামের ছেলের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার মহিলারা। সাধনা ভূঁইয়া, নির্মলা মণ্ডলরা বলেন, স্বামীকে বাঘে নিয়ে গেছে। সন্তানদের নিয়ে অভাবের সংসার। তবে উমা আমাদের সহায় হয়েছে। ম্যানগ্রোভ রোপণের কাজ করলেই উনি আমাদের পাশে থাকেন। নানাভাবে সাহায্য করেন। এবার পুজোতেও পরিবারের সকলের জন্য জামাকাপ। দিয়েছেন। শুধু ম্যানগ্রোভ রোপণ নয়, এলাকায় শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য দুটি গ্রামীণ স্কুলও চালু করেছেন উমাশঙ্কর।

কলকাতা মেট্রোতে মোবাইল ভিত্তিক কিউ আর টিকিটিং সিস্টেম জনপ্রিয় হয়ে উঠছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ ১১.০৯.২০২৪ থেকে কলকাতা মেট্রোতে ট্রায়াল ভিত্তিতে মোবাইল ভিত্তিক ইন্টিগ্রেটেড ঘণ্ডকোড টিকিটিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে সেই তারিখে কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে একটি অনুষ্ঠানে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে এই নতুন টিকিট ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। তারপর থেকে, প্রায় ১৫০০০ যাত্রী ১৮.০৯.২০২৪ পর্যন্ত তাদের গন্তব্যে যাওয়ার জন্য কলকাতা মেট্রোর বিভিন্ন করিডোরে টিকিটিং সিস্টেমের এই বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে ব্লু লাইনের প্রায় ৯০০০ যাত্রী এবং গ্রীন লাইনের প্রায় ৬০০০ যাত্রী এই টিকিট মোড ব্যবহার করেছেন। শুধুমাত্র ১৮.০৯.২০২৪ তারিখে, ব্লু লাইনে প্রায় ১৮০০ যাত্রী এবং গ্রীন লাইনে ১৩০০ যাত্রী কিউ আর কোড ভিত্তিক টিকিট নিয়ে ভ্রমণ করেছেন। উপলব্ধ তথ্য প্রকাশ করেছে যে এই টিকিট ব্যবস্থা ধীরে ধীরে মেট্রো যাত্রীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। উল্লেখ্য, ব্লু লাইন, গ্রীন লাইন-২ এবং অরেঞ্জ লাইনে এই বিকল্প ইন্টিগ্রেটেড মোবাইল ভিত্তিক কিউআর কোড টিকেটিং সিস্টেম পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। যাত্রীরা এখন বাড়ি, অফিস বা যেতে যেতে একই মোবাইল ভিত্তিক কিউআর কোড টিকিটগুলি ব্যবহার করে সীমাহীন সাধারণ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে প্রদত্ত সংযোগের মাধ্যমে বিনিময় করে এই করিডোরগুলির যে কোনও স্টেশনে ভ্রমণ করতে সক্ষম হয়েছে। এর সাহায্যে যাত্রীরা বুকিং কাউন্টারে দীর্ঘ সারি এড়াতে পারবেন। এই কাগজবিহীন টিকিট কেনার পর একটি ক্যালেন্ডার তারিখে ১২ ঘন্টার জন্য বৈধ থাকে। এখন, মেট্রোতে ভ্রমণের জন্য যাত্রীদের আর কোনও শারীরিক টিকিট বহন করতে হবে না। ব্লু লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনের বিভিন্ন স্টেশনের এএফসি (স্বয়ংক্রিয় ভাড়া সংগ্রহ) গেটগুলি এই নতুন টিকিট সিস্টেমকে সমর্থন করার জন্য আপগ্রেড করা হয়েছে। সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস এই টিকিটিং সমাধান তৈরি করেছে যা আগামী দিনে আরও জনপিয়তা লাভ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নদীর বাঁধ ভাঙল খানাকুলের বন্দরের জেলেপাড়া এলাকায়

বনস্পতি দে, খানাকুল, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ দীর্ঘ চেষ্টার পরেও শেষ রক্ষা হল না, আবারও নদীর বাঁধ ভাঙল খানাকুলের বন্দরের জেলেপাড়া এলাকায় । প্লাবিত হল একাধিক গ্রাম। কিছু দিন থেকেই বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছিল খানাকুলের রূপনারায়ণ নদ। সেই জলের চাপে বারবার ফাটল দেখা দিচ্ছিল বাঁধে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ও প্রশাসনের উদ্যোগে চলছিল বাঁধ মেরামতির কাজ। তারপরে হল না শেষ রক্ষা। রূপনারায়ণ নদের জলের চাপে ভেঙে গেল খানাকুলের বন্দরের জেলে পাড়া এলাকায় নদী বাঁধ। জার জেরে প্লাবিত একাধিক গ্রাম। রাতেই হু হু করে ঢুকছে জল, জেলায় জেলায় আতঙ্ক পরিস্থিতি হাতের নাগালের বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে মাইকিং করা হচ্ছে যাতে গ্রামবাসী নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। নদী বাঁধ ভেঙে যাওয়ার ফলে খানাকুলের বন্দর বাজার এলাকা জলের তলায়। জলের তলায় চলে যাচ্ছে মানুষের বাড়িঘর সহ চাষ জমি। ২০২১ সালের পর আবারও বানভাসি হওয়ার আতঙ্কে ভুগছে গ্রামবাসীরা। হুগলিতে বন্যা পরিস্থিতি দেখে বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী , এক বাসিন্দা জানান, প্রশাসনের তরফ থেকে ভাগে ভাগে অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল বাঁধ মেরামতি করার। কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি। বালির বস্তা দিয়ে কিছুটা পরিস্থিতির সামাল দেবার চেষ্টা চলছিল। সকালের দিকে নদী বাঁধের কানায় কানায় জল পরিপূর্ণ হয়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই জল বাঁধ ভেঙে ঢুকে পড়ে গ্রামের মধ্যে। ইতিমধ্যেই খানাকুলের বন্দর বাজার সহ বিস্তীর্ণ এলাকার জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। মানুষদেরকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ চালাচ্ছে প্রশাসন।

নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা হয়ে গেল সুন্দরবনের কুলতলিতে

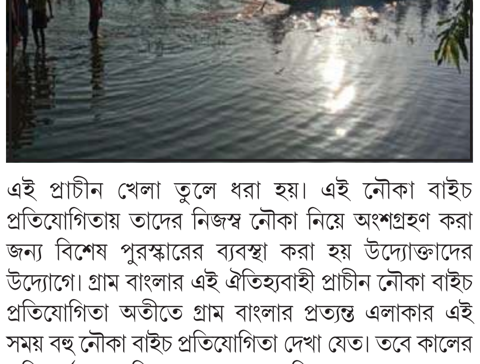

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি,১৯ সেপ্টেম্বর ঃ গ্রাম বাংলা থেকে হারিয়ে যাওয়া নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা হয়ে গেল সু ঃদরবনের কুলতলিতে। কুলতলির পিয়ালী নদীতে মেরিগঞ্জ সবুজ সংঘের পরিচালনায় ৪০ তম বাসরিক নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো মঙ্গলবার বিকালে ।কালের বিবর্তনে ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছে গ্রাম বাংলা থেকে প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী বহু খেলাধুলা,তাঁর মধ্যে রয়েছে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা। বর্তমানে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেটে মানুষজনের কর্মব্যস্ত। সেভাবে আর গ্রাম বাংলা দেখতে পাওয়া যায় না এই ধরনের প্রতিযোগিতা । তবে এই প্রাচীন ও গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা এখনও দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভিন্ন এলাকায় দেখা যায় তার মধ্যে রয়েছে কুলতলি থানার অন্তর্গত পাঁচুয়াখালি থেকে কেল্লা এলাকায়। ক্যানিং, কুলতলী, জয়নগর, মগরাহাট, রায়দীঘি সহ একাধিক এলাকা থেকে এদিন নৌকা নিয়ে বাইচ প্রতিযোগিতায় যোগ দেয় ১৫ টি নৌকা। আর এই কুলতলি পিয়ালী নদীর পাড়েতে গ্রাম বাংলার নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা দেখতে এলাকার হাজার হাজার মানুষজনেরা এদিন উপস্থিত ছিলেন পিয়ালী নদীর ধারেতে। এ প্রসঙ্গে এদিন এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা শাহাদাত শেখ বলেন, গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন খেলা গুলো হারিয়ে যেতে বসেছে। এই ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখতে ও বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে তুলে ধরতে এই প্রাচীন খেলা তুলে ধরা হয়। এই নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় তাদের নিজস্ব নৌকা নিয়ে অংশগ্রহণ করা জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয় উদ্যোক্তাদের উদ্যোগে। গ্রাম বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অতীতে গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত এলাকার এই সময় বহু নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা দেখা যেত। তবে কালের পরিবর্তে তা হারিয়ে যেতে বসেছে।কিছু এলাকায় তা ধরে রেখেছে। তার মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা কুলতলি থানার অন্তর্গত মেরিগঞ্জ ২ নম্বর পঞ্চায়েত এলাকার সবুজ সংঘ ও গ্রামবাসীরা।এদিনের এই প্রতিযোগিতা দেখতে উপস্থিত ছিলেন কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমির কর্মাধ্যক্ষ শাহাদাত শেখ, মেরিগঞ্জ ২ নং অঞ্চলের প্রধান বিউটি সরদার , মেরিগঞ্জ ২ নং অঞ্চল সভাপতি শরীয়ত গায়েন সহ আরো অনেকে।

কুলতলিতে পারিবারিক অশান্তিকে কেন্দ্র করে বোমা মারার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি,১৯ সেপ্টেম্বর ঃ পারিবারিক অশান্তির জেরে বোমাবাজির ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার জজেরহাট এলাকায়। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। তবে দিনে দুপুরে বোমাবাজির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে কুলতলি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। কে অথবা কারা এই বোমা ছু।ছে তা ক্ষতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, স্থানীয় মসিবুর রহমান ওরফে বাবলু নিজের স্ত্রীকে মারধর করেছিলেন কয়েকদিন আগে। সেই ঘটনায় প্রতিবেশীরা প্রতিবাদ করেছিলেন। সেই থেকেই প্রতিবেশীদের সঙ্গে বাবলুর বিবাদ শুরু হয়। সেই বিবাদের জেরেই এদিন সকালে আচমকাই প্রতিবেশী আইজুল হালদারের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ে অভিযুক্ত বাবলু। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। আক্রান্তদের পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই বাবলু তাঁদেরকে নানা ভাবে ভয় দেখায়। বোমা, বন্দুক নিয়ে এলাকায় ঘোরাঘুরি করে। এদিন সকালে আচমকাই সে বোমা ছোড়ে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কুলতলি থানার পুলিশ।

মৌসুনি দ্বীপে ট্যুরিস্ট কটেজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ছড়ালো চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, কাকদ্বীপ, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার মৌসুনি দ্বীপে ট্যুরিস্ট কটেজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। বৃহস্পতিবার ভোরে দ্বীপের একটি কটেজে আচমকাই আগুন লেগে যায়। আগুন দেখতে পেয়েই নেভানোর চেষ্টা করে স্থানীয়রা। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি। মুহূর্তের মধ্যে গোটা কটেজটি আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। এ দিন ভোর ৫টা নাগাদ হঠাৎ ওই ট্যুরিস্ট কটেজ থেকে আগুনের লেলিহান শিখা বেরতে দেখেন স্থানীয়রা। আগুন দেখে তাঁরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তড়িঘড়ি ওই ট্যুরিস্ট কটেজে থাকা পর্যটকদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তার কিছুক্ষণ পরেই একটি গ্যাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে সেখানে। তাতে আগুন আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। প্রাথমিকভাবে স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। তাঁদের বেশ কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় শেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যায় সবকিছু।

আমতায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি রাস্তা জলমগ্ন, নজর রাখছে প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, আমতা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ ডিভিসি-র ছাড়া জলে হাওড়ার আমতা ২ নম্বর ব্লকের বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি। জলস্তর আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় চরম সমস্যায় দ্বীপাঞ্চলের ৩৫ হাজার বাসিন্দা। এই বিষয়ে আমতার বিধাযক সুকান্ত পাল জানিয়েছেন, দ্বীপাঞ্চলের তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত ছাড়াও নতুন করে ঝিকিরা, ঝামটিয়া, অমরাগড়ি, কাশমলী গ্রাম পঞ্চায়েত প্লাবিত হয়েছে। এছাড়াও থলিয়া ও বিনোলাকৃষ্ণবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতও প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছে। রাস্তার উপর দিয়ে জল প্রবাহিত হওয়ায় আমতা-ডিহিভুরশুট রুটে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। যেভাবে জলস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে আমতা-ঝিকিরা রুটেও কিছুক্ষণ পর যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। প্রশাসন সবদিকে নজর রাখছে।

হাওড়ার মালিপাঁচঘড়ায় গোডাউনের সিলিং ভেঙে দুর্ঘটনায় ৪ শ্রমিকের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়ার মালিপাঁচঘড়ায় গোডাউনের সিলিং ভেঙে দুর্ঘটনায় ৪ শ্রমিকের মৃত্যু হলো। বৃহস্পতিবার ভোররাতে ওই ঘটনা ঘটে। ওই সময় গোডাউনে ঘুমোচ্ছিলেন ৯ জন শ্রমিক। সিলিংয়ের শেডের উপর প্রচুর ছাঁট কাপড়ের বস্তা মজুত ছিল। সেই চাপেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে ওই সিলিং। জানা গেছে, এই ঘটনায় চারজন শ্রমিক মারা যান। মৃত শ্রমিকদের মধ্যে রয়েছেন মুকেশ রাম, ভোলা যাদব, পিন্টু রাম ও রাজু মাহাতো। বাকি ৫ শ্রমিকের মধ্যে ৪ জন কমবেশি আহত হন। কার গাফিলতিতে এত বড়ো দুর্ঘটনা ঘটলো তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এদিন সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী। আসেন হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি নর্থ বিশপ সরকার সহ পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা। আসেন হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর সদস্য বাপী মান্না। এই ঘটনা প্রসঙ্গে রাজেন্দ্র গুপ্তা বলেন, ৯ জন শ্রমিক ওই গোডাউনে শুয়েছিল। ৫ জন সেখান থেকে বেরিয়ে এলেও সেখানে ৪ জন আটকে যায়। এদের মৃত্যু হয়েছে। এই গোডাউনে কাঠের কাঠামোর উপর সিলিং ছিল। প্রায় শতাধিক বছরের পুরোনো ব্রিটিশ আমলের এই বিল্ডিং। মামলা চলছে। সেই কারণে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়না। যে কারণে এদিন ভেঙে যায়। হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী বলেন, এদিন ভোরে দুর্ঘটনা ঘটে। এখানে ৯ জন শ্রমিক ঘুমোচ্ছিলেন। কিছু শব্দ পেয়ে ৫ জন শ্রমিক সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন। ৪ জন ভেঙে পড়া সিলিংয়ের ভিতর আটকে পড়েন।

মহিলাদের প্রতি অপরাধের সংখ্যা কমানোর লক্ষ্যে হাওড়া সিটি পুলিশ চালু করল ‘পিঙ্ক মোবাইল’

সুমন আদক,হাওড়া,১৯ সেপ্টেম্বর ঃমহিলাদের প্রতি অপরাধের সংখ্যা কমানোর লক্ষ্যে হাওড়া সিটি পুলিশ চালু করল ’পিঙ্ক মোবাইল’। সাম্প্রতিক আরজি করের ঘটনার পর এবার নারী সুরক্ষায় আরও জোর দিতে চলেছে হাওড়া সিটি পুলিশ। নারী সুরক্ষা প্রকল্প হিসেবে হাওড়া সিটি পুলিশ চালু করল ’পিঙ্ক মোবাইল’। বৃহস্পতিবার হাওড়ার শিবপুর পুলিশ লাইনে এই কর্মসূচির সূচনা হয়। মহিলাদের প্রতি অপরাধের সংখ্যা কমানোর জন্যই এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুলিশের দাবি, এই উদ্যোগের ফলে সরকারি, বেসরকারি এবং ডিজিটাল স্পেসে মহিলাদের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে। এর মাধ্যমে গার্হস্থ্য হিংসা, ইভটিজিং, সাইবার অপরাধ এবং জনসাধারণের অবমাননার মতো অপরাধ প্রতিরোধ নিশ্চিত করবে। পিঙ্ক মোবাইল প্রকল্পের লক্ষ্য নারীদের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা। হাওড়া সিটি পুলিশের তিনটি বিভাগে তিনটি গোলাপী মোবাইল ভ্যান কাজ করবে। এই মোবাইল ভ্যানগুলি শহর জুড়ে টহলদারি করবে বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, লেডিস হোস্টেল, কলেজ, বাজারের জাযগা সহ যেখানে মহিলাদের যাতায়াত রয়েছে। প্রতিটি মোবাইলে একজন মহিলা পুলিশ অফিসার এবং মহিলা কনস্টেবল থাকবেন। যখনই প্রয়োজন তখনই তাঁরা মেয়েদের এবং

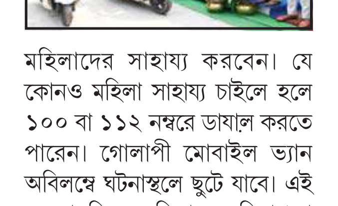

মহিলাদের সাহায্য করবেন। যে কোনও মহিলা সাহায্য চাইলে হলে ১০০ বা ১১২ নম্বরে ডায়াল করতে পারেন। গোলাপী মোবাইল ভ্যান অবিলম্বে ঘটনাস্থলে ছুটে যাবে। এই ব্যবস্থা নিলে মহিলাদের নিরাপত্তা বাড়ানো সম্ভব হবে। আসন্ন দুর্গাপূজার আগে এটি একটি উদ্যোগ যা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ তাদের মহিলা স্কোয়াডের মাধ্যমে মহিলাদের সাহায্য করার জন্য নিয়েছে। এদিন হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী বলেন, পিঙ্ক মোবাইল মহিলা দ্বারা পরিচালিত। নর্থ, সাউথ, সেন্ট্রাল এই তিনটি ডিভিশনে পিঙ্ক মোবাইল থাকবে। প্রধানত যেখানে শপিং মল, হাসপাতাল, মহিলা স্কুল-কলেজে যেখানে মহিলারা বেশি থাকবেন সেখানে নজরদারি করা হবে। মহিলাদের প্রতি অপরাধ যাতে না হয. বা আটকানো যায় এবং দ্রুত যাতে এর নেওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা। মহিলাদের সুরক্ষার জন্য সমগ্র জেলায় এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও সিসিটিভি বাড়ানো, নিরাপত্তা কর্মী এবং পুলিশের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত যাতে করা যায় তার জন্য একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে এই ব্যবস্থাটি অন্যতম। ২৪ ঘন্টা পিঙ্ক মোবাইল পরিষেবা পাওয়া যাবে। এখানে ১ জন মহিলা আধিকারিক এবং দু’জন মহিলা কনস্টেবল থাকবেন। ১০০ বা ১১২ ডায়াল করে বা হাওড়া সিটি পুলিশের কন্ট্রোল রুমে ফোন করে অভিযোগ জানানো যাবে। এর পাশাপাশি নারী শক্তি অ্যাপে কোনও অভিযোগ এলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৯১ সংখ্যা, শুক্রবার ৩ আশ্বিন, ১৪৩১

হরপ্পা সভ্যতার নারী

হরপ্পা সভ্যতার সেই নারী। কোয়েটা বর্তমানে পাকিস্তানের ৫ম বৃহত্তম শহর। কোয়েটার সবচেয়ে পুরাতন অধিবাসী হচ্ছে কাসি উপজাতির মানুষেরা। কোয়েটার ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন যে ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায় তা হল গজনির সুলতান মাহমুদ কোয়েটা আক্রমণ করে জয় করেছিল। কোয়েটা নামটা এসেছে কোয়াটকোট থেকে। কোয়াট পশতু শব্দ, এর অর্থ ক্ষুদ্রদুর্গক্ষ্ম। বর্তমানে বেলুচিস্তান প্রদেশের আধুনিক শহর কোয়েটা বা কোয়েত্তা। রাজধানী শহর, জেলা এবং বিভাগ। শহরটি স্থানীয়ভাবে শাল বা শালকোট বা ব্রিটিশ ভারতে শিয়ালকোট নামে পরিচিত ছিল। ১৮৭৬ সালে এই শহর ব্রিটিশরা দখল করেছিল। তারা এখানে শক্তিশালী সেনানিবাস তৈরি করে। সেই ভাবেই শহরটি গড়ে উঠেছে। ১৮৯৬-এ পৌরসভা, আর্মি কমান্ড অফিস এবং ১৯০৭ সালে স্টাফ কলেজ খোলা হয়। ১৯৩৫-এর বিশাল ভূমিকম্পে শহরটি আংশিকভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। প্রায় ২০,০০০ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল। কোয়েটা পশ্চিম আফগানিস্তান, পূর্ব ইরান এবং মধ্য এশিয়ার ভূখণ্ডের সাথে সংযোগ রক্ষাকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিপণন ও যোগাযোগ কেন্দ্র। তুলো কল, সালফার শোধনাগার, কোক ব্রিকেটিং প্ল্যান্ট, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ফল ক্যানারি নিয়ে ব্যস্ততম শিল্প শহর। কোয়েটা শহরের গর্ব এখানে একটি জিওফিজিক্যাল ইনস্টিটিউট, ভূতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিষ্ঠান এবং বিখ্যাত স্যান্ডেম্যান লাইব্রেরি আছে। স্যান্ডেম্যান লাইব্রেরি। ১৯৭২ সালে স্যান্ডেম্যান লাইব্রেরির নাম পরিবর্তন করে বেলুচিস্তান পাবলিক লাইব্রেরি রাখা হয়েছে। ১৯৮২ সালে পাকিস্তানের পাবলিক লাইব্রেরিগুলো আপগ্রেডে করার জন্য একটি টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করা হয়। দলটি স্যান্ডম্যান পাবলিক লাইব্রেরি পরিদর্শন করে, প্রাদেশিক লাইব্রেরি হিসাবে ঘোষণা করার সুপারিশ করে। সেই অনুযায়ী ১৯৮৩ সালে লাইব্রেরিটি বেলুচিস্তানের প্রাদেশিক গ্রন্থাগার হিসাবে ঘোষিত হয়। এছাড়া কোয়েটা শহরে পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অধিভুক্ত দুটি সরকারি কলেজ আছে। ১৯৭০ সালে কোয়েটায় বেলুচিস্তান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আফগান সীমান্তের কাছে কোয়েটা বিভাগে রয়েছে বিখ্যাত খোজাক গিরিপথ, যেখানে শক্ত পাথর ভেদ করে তৈরি হয়েছে। ৪ কিলোমিটার লম্বা শেলাবাগ রেলওয়ে টানেল। এখানকার প্রধান নদীর নাম পিশিন লোরা। প্রচুর আঙ্গুর, পীচ, বরই, এপ্রিকট, আপেল, বাদাম, নাশপাতি, ডালিম চাষ হয়। প্রচুর জুনিপার এবং পেস্তার বাগান আছে। গম, বার্লি, এবং ভুট্টা প্রধান ফসল। গাছপালা, বন্য পশুপক্ষীর বৈচিত্র্য নিয়ে পাকিস্তানের ফলের বাগান হিসেবে কোয়েটা পরিচিত। ঘোড়ার প্রজনন কেন্দ্র আছে। ফেল্টস, রাগ, রেশমের সূচিকর্মের জন্য বিখ্যাত। এছাড়াও এখানকার প্রসিদ্ধ হস্তশিল্প তামার বাসনপত্র। আশ্চর্য হওয়ার মতো খবর - পাকিস্তানের সবচেয়ে জাতিগতভাবে বৈচিত্র্যময় শহর এই কোয়েটা। এই শহরে বালুচ, হাজার, ব্রাহুই, পাঞ্জাবি এবং মুহাজিরদের সঙ্গে অসংখ্য পশতুন বাস করে।

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা

শরীর এবং যৌনতার সঙ্গে প্রাচীন মিশরীয় রীতিনীতি যে কতটা একাত্ম হয়ে গিয়েছিল তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি। এতে আরও ভাল করে বুঝতে পারবেন প্রাচীন মিশরে শরীর নিয়ে নিছক ব্যবসা নয়, গোটা সভ্যতার আর্থ-সামাজিক এবং ধর্মীয় পরিস্থিতিই নিয়ন্ত্রিত হতো। প্রাচীন মিশরীয় সাহিত্যে যতই নারী আর পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলা হোক, আসলে সেখানেও নারীকে অনেকাংশে পণ্য হিসেবেই ব্যবহার করা হতো। এ পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন সভ্যতায় কোনও নারী যখন প্রেগন্যান্ট অর্থাৎ সন্তানসম্ভবা হতেন তখন বলা হত 'শী কনশিভস চাইল্ড'। কিন্তু খুব আশ্চর্যজনক ভাবে প্রাচীন মিশরে এই রীতির বিরুদ্ধে গিয়ে তাকে বলা হত 'শী রিসিভস চাইল্ড'। অর্থাৎ কোনো পুরুষ তাকে ফারটাইল অর্থাৎ উর্বর করে তুলেছে, সে কোনো পুরুষের কাছ থেকে উর্বরতা লাভ করেছে। এখানে সেই পুরুষটির ভূমিকা প্রচারেরই ইঙ্গিত স্পষ্ট। এ পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাচীন সভ্যতায় উর্বরতা অর্থাৎ 'ফারটিলিটি'র দেবতা ছিলেন কোনও এক নারী। প্রাচীন মিশর এই ব্যাপারেও বিরুদ্ধাচারন করে একজন পুরুষ, আমুনকে 'গড অফ ফারটিলিটি' নিযুক্ত করেছিল। এ পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাচীন সভ্যতায় জমির উর্বরতা নির্ভর করতো বৃষ্টিপাতের উপর। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৃষ্টি সেখানে ছিলেন এক নারী। উল্টো দিকে প্রাচীন মিশরে জমির উর্বরতা নির্ভর করতো নীল নদ উপচে পড়ে সৃষ্টি হওয়া বন্যার উপর। নীল নদ কিন্তু একজন পুরুষ হিসেবেই বিবেচিত হতেন প্রাচীন মিশরে, মিশরীয় মাইথলোজি তার প্রমাণ। ইজিপ্টোলজিস্টদের মতে, বোধহয় সেই কারণেই প্রাচীন মিশরে পুরুষের ঔরস এবং নারীর শরীর এতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ প্রতি বছর এই নীল নদের জল উপচে পড়ে বন্যা সৃষ্টির পিছনের কারণ হিসেবে এক বিশেষ ধর্মবিশ্বাস ছিল প্রাচীন মিশরীয়দের মনে। প্রাচীন মিশরীয়রা বিশ্বাস করতো দেবতা আমুন যৌনতার বশে উত্তেজিত হয়ে অ্যারাউসড স্টেট'এ নিজের শরীর থেকে 'ফারটাইল এসেন্স' নিষ্কাশিত করতেন। আর দেবতার সেই সিমেনের তীব্রতার কারণেই নীল নদের জল উপচে মিশরে বন্যা সৃষ্টি হত। এ দীর্ঘ প্রায় হাজার বছর ধরে প্রাচীন মিশরীয়দের মধ্যে আরও একটি বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। দেবতা আমুন'কে 'অ্যারাউসড স্টেট'এ নিয়ে যাবার জন্য অর্থাৎ তাঁর যৌন উত্তেজনা জাগানোর জন্যে প্রয়োজন হত একজন নারীর, একজন স্যাক্রেড ওম্যান বা পবিত্র নারীর। সেই নারীই বছরের এক বিশেষ সময়ে এক বিশেষ উৎসবের দিন দেবতাকে স্টিমুলেট অর্থাৎ উত্তেজিত করত।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

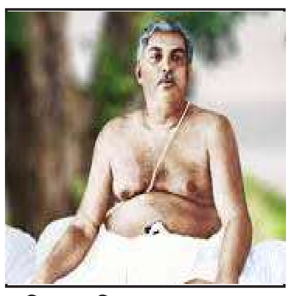

নিজের পিতামাতাকে ভগবান বলে গ্রহণ করে নিতে হবে। নিজের পরিবারকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতাকে ভগবান বলে সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশের উন্নতি হবে।শিক্ষা ব্যবস্থা পুঁতিগত হওয়ার থেকে হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলতেন। শুধু ধর্ম ধর্ম করলে হবে না। ভগবান ভগবান করলে হবে না, কাজ করতে হবে। কাজের মধ্যে দিয়েই ভগবানের সাধনা করতে হবে। কাজকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের শরীরটাকে ভগবান বলে জানতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। আর আজকে ভারতবাসীকে সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিড়জেকে শক্তিশালী করতে হবে। মনে প্রাণে মা'র সাধনা করতে হবে। মাতৃ সাধনা করা ছাড়া উপায় নেই। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে থাকবে। না হলে কিন্তু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করো না। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিকথাও এখন অবলুপ্তির পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে যা অকল্পনীয়

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

পৃথিবীর অনেক দেশের মত বাংলাদেশেও (তদানীন্তন পূর্ব বঙ্গ)১৮৯০-এর দশকে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী শুরু হয়েছিল।এই সূত্র ধরে এই অঞ্চলে ১৯০০-এর দশকে নির্বাক এবং ১৯৫০-এর দশকে সবাক চলচ্চিত্র নির্মাণওপ্রদর্শন শুরু হয়। চলচ্চিত্রের উৎপত্তি ১৯১০-এর দশকে হলেও এখানে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নিয়ে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে ১৯৫০-এর দশকেই। এখানকার সাংস্কৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতেই চলচ্চিত্রের প্রায় ৫০ বছরের মত সময় লেগেছে। ১৯৯০-এর দশকে বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে ৮০টির মত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র মুক্তি পেত। আর ২০০৪ সালের হিসাব মতে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে বছরে গড়ে প্রায় ১০০টির মত চলচ্চিত্র মুক্তি পায়।এ হিসেবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পকে বেশ বড়ই বলা যায়, যদিও এশিয়ার চলচ্চিত্র শিল্পে তা অনেকটাই উপেক্ষিত।

ঢাকায় প্রথম চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। নওয়াব পরিবারের কয়েকজন তরুণ সংস্কৃতিসেবী নির্মাণ করেন চলচ্চিত্র সুকুমারী।এর পরিচালক ছিলেন জগন্নাথ কলেজের তৎকালীন ক্রীড়া শিক্ষক অম্বুজ প্রসন্ন গুপ্ত। চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়কা ছিলেন খাজা নসরুল্লাহওসৈয়দ আবদুস সোবহান।উল্লেখ্য তখন নারীদের অভিনয়ের রেওয়াজ চালু হয়নি। নাট্যমঞ্চের নারীচরিত্রেও পুরুষেরাই অভিনয় করতেন।

নওয়াব পরিবারের উদ্যোগে ঢাকায় ইস্ট বেঙ্গল সিনেমাটোগ্রাফ কোম্পানি গঠিত হয়। এর প্রযোজনায় অম্বুজ প্রসন্ন গুপ্ত নির্মাণ করেন নির্বাক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র দ্য লাস্ট কিস।খাজা আজমল,খাজা আদিল,খাজা আকমল,খাজা শাহেদ,খাজা নসরুল্লাহ,শৈলেন রায় বা টোনা বাবু ছিলেন এই চলচ্চিত্রের অভিনেতা। তবে এতে নারী চরিত্রে নারীরাই অংশ নেয়। নায়িকা চরিত্রে ছিলেন লোলিটা বা বুড়ি নামের এক যৌনকর্মী। চারুবালা, দেববালা বা দেবী নামের আরও দুই যৌনকর্মী এতে অভিনয় করেন। হরিমতি নামে একজন অভিনেত্রীও এতে অভিনয় করেন। ১৯৩১ সালে এই চলচ্চিত্র মুক্তি পায় ঢাকার মুকুল হলে (অধুনা আজাদ হল)।এর প্রিমিয়ার শো উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপকও বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০)। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৩৬,১৯৪২) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বিশিষ্ট সাংবাদিক ওবায়েদ-উল হক দুঃখে যাদের জীবন গড়া (১৯৪৬) প্রযোজনাও পরিচালনা করেন হিমাদ্রী চৌধুরী ছদ্মনামে। কলকাতায় চলচ্চিত্রটি নির্মিত হলেও বাংলাদেশের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাংলাদেশী কোনও মুসলিম পরিচালকের হাতে নির্মিত এটি প্রথম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র। দয়ন চৌধুরী ছদ্মনামে ইসমাইল মোহাম্মদ নির্মাণ করেন মানুষের ভগবান (১৯৪৭) চলচ্চিত্রটিও। দেশভাগের পরে এঁরা ঢাকায় ফিরে আসেন এবং চলচ্চিত্র নির্মাণে উৎসাহ সৃষ্টি করেন। রাজধানী ঢাকায় চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য প্রযোজনা -পরিবেশনা প্রতিষ্ঠান এবং স্টুডিও নির্মাণের উদ্যোগ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালে নাজীর আহমদ (১৯২৫ -১৯৯০) ইন আওয়ার মিডস্ট নামে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন, যা বাংলাদেশ-ভূখণ্ডের প্রথম তথ্যচিত্র হিসেবে স্বীকৃত।

১৯৫২সালের ভাষা আন্দোলনের পরের বছর বছর সরকারি প্রচারচিত্র নির্মাণের জন্য জনসংযোগ বিভাগের অধীনে চলচ্চিত্র ইউনিট (১৯৫৩) গঠিত হয়। ১৯৫৪ সালে এখান থেকে নাজীর আহমদের পরিচালনায় নির্মিত হয় প্রামাণ্য চিত্র সালামত। নাজীর আহমদ একাধারে অভিনেতা, চলচ্চিত্র নির্মাতা, বেতারকর্মীও লেখক। ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের স্থপতি শিল্পী হামিদুর রহমান ছিলেন তাঁর সহোদর। ১৯৫৫ সালে নাজীর আহমদের উদ্যোগে ঢাকায় প্রথম ফিল্ম ল্যাবরেটরি এবং স্টুডিও চালু হয়। তিনি পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থার প্রথম নির্বাহী পরিচালক হন। তাঁর কাহিনী থেকে ফতেহ লোহানী নির্মাণ করেন বিখ্যাত চলচ্চিত্র আসিয়া (১৯৬০)। নবারুণ (১৯৬০) নামের একটি প্রামাণ্য চিত্র। নতুন দিগন্ত নামে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের পরিচালক ছিলেন নাজীর আহমদ।

১৯৫৪ সালে গঠিত হয় ইকবাল ফিল্মস এবং কো-অপারেটিভ ফিল্ম মেকার্স লিমিটেড। ইকবাল ফিল্মস-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মোহাম্মদ মোদাব্বের, মহিউদ্দিন, শহীদুল আলম, আবদুল জব্বার খান, কাজী নুরুজ্জামান প্রমুখ। ড. আবদুস সাদেক, দলিল আহমদ, আজিজুল হক, দুদু মিয়া, কবি জসীমউদ্দীন, কাজী খালেক, সারওয়ার হোসেন প্রমুখ ছিলেন কো-অপারেটিভ ফিল্ম মেকার্স লিমিটেডের সঙ্গে। দলিল আহমেদের পুত্র বুলবুল আহমেদ এবং দুধু মিয়ার পুত্র আলমগীর বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে জনপ্রিয় নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান।

১৯৫৪ সালে ইকবাল ফিল্মসের ব্যানারে এই ভূখণ্ডের প্রথম চলচ্চিত্র মুখ ও মুখোশ-এর কাজ শুরু করেন আবদুল জব্বার খান। কো-অপারেটিভ ফিল্ম মেকার্সের ব্যানারে স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্রের আপ্যায়ন -এর কাজ শুরু করেন সারোয়ার হোসেন। ১৯৫৫ সালে জুন মাসে তেজগাঁওয়ে সরকারি ফিল্ম স্টুডিও চালু হয়।

১৯৫৬ সালের ৩ আগস্ট আবদুল জব্বার খান পরিচালিত বাংলাদেশের প্রথম সবাক বাংলা পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র মুখ ও মুখোশ মুক্তি পায়। পরিচালক নিজেই নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেন। নায়িকা চরিত্রে ছিলেন চট্টগ্রামের পূর্ণিমা সেন। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন ইনাম আহমেদ, নাজমা (পিয়ারী), জহরত আরা, আলী মনসুর, রফিক, নুরুল আনাম খান, সাইফুদ্দীন, বিলকিস বারী প্রমুখ। চিত্রগ্রাহক কিউ.এম জামান, সুরকার সমর দাস,কণ্ঠশিল্পী আবদুল আলীম ওমাহবুবা হাসানাত এই চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান (বঙ্গবন্ধু,পরে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও রাষ্ট্রপতি) উত্থাপিত বিলের মাধ্যমে পূর্বপাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা (ইপিএফডিসি) প্রতিষ্ঠিত হলে এর সহযোগিতায় ১৯৫৯ সালে থেকে প্রতিবছর চলচ্চিত্র মুক্তি পেতে থাকে। ১৯৫৭ এবং ১৯৫৮সালে এদেশে কোনও চলচ্চিত্র মুক্তি পায়নি। এফডিসি ছাড়াও পপুলার স্টুডিও,বারী স্টুডিও এবং বেঙ্গল স্টুডিও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র পরিস্ফুটনে বিরাট ভূমিকা পালন করে।

এফডিসি প্রতিষ্ঠার পরে চলচ্চিত্র নির্মাণের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় অনেক যোগ্য ব্যক্তি এগিয়ে আসেন। ১৯৫৯সালে ফতেহ লোহানীর আকাশ আর মাটি, মহিউদ্দিনের মাটির পাহাড়, এহতেশামের এদেশ তোমার আমার এই তিনটি বাংলা চলচ্চিত্র ছাড়াও এ.জে. কারদারের জাগো হুয়া সাভেরা উর্দু চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের শুরুর দশকে নির্মিত ৫টি চলচ্চিত্রের প্রতিটিই নানান সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শিল্পমানে উত্তীর্ণ বলেই চলচ্চিত্রবোদ্ধারা মনে করেন। অর্থাৎ আমাদের চলচ্চিত্রের অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল শুদ্ধতার অঙ্গীকার নিয়েই। উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রও তৈরি হয়েছে সেই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত। বেবী ইসলামের তানহাও উর্দু ভাষার নির্মিত। এটি১৯৬০সালে সেন্সর সার্টিফিকেট পায় কিন্তু মুক্তি পায় কিন্তু মুক্তি পায় ১৯৬৪ সালে।

পূর্ব পাকিস্তানকালীন চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু বাংলাদেশের পূর্ব পাকিস্তান পর্বে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র শুরু হয়েছে ডাকাতের কাহিনী নিয়ে। আবদুল জব্বার খান রচিত নাটক ডাকাত-এর চিত্রায়নই মুখ ও মুখোশ (১৯৫৬)। এই চলচ্চিত্রে পেশাদারিত্বের ছাপ থাকার কথা নয়। কিন্তু প্রথম চলচ্চিত্র হিসেবে এর গুরুত্ব রয়েছে। গ্রামের এক জোতদার বাবার এক সন্তান ঘটনা-পরম্পায় ডাকাতদলের খপ্পরে পড়ে তাদের মতো বেড়ে ওঠে। আর এক ছেলে পড়ালেখা করে পুলিশ হয়। কিন্তু ডাকাত দলের সঙ্গে পুলিশের সখ্য ছিল। ভাই-ভাই পরিচয় না জানলেও ডাকাত -পুলিশ সম্পর্ক ছিল। এক পর্যায়ে ডাকাত ছেলে তার সর্দারকে খুন করে।গ্রেফতার হয় অসৎ পুলিশ। কাহিনীর পরিণতি বাবার কাছে দুই ছেলেকে ফিরে পাওয়ার মধ্য দিয়ে। আবদুল জব্বার খান (১৯১৬ -১৯৯৩) জোয়ার এলো (১৯৬২), নাচঘর (উর্দু ১৯৬৩), বাঁশরী (১৯৬৮), কাচ কাটা হীরা (১৯৭০)ও খেলারাম (১৯৭৩) নির্মাণ করে চলচ্চিত্রশিল্পে তাঁর অবদানের স্বাক্ষর রাখেন। উজালা নামে একটি চলচ্চিত্রও তিনি প্রযোজনা করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী সরকারের চলচ্চিত্র বিভাগের প্রধান হিসেবে আবদুল জব্বার খান কাজ করেন। চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য তিনি বাচসাস পুরস্কার, এফডিসি রজত জয়ন্তী পদক, উত্তরণ পদক, হীরালাল সেন স্মৃতি পদক, বিক্রমপুর ফাউন্ডেশন স্বর্ণপদক, চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির সম্মান পদক,ফিল্ম আর্কাইভ সম্মান প্রতীকও রেইনবো ফিল্ম সোসাইটি সম্মান পদক লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের পথিকৃৎ। তাঁর সম্মানার্থে এফডিসি-তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আবদুল জব্বার খান পাঠাগার।

১৯৫৯ সালে আখতার জং কারদার পরিচালিত উর্দুচলচ্চিত্র জাগো হুয়া সাভেরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝির কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত।এটি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পুরস্কৃত ও আলোচিত হলেও বাণিজ্যিকভাবে এটি সাফল্য অর্জন করেনি। এই চলচ্চিত্রের প্রধান সহাকারী হিসেবে কাজ করেন জহির রায়হান। একই বছরে এহতেশাম নির্মাণ করেন গ্রামীণ পটভূমিতে দেশ তোমার আমার। ফতেহ লোহানীর আকাশ আর মাটি এবং মহিউদ্দিনের মাটির পাহাড় এই বছরের অন্যদুটি চলচ্চিত্র। কারিগরি মানের দিক থেকে চলচ্চিত্র দুটি ভালো হলেও বোম্বে ও লাহোরের চলচ্চিত্রের সঙ্গে লড়াই করে টিকতে পারেনি। ফতেহ লোহানীর আসিয়া (১৯৬০) এবং এহতেশামের রাজধানীর বুকে (১৯৬০)পঞ্চাশের দশকের উল্লেখ যোগ্য চলচ্চিত্র। রাজধানীর বুকে চলচ্চিত্রটি বেশ জনপ্রিয় হয়। আসিয়া বাবসায়িক সাফল্য না-পেলেও এটি প্রেসিডেন্ট পুরস্কারও নিগার পুরস্কার লাভ করে। গ্রামবাংলার চিরায়ত দৃশ্য নিয়ে জীবনধর্মী এই চলচ্চিত্রটি বোদ্ধা মহলে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। কেউ কেউ একে পথের পাঁচালীর অনুকরণ বলে অভিহিত করে। ফতেহ লোহানী (১৯২০ -১৯৭৫) বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে অগ্রণী অভিনেতাও চিত্র পরিচালক। চলচ্চিত্রকার বিমল রায়ের হিন্দি চলচ্চিত্র হামরাহী (১৯৪৫)-তে অভিনয়ে করেন কিরণকুমার ছদ্মনামে। তিনি অভিনয় করেন রঙিলা আর্ট করপোরেশন প্রযোজিত উদয়ন চৌধুরী (ইসমাইল মোহাম্মদ) পরিচালিত জোয়ার নাটকে এবং হিমাদ্রি চৌধুরী (ওবায়েদ-উল হক) পরিচালিত দুঃখে যাদের জীবন গড়া (১৯৪৬) চলচ্চিত্রে।ঢাকা থেকে১৯৪৯-এ মাসিক সাহিত্য পত্রিকা অগত্যা প্রকাশে তিনি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। ঐ বছরই তিনি যোগ দেন করাচি বেতারে, পরে বিবিসি-তে। ১৯৫৪ সালে ঢাকায় ফিরে তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে জড়িত হন, পাশা পাশি বেতার অনুষ্ঠান, অভিনয় এবং লেখালেখিতেও অংশ নেন। পরিচালনা ছাড়াও তিনি বেশ কিছু চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। তাঁর অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্র রাজা এলো শহরে (১৯৬৪)। ফতেহ লোহানী অভিনীত অন্যান্য চলচ্চিত্রের মধ্যে মুক্তির বন্ধন (১৯৪৭),তানহা (১৯৬৪), বেহুলা (১৯৬৬),ফির মিলেন্দে হাম দোনো (১৯৬৬), আগুন নিয়ে খেলা (১৯৬৭), দরশন (১৯৬৭), জুলেখা (১৯৬৭), এতটুকু আশা (১৯৬৮)মোমের আলো (১৯৬৮), মায়ার সংসার (১৯৬৯), মিশর কুমারী (১৯৭০), তানসেন (১৯৭০) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ষাটের দশকে সালাহ্উদ্দিনের যে নদী মরুপথে (১৯৬১), সূর্যস্নান (১৯৬২) ধারাপাত (১৯৬৩) প্রভৃতি সামাজিক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। জহির রায়হান এই সময়ের উল্লেখযোগ্য পরিচালক। তাঁর যে নদীমরুপথে ও কখনো আসেনি (১৯৬১), সোনার কাজল (১৯৬২,কলিম শরাফী সহযোগে),কাচের দেয়াল (১৯৬৩), সঙ্গম (উর্দু ১৯৬৪), বাহানা (উর্দু, ১৯৬৫) এই সময়ের উজ্জ্বল সৃষ্টি। উর্দু চলচ্চিত্রের দিকে ঝুঁকেও তিনি আবার চোখ ফেরালেন লোকজ কাহিনীর দিকে। এরপর তিনি আনোয়ারা (১৯৬৭)নির্মাণ করেন। জীবন থেকে নেয়া (১৯৭০),লেট দেয়ার বি লাইট (১৯৭০) (অসমাপ্ত), স্টপ জেনোসাইড (১৯৭১) ও এ স্টেট ইজ বর্ন (১৯৭১) চলচ্চিত্র গুলো ছিল বহির বিশ্বের চলচ্চিত্রের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত। (ক্রমশ)

গল্প রসিক অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী

বিশেষ প্রতিবেদক

৭৭' সালেই মৃণালদা 'মৃগয়া' নিয়ে মস্কো গেলেন। মিঠুন ও আমি দুজনের মস্কো গেলাম। এর আগে একটা কথা বলি মিঠুন ও আমার সম্পর্কটা বুঝতে পেরেই হয়ত চন্দ্রোদয় ট্রান্সফার নিয়ে উদয়পুরে চলে গিয়েছিল। কলকাতার সব কিছু ও ভুলতে চেয়েছিল। চন্দ্রোদয় ইঞ্জিনিয়ার। কী অদ্ভুত যোগাযোগ। মিঠুন ও আমার সম্পর্ক যখন ভেঙে যায় সেই সময়ই চন্দ্রোদয় কলকাতায় বদলি হয়ে এল।

আমাদের একটা শো ছিল রবীন্দ্রসদনে। আমার বৌদি তনুশ্রী শঙ্করের (আনন্দ শঙ্করেরর স্ত্রী) মাসি এসে বললেন, বাপি এসেছে 'শো' দেখতে। আমি কিছু বলিনি। আসলে আমি ওকে 'ফেস' করতে পারছিলাম না। এদিকে আমার বাবার (উদয়শঙ্কর) সঙ্গে কিন্তু চন্দ্রোদয়ের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। বাবা ওকে খুব স্নেহ করতেন। শো- এর পর দিন চন্দ্রোদয় আমাদের বাড়িতে ফোন করেছিল শুনলাম। ওর মা, আমি মাসিমা বলতাম, খুব সুন্দর একটা স্নেহের চিঠি দিয়েছিলেন আমাকে। ভাবলাম মাসিমাকে একটা ফোন করি। ফোন করেছি, মাসিমা বললেন, বাপি এখানে আছে তুমি একটু বাপির সঙ্গে কথা বলবে?

আমার কি রকম মনে হল বললাম, ও কি আমার সঙ্গে কথা বলবে? ধরো,মাসিমা ফোনটা বাপিকে দিলেন। চন্দ্রোদয় ফোনটা তুলেই বলল, হ্যালো বল কী ব্যাপার? আমি তো কথাই বলতে পারছি না। ও এমন ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল এক বছর যে মাঝখান থেকে উড়ে গেছে সেটাই আমাকে বুঝতে দিল না।

চন্দ্রোদয় বলে যাচ্ছে, বলো কী খবর? কেমন আছো? আমি একটা কথাও বলতে পারছি না। চন্দ্রোদয় আমাকে বলল, কী তুমি কাঁদছো নাকি? একটু চুপ করে থেকে বলল, মম, আমি কিন্তু আগেও যা বলেছিলাম এখনও তাই বলছি। তুমি কাঁদ আমি সেটা চাই না। আমি তখন ফোন রাখতে পারলে বাঁচি। চন্দ্রোদয় বলল, না আগে তুমি বলো, আবার কবে ফোন করবে আমাকে? বললাম, জানিনা কবে করবো চন্দ্রোদয় নাছোড় না আগে তুমি কথা দাও কাল ফোন করবে। আমি বললাম, তুমি বিয়ে করবে না? তোমার জন্য মেয়ে দেখছ না। চন্দ্রোদয় বলল, আমার জন্য তো দেখা হয়েই গেছে। যেটা ভেবে রেখেছি তার থেকে একটুও নড়ছি

না। বললাম, এ কিছুতেই হতে পারে না। চন্দ্রোদয়ের কথা শুনে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিলাম। আমার অবাক লাগছিল আমাকে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দিল চন্দ্রোদয়।

যাই হোক, মৃণালদা, মিঠুন, আমি মস্কোতে কয়েকদিন ছিলাম। মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে মৃগয়া দেখানো হয়েছিল। ছবিটা খুবই প্রশংসিত হল। মস্কো গিয়ে আমি একদম চুপ। এত বড় একটা আঘাত লেগেছিল মিঠুনের সঙ্গে একটাও কথা বলিনি। ও কিছু জিজ্ঞেস করলেও শুধু হুঁ-হাঁ করতাম। ফেরার পথে প্লেনে আমাদের পাশাপাশি সিট পড়ল। এয়ারপোর্টে একসঙ্গে 'চেক-ইন' করা হয়েছিল। মস্কোতে আমরা দু'জন দুটো শ্যাম্পেনের বোতল উপহার পেয়েছিলাম। মিঠুন ওর বোতলটা কোথায় হারিয়ে ফেলেছিল। মিঠুনের সঙ্গে আমি কথা বলছি না, একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম।

মিঠুন হঠাৎ বলল,শ্যাম্পেনের বোতলটা যে কোথায় ফেলে এলাম। আমি এরকমই একটা সুযোগ খুঁজছিলাম। বললাম, যা হয় ভগবান বোধহয় ভালোর জন্যই করেন। শ্যাম্পেনের বোতলটা হারিয়েছে হয়তো ভালোর জন্যই। প্লেনে মিঠুনের সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল। সেদিন থেকে আমরা ঠিক করেছিলাম, যা হয়েছে ভালোর জন্যই হয়েছে। ওই সম্পর্কটা আমাদের জীবন থেকে একেবারে মুছে দিলাম। আমরা দুজন ভাল বন্ধু হব। সেই থেকে আমরা ভাল বন্ধু।

আজ একটা কথাই আমার মনে হয়, আমাদের যদি বিয়ে হতো হয়তো তিক্ততা বাড়ত। মিঠুন, আমি বন্ধু হিসেবে এখন যথেষ্ট সুখী। চন্দ্রোদয় ও মিঠুনের সম্পর্কও খুব ভাল। আমার বিবাহিত জীবন সুখের। চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে আমার জীবনটা যেভাবে চলছে মিঠুনের সঙ্গে হয়তো সেভাবে চলত না।

মিঠুনের একটা ব্যাপার আমার খুব ভাল লাগে। যাকে ও পছন্দ করে, ছেলে হোক বা মেয়ে তার ব্যাপারে ভীষণ 'পজেসিভ' মিঠুন তাকে আগলে রাখবে। কারও কাছে ছোট হতে দেবে না। মিঠুনের ছেলেমানুষীও আমার ভাল লাগে। ভীষণ ছেলেমানুষ। একদম পরিষ্কার মন। ওর মনটাকে দেখা যায়। সারাক্ষণ সকলের সঙ্গে হইচই করছে। আবার মুড খারাপ হল তো ব্যস।

একবার জগদ্ধাত্রী পুজোয় মিঠুন আর আমি চন্দননগরে গেছি। চন্দননগরে ঠাকুর দেখে কলকাতায় ফিরব এরকম আমাদের পরিকল্পনা। মিঠুন আর আমি যাচ্ছি। ও শুধু বলছে মম আমার কপালে কিছু নেই। আমার কিছু হবে না। সারাক্ষণ মাথার চুল পাক দিয়ে যাচ্ছে আর বলে যাচ্ছে আমার কিছু হবে না। বললাম, মিঠুন তুই কেন এরকম করছিস? তুই তো সবে শুরু করেছিস। ও দু এক মিনিট চুপ করে থাকে তারপর আবার সেই একই কথা বলতে থাকে।

আমরা প্যান্ডেলে গেছি। তখন তো মিঠুনকে কেউই চেনে না। প্যান্ডেলে কয়েকজন ছেলে মিঠুনকে দেখে বলে, দেখ দেখ ছেলেটাকে দেখ, অমিতাভ বচ্চন। আমি মিঠুনকে আস্তে করে বললাম, এখন তোকে অমিতাভ বচ্চন বলছে এরপর তোকে বলবে দেখ দেখ মিঠুন চক্রবর্তী। ও এ কথা শুনে আরও মন খারাপ। ততক্ষণে বলতে শুরু করেছে মম আমার কিছু হবে না। এরপর যে কি হল সারাদিন ও মুখ গোমড়া করে থাকল। পরদিন আবার ঠিক। একবার মুড অফ হলে ওকে খোঁচানো পছন্দ করত না। চাইতো ওকে নিজের মধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হোক।

মিঠুন কলকাতায় এলে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসত। এসেই ঘুম। বলতাম, কী রে মিঠুন বম্বেতে থাকিস, এটুকু সময় পেলাম তার মধ্যেও ঘুম? ও ঘুম জড়ানো গলায় হাই তুলে বলতো মম বম্বেতে আমি ঘুমানোর সময় পাই না আমি এখন ঘুমিয়ে নিই।

মমতা বললেন, মৃগয়ার আউটডোরে একটা ঘটনার কথা।

'নিষিদ্ধ পল্লী' নামটা রাখা উচিত নয়

বিশেষ প্রতিবেদক

ঘনিষ্ঠ সাংবাদিক, সম্পাদকের উপর কিছুটা রেগেই অভিনেতা বিকাশ রায় প্রশ্নের সুরে নিষিদ্ধ পল্লী সম্পর্কে বলেছিলেন ,ও পাড়াটা কি অপরাধ করেছে। মা লক্ষ্মীরা থাকেন বলে। তা ওরা তো মানুষ। ওদেরও হৃদয় বলে একটা বস্তু আছে। হঠাৎ কেন তিনি নিষিদ্ধ পল্লীর কথা বললেন!

১৯৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গের দুটি জেলায় প্রচণ্ড বন্যা হয়। শয়ে শয়ে ঘরবাড়ি ভেসে যায় । বন্যার্ত মানুষের সাহায্যের জন্য সাধারণ মানুষের সাথে চলচ্চিত্র জগতও ঝাঁপিয়ে পড়ে। কলকাতার রাজপথে মিছিল করে তারা বন্যাত্রাণের অর্থ সংগ্রহ করেছেন । সেদিন মিছিলের রুট-দেশবন্ধু পার্ক থেকে শুরু হয়ে বেশ কয়েকটি এলাকা হয়ে বিডন স্ট্রীটে শেষ। গ্রে স্ট্রিটের মোড়ে এসে অভিনেতা বিকাশ রায় বললেন ও পাড়াটা কেন বাদ যায়! আসলে এলাকাটা হল সোনাগাছির নিষিদ্ধ পল্লী। কেউ সেখানে যেতে রাজি হলেন না। বিকাশ একটু অসন্তুষ্ট হয়েই ঘনিষ্ঠ সাংবাদিক কে বলেছিলেন কেন,ও পাড়াটা কি অপরাধ করেছে। মা লক্ষ্মীরা থাকেন বলে। তা ওরা তো মানুষ। ওদেরও হৃদয় বলে একটা বস্তু আছে। তিনি কারও ভরসায় না থেকে প্রোডাকশান ডিপার্টমেন্টের একজনকে সঙ্গে নিয়ে সোনাগাছির নিষিদ্ধ পল্লী থেকে বন্যাত্রাণে বেশ ভাল অঙ্কের অর্থসাহায্য নিয়ে বের হয়ে এলেন । নিষিদ্ধ পল্লীর রমনীরা সেদিন বিকাশ রায়ের পায়ে টপটপ করে প্রণাম করছেন । পল্লীর রমনীরা আক্ষেপ করেছিলেন উত্তমকুমার কি একবার আসবেন না তাদের পাড়ায়।

অভিনেতা বিকাশ রায়ের কথা আলোচনা হলে অবধারিত ভাবে চলে আসবে হেমেন গুপ্তের 'বেয়াল্লিশ'। ভিলেন,অত্যাচারী পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় কার্যত কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। ভিলেন চরিত্রে অভিনয় করেও বিকাশ রায়ের সুখ্যাতির প্লাবন বাংলা চলচ্চিত্রে খুব কম অভিনেতার ভাগ্যে জুটেছে। 'বেয়াল্লিশ' মুক্তির আগেই দর্শকরা তাঁর অভিনয় প্রতিভার ঝলকে দেখেছেন 'রত্নদীপ' ও ' জিঘাংসা' ছবিতে। বিশেষত অজয় করের 'জিঘাংসায়' পাগল প্রফেসর হিসেবে এক হত্যাকারীকে পর্দায় কি অসাধারণ ভাবে রূপায়ণ করেছেন। ' উত্তরফাল্গুনী ' ও ' কাঁচ কাটা হীরে' ছবিতে অভিনয়ের জন্য বিকাশ রায় বি এফ জে এ পুরস্কার পেলেও তাঁর নিজের রাতের ঘুম কেড়েছিল 'আরোগ্যনিকেতন' ছবির জীবন মশাইয়ের চরিত্র। ডায়নামিক কারেক্টর ।খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন এমন বহুমুখী চরিত্রের অভিনয় করতে পেরে। একসময় নাটক করেছেন। কিন্তু প্রথম জীবনে মেধাবী বিকাশের ইচ্ছা ছিল সাহিত্যিক হবেন। ম্যাট্রিকে বাংলায় লেটার ও স্বর্ণপদক নিয়ে পাশ বিকাশ। পড়তে গেলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর এলাকায় বড় হয়েছেন। পড়তেন মিত্র ইনিস্টিটিউশনে। ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়ায় খুব মেধাবী। তাঁর সাহেবী কেতায় ইংরেজি উচ্চারণ যারা শুনেছেন তাদের বোঝানো মুশকিল তিনি ইংরেজি মিডিয়ামের ছাত্র নন । ইংরেজি উচ্চারণটা আয়ত্ত করেছিলেন হলিউডের ছবি দেখে।

একসময় ভেবেছিলেন উকিল হবেন। বি এ পাশ করার পরে ১৯৪১ সালে ল'পাশ করলেন। আলিপুর কোর্টে যাতয়াত শুরু করে দিয়েছিলেন।তবে শেষ পর্যন্ত বিকাশ রায় সাহিত্যিক বা আইনজীবী না হয়ে হয়েছিলেন সফল অভিনেতা,চিত্র প্রযোজক, পরিচালক।

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধীন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল সুপার স্পেশালিটি এলাকায় জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের তরফ থেকে ড্রেন পরিষ্কার সহ যানজটমুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন। ক্যাম্প করে সচেতনতা বৃদ্ধিতে চলবে মাইকিং প্রচার। বসানো হবে আয়রন কেজ। এখানেই প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ, চায়ের কাপ ইত্যাদি ময়লা আবর্জনা ফেলার আবেদন করা হবে বলে জলপাইগুড়ি সদর বিডিও মিহির কর্মকার টেলিফোনে জানান।

বাজি থেকে আগুন ছিটকে গিয়ে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড, পুড়ল একাধিক মালবাহী গাড়ি

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ বিশ্বকর্মা পুজোর বিসর্জনের বাজি থেকে আগুন ছিটকে গিয়ে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটল কাঁথি থেকে শৌলা যাওয়ার রাস্তার পাশে। দ্রুত আগুনের গ্রাসে চলে যায় একের পর এক ট্রাক মালবাহী গাড়ি। খবর পেয়ে দমকলের দুটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে প্রায় ২ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। তবে এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিশ্বকর্মা পুজোর বিসর্জন উপলক্ষ্যে বাজি ফাটানো হচ্ছিল কাঁথি'র জগন্নাথপুর গ্রামের প্রতিষ্ঠিত ফল ব্যবসায়ী রবীন্দ্রনাথ শ্যামল ও রামপদ জানা'র বাড়ির অদূরে। সেই আগুন ছিটকে এসে পড়ে বাড়ির পাশে ফেলে রাখা প্লাস্টিকের ঝুড়িগুলিতে। এরপর দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে সেখানে দাঁড়ানো গাড়িতে। এই গাড়ির তেল ট্যাঙ্ক ফেটে গিয়ে আরও দুটি গাড়ি আগুনের গ্রাসে চলে যায়। ঘটনার খবর পেয়েই এলাকাবাসীরা ছুটে আসে। তবে আগুনের লেলিহান শিখায় কেউ ধারে কাছে যেতে সাহস পাচ্ছিল না। এরপরেই দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। তাঁরা দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আনে। পরে ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় আসেন দিব্যেন্দু অধিকারী।

প্রেমিকই ছাড়লেন না! বন্ধুদের ডেকে এনে চা বাগানে 'গণধর্ষণ' প্রেমিকাকে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ কাজের সুবাদে বাইরে থাকেন। তবে বাড়ির ফেরার পরই প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয় এক যুবকেক সঙ্গে। অভিযোগ এবার সেই যুবক ও তাঁর বন্ধুরা মিলে চা বাগানে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করলেন যুবতীকে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়িতে। জানা যাচ্ছে, জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার থানা এলাকার বাসিন্দা ওই নির্যাতিতা। তিনি কাজের জন্য সিকিমে থাকেন। সদ্যই ফিরে ছিলেন বাড়িতে। জানা যাচ্ছে, বাড়ি ফেরার পর এলাকার এক যুবকের প্রেমে পড়েন তিনি। অভিযোগ, সেই যুবক এবং চার সঙ্গী মিলে ওই যুবতীকে গণধর্ষণ করে চা বাগান এলাকার মধ্যে। ঘটনার ব্যাপারে নির্যাতিতা পরিবারকে জানালে পরিবারের পক্ষ থেকে মালবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পেতেই সক্রিয় হয়ে ওঠে পুলিশ। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত পাঁচ যুবককে গ্রেফতার করে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। গায়কোয়াড এসডিপিও মালবাজার নীলেশ শ্রীকান্ত বলেন, কাল একটি অভিযোগ পেয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমরা তদন্তে নামি। তারপর পাঁচজন যুবককে গ্রেফতার করি আমরা। এদের আদালতে তোলা হয়েছে। আশা করছি তদন্ত পুরো শেষ করে অভিযুক্তদের সঠিক শাস্তি দিতে পারব।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুকুটে জুড়ল নতুন পালক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুকুটে জুড়ল নতুন পালক। বিশ্বসেরা বিজ্ঞানীর তালিকায় জায়গা করে নিল পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ জন অধ্যাপক।

বিভিন্ন অভিযোগে বারবার বিতর্কে জড়িয়েছিল গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু এখানে যে প্রচুর গবেষণা এবং মেধা সম্পদও রয়েছে তা প্রমাণিত। উৎকর্ষতার নিরিখে উত্তরবঙ্গের সব বিশ্ববিদ্যালয় কে পেছনে ফেলে গৌড়বঙ্গের মুকুটে ফের নতুন পালক জুটল। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক স্তরের সমীক্ষায় সেরা দুই শতাংশ গবেষক বিজ্ঞানীর তালিকায় গৌড়বঙ্গের পাঁচজন বিজ্ঞানী জায়গা করে নিয়েছে। এই তালিকায় রয়েছেন রাজ্যের ২৬০ জন বিজ্ঞানী। উত্তরবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন, মালদার জিকে সি আই আই টি থেকেও একজন বিজ্ঞানী বিশ্বের সেরা দুই শতাংশ সেরা বিজ্ঞানীর তালিকাভুক্ত হয়েছেন। প্রকাশিত তালিকায় বিশ্বসেরা বিজ্ঞানীদের তালিকায় গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালযের ভূগোল বিভাগের তিনজন অধ্যাপক। তারা হলেন স্বদেশ পাল, সুনীল সাহা ও অরজিত দাস। গণিত বিভাগের অধ্যাপক সনাতন দাস এবং জীববিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক শ্যামাপদ মন্ডল জায়গা পেয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবছর সারা বিশ্বের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা সংস্থার বিজ্ঞানীদের মান নির্ধারণে এই যৌথ সমীক্ষা করে থাকে। গবেষণার উৎকর্ষতা, পেপার পাবলিকেশন সহ ৫৪ টি ক্ষেত্রের মাপকাঠির ভিত্তিতে এই মূল্যায়ন হয়ে থাকে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর এই তালিকা প্রকাশিত হয়। সেই তালিকা সামনে আসতেই আজ গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে খুশির আবহাওয়া লক্ষ্য করা গেল।

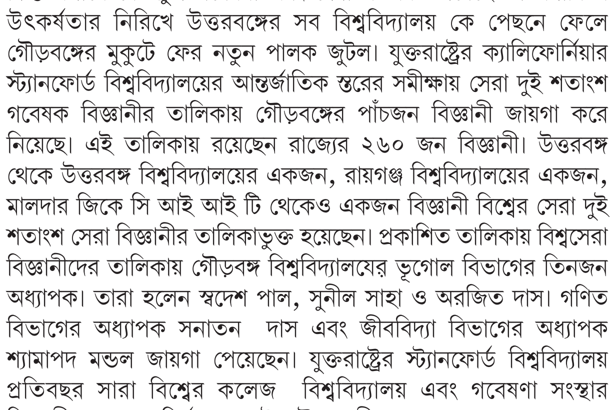

আজ পশ্চিমবঙ্গের বিজেপির সদর দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলন করছেন বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রাক্তন সাংসদ লকেট চ্যাটার্জী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ছবি - সুবল সাহা

ইউনেস্কোর উদ্যোগে তথ্যচিত্র শান্তিনিকেতনে

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ ইউনেস্কোর উদ্যোগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নের শান্তিনিকেতনকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে তথ্যচিত্র তৈরির জন্য ইউনেস্কোর এক অতিথি দল দুদিন ধরে কাজ করে চলেছে শান্তিনিকেতনে। একশবছর আগে বিশ্ব ঐতিহ্যের পালক লেগেছিল কবিগুরুর আশ্রমিক প্রতিষ্ঠানে। সেই শান্তিনিকেতনকে, বিশ্বভারতী নিয়ে কবিগুরুর ভাবনাকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে ইউনেস্কোর উদ্যোগে তৈরি হবে তথ্যচিত্র। ইউনেস্কোর কোনও প্রতিনিধি না এলেও ইউনেস্কোর হয়ে এমন একটি তথ্যচিত্র বানানোর জন্য একটি দল দুদিন ধরে ঘুরছে শান্তিনিকেতনে। এই তথ্যচিত্র বানাতে সব ধরনের সহযোগিতা করছেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ, বলে সূত্রের খবর। বিশ্বভারতীর সংস্কৃতি, রীতি, ঐতিহ্য তাঁদের সামনে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। বুধবার উপাসনা গৃহে উপাসনার ভিডিও গ্রহণের মধ্যে দিয়ে তথ্যচিত্র বানানোর কাজ শুরু হয়েছে। এরপর শিক্ষাসত্রে যান ওই দলের সদস্যরা। সারাদিন নানান বিষয় ক্যামেরা বন্দী করেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিশ্বভারতীর পাঠভবন ঘুরে

দেখেন তাঁরা। খোলা আকাশের নিচে ক্লাসের ছবি ক্যামেরা বন্দী করে দলটি। শান্তিনিকেতনের সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যেখানে বৃক্ষরোপণ থেকে শুরু করে চড়াবনিকার উপস্থাপন হয়। সবটাই হয়েছে অল্প সময়ের মধ্যে। এই বিষয়ে পাঠভবনের অধ্যক্ষ বোধিরূপা সিংহ জানান, শিক্ষার ক্ষেত্রে সংগীত, নৃত্য, শিল্পকলার ভূমিকা কী! মূলতঃ সেইসব বিষয় বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতেই নানান মুহূর্ত লেন্স বন্দি করছেন তাঁরা।

বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষন করতে এসে জামালপুরে খাবার পরিবেশন করলেন মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাস

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে বন্যা পরিস্থিতি দেখতে উপস্থিত হন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি বৃহস্পতিবার জামালপুর ব্লকে এসে জোতশ্রীরামের সাহোসেনপুরে ফ্লাড শেল্টারে গিয়ে সেখানে আশ্রয় নেওয়া মানুষের সাথে কথা বলেন ও তাদের খোঁজ খবর নেন। সকলে খাবার পাচ্ছেন কিনা বা অন্য কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা সে বিষয়েও খোঁজ নেন। সেখানে তিনি নিজের হাতে খাবার পরিবেশনও করেন। পরে তিনি জানান, ডিভিসি অন্যায় ভাবে জল ছেড়ে রাজ্যকে বিপদে ফেলেছে। কিন্তু যতদিন রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন ততদিন রাজ্যের মানুষের কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। যাদের চাষের জমি জল ঢুকে ফসল নষ্ট হয়েছে তাদের তিনি শস্য বীমা করার জন্য আবেদন জানান। এদিন তার সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের অন্য এক মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, তৃণমূলের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার, বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, অতিরিক্ত জেলা শাসক উন্নয়ন প্রসেনজিত দাস, সদর দক্ষিণ মহকুমা শাসক বুদ্ধদেব পান, বিডিও পার্থ সারথী দে, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, জেলা পরিষদের প্রাক্তন মেন্টর উজ্বল প্রামাণিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলী মন্ডল, অঞ্চল সভাপতি তপন দে সহ অন্যান্যরা। জামালপুর ব্লক নেতৃত্বের সাথে কথা বলে তিনি রায়না ব্লকে যান। এরপর বিকালের দিকে পূর্ব বর্ধমান জেলাশাসকের সাথে বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সেচ মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। এদিন জামালপুর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মেহেমুদ খান জানিয়েছেন, ডিভিসির ছাড়া জলে সব থেকে বেশী ক্ষতি হয়েছে জামালপুর ব্লকের। মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাস এদিন এসে জ্যোতশ্রীরাম অঞ্চলের ফ্লাড শেল্টারে এসে বন্যা দুর্গতদের সাথে কথা বলেন। ব্লকের শিয়ালি, মাঠশিয়ালি, মৈদেপুর, বেরুগ্রাম, দ্বীপের মানা, রামনাথপুর সোনারগড়িয়া সহ যে বিভিন্ন এলাকার মানুষ যারা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের ত্রান দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী। রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী যেমন সারা রাজ্যের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন, তেমনি তার সৈনিক হিসাবে তারাও জামালপুর ব্লকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

হাসপাতালের প্রিন্সিপ্যালকে চার ঘণ্টা ঘেরাও করলেন পড়ুয়ারা

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ পরীক্ষায় নম্বর বাড়িয়ে অনার্স পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রিন্সিপাল, ডিন সহ বিভিন্ন আধিকারিকদের চার ঘণ্টা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন ডাক্তারি পড়ুয়ারা। ডাক্তারি পড়ুয়াদের দাবি মেনে তদন্তের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা। ঘটনাটি বীরভূমের রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টা থেকে একাধিক দাবিতে প্রিন্সিপ্যালকে অফিসের মধ্যে ঘেরাও করে রাখেন ডাক্তারি পড়ুয়ারা। বিক্ষোভকারী ডাক্তারি পড়ুয়াদের অভিযোগ, কম নম্বর পাওয়া পরীক্ষার্থীদের বেশী নম্বর পাইয়ে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার বেশী নম্বর প্রাপকদের নম্বর কমিয়ে দিয়ে অনার্স পাওয়া থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সিন্ডিকেট গড়ে আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে এই ধরনের কাজ করা হয়েছে। যারা এই কাজে জড়িত তাদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। এই দাবীতে এদিন রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রিন্সিপ্যাল, ডিন সহ বেশ কয়েকজন আধিকারিককে ঘিরে রেখে বিক্ষোভ ডাক্তারি পড়ুয়াদের। চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্র ফিরোজ আলম বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এখানে দুর্নীতি চলছিল। সব থেকে বড় দুর্নীতি নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া। যারা তৃণমূলছাত্র পরিষদের সঙ্গে যুক্ত তাদের বেশি করে নম্বর দেওয়া হত। যারা তৃণমূলের সঙ্গে জড়িত নয় তাদের নম্বর কমিয়ে দেওয়া হত। এই নিয়েই আধিকারিকদের বলেছিলাম তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। কিন্তু আধিকারিকরা যথেষ্ট প্রমান থাকা সত্ত্বেও এতদিন এড়িয়ে গিয়েছেন। বিরূদ্ধপাক্ষ, অনিকেত গাঙ্গুলি অভিক দে'র মাধ্যমে নম্বর বাড়ানোর দুর্নীতি হত। তাই আমরা ঘেরাও করেছিলাম। এখন আধিকারিকরা কিছুটা স্বীকার করছেন। কয়েকটি দাবি নিয়ে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন। দেখা যাক তদন্তের কি অগ্রগতি হয়। নইলে ফের ঘেরাও করা হবে। প্রিন্সিপাল করবী বরাল বলেন, কিছু দাবি ওদের ছিল। আমরা সেই দাবি পুরনের চেষ্টা চালাব। তবে চিকিৎসকের নিরাপত্তার বিষয়টি জোর দেওয়া হয়েছে। পর্যাপ্ত সিসিটিভি লাগানো হচ্ছে।

গ্রেফতার যুবক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকা পানিট্যাঙ্কিতে এসএসবির অভিযানে মাদক সহ গ্রেফতার এক যুবক। ধৃতের নাম বিজয় রেক্সন (২১), ধৃত নেপালের ঝাপা জেলার বাসিন্দা। জানা গেছে, ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকা পানিট্যাঙ্কিতে এসএসবির ৪১ নং ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা টহলদারির সময় এক যুবককে আটক করে। তল্লাশি চালিয়ে ধৃতের থেকে ৯৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। ধৃতকে খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় জওয়ানরা।

MALIARA GRAM PANCHAYAT
MALIARA, BANKURA
Notice Inviting e-tender
E-NIT No 15/MGP/2024-25

Pradhan Maliara Gram Panchayat Invite Percentage Rate e-tender for the 2 nos different works at different Places. All Information is a v a i l a b l e **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Maliara Gram Panchayat

P.W.D. (GOVT. OF W.B.)

Short Notice is invited vide **i) NIQ No.: 04/Q/MESD of 2024-25, ii) NIQ No.: 05/Q/MESD of 2024-25, i) Name of Work**:- Supply and Fixing LED Fitting's for Illumination of the Hospital Campus at Mal Sub-Divisional, Hosapital, Malbazar, Jalpaiguri. (RATTIRER SATHI). ii) **Name of Work:-** Supply and Fixing LED Fittings at Campus of Dhupguri Sub-Divisional Hospital at Dhupguri under Dhupguri Municipality in the district of Jalpaiguri. (RATTIRER SATHI) The last date for submission of tender **20-09-2024 at 02:00 PM.** All details can be seen from the website **http://www.pwdwb.in** or office of the undersigned during office hours.

Sd/-R. MISHRA AE/MESD/ MALBAZAR

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নম্বর ঃ জিইএম/২০২৪/বি/৫৪০১৭৬৭, তারিখ ১৪.০৯.২০২৪। অ্যাসিস্ট্যান্ট এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউস কিপিং ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **বিড বন্ধের তারিখ/সময়** ঃ ০৫.১০.২০২৪, সন্ধ্যা ৭টা। **বিড খোলার তারিখ/ সময়** ঃ ০৫.১০.২০২৪, সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট। **বিড অফারের বৈধতা (শেষ তারিখ থেকে)** ঃ ৯০ দিন। **মন্ত্রক/রাজ্যের নাম** ঃ রেলওয়ে মন্ত্রক। **বিভাগের নাম** ঃ ভারতীয় রেলওয়ে। **সংস্থার নাম** ঃ পূর্ব রেলওয়ে। **কার্যালয়ের নাম** ঃ হাওড়া ডিভিশন। **আইটেম ক্যাটিগরি** ঃ দিনে দুইবার, সিডব্লুএলই এমএইচটিআর পরিষ্কারকরণ, জঞ্জাল সাফাই এবং জীবাণু মুক্তকরণ পরিষেবা-ফলাফল ভিত্তিক-গণ পরিবহণ স্থানে; সাধারণ পরিষ্কারকরণ, (ঝাঁট দেওয়া, মোছা, ধুলো ঝাড়া); বহির্ভাগে, পরিষ্কারকরণ, জঞ্জাল সাফাই এবং জীবাণু মুক্তকরণ পরিষেবা-ফলাফল ভিত্তিক-গণ পরিবহণ স্থানে; বর্গমিটারে সার্ভিস বিল্ডিং ও ওয়েটিং হল এলাকার পরিষ্কারকরণ, ঝাঁট দেওয়া ও মোছা; দিনে একবার পিএনডিআই জিএনএনডিকেএনএইচআর এলবিপি বহির্ভাগে, পরিষ্কারকরণ, জঞ্জাল সাফাই ও জীবাণু মুক্তকরণ পরিষেবা-ফলাফল ভিত্তিক-গণ পরিবহণ স্থানে; বর্গমিটারে সার্ভিস বিল্ডিং ওয়েটিং হল এলাকার পরিষ্কারকরণ, ঝাঁট দেওয়া ও মোছা; দিনে ৩ বার বহির্ভাগে পরিষ্কারকরণ, জঞ্জাল সাফাই এবং জীবাণু মুক্তকরণ পরিষেবা-ফলাফল ভিত্তিক-গণ পরিবহণ স্থানে; শৌচাগার, প্রস্রাবাগার ও ওয়াটার বুথ পরিষ্কারকরণ; দিনে একবার বর্গমিটারে ফুট ওভার ব্রিজ এলাকা পরিষ্কারকরণ, বহির্ভাগে পরিষ্কারকরণ, জঞ্জাল সাফাই এবং জীবাণু মুক্তকরণ পরিষেবা-ফলাফল ভিত্তিক-গণ পরিবহণ স্থানে; দিনে একবার বর্গমিটারে সার্কুলেটিং এলাকা ও রাস্তার উপরিতল পরিষ্কারকরণ; বহির্ভাগে, পরিষ্কারকরণ, জঞ্জাল সাফাই এবং জীবাণু মুক্তকরণ পরিষেবা-ফলাফল ভিত্তিক-গণ পরিবহণ স্থানে; দিনে একবার সিডব্লুএলই এমএইচটিআর ট্র্যাকের মধ্যবর্তী হতে উভয়দিকে ৮ফুট চওড়া আরএফ অর্থাৎ ১৬ফুট থেকে র‍্যাগ তুলে ফেলা; ৩ দিনে একবার পিএনডিআই জিএনএনডি বহির্ভাগে, পরিষ্কারকরণ, জঞ্জাল সাফাই এবং জীবাণুমুক্ত করণ-ফলাফল ভিত্তিক-গণ পরিবহণ স্থানে, ট্র্যাকের মধ্যবর্তী হতে উভয়দিকে ৮ফুট চওড়া আরএফ অর্থাৎ ১৮ফুট থেকে র‍্যাগ তুলে ফেলা; দিনে একবার বহির্ভাগে, পরিষ্কারকরণ, জঞ্জাল সাফাই এবং জীবাণু মুক্তকরণ-ফলাফল ভিত্তিক-গণ পরিবহণ স্থানে, বর্গমিটারে স্টেশন মাস্টারের নিয়ন্ত্রণে এলাকার অধীনে কলোনীর এবং ৭৫ বর্গমিটারে কেএনজি এলাকায় সার্ভিস বিল্ডিং-এর পরিষ্কারকরণ; একদিন অন্তর বহির্ভাগে, পরিষ্কারকরণ, জঞ্জাল সাফাই এবং জীবাণু মুক্তকরণ-ফলাফল ভিত্তিক-গণপরিবহণ স্থানে; বর্গমিটারে কলোনী ও ট্র্যাক ড্রেন এলাকা পরিষ্কারকরণ; বহির্ভাগে, সংগ্রহ ও অপসারণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিষেবা-সংগ্রহ; শুকনো বর্জ্য। **চুক্তির মেয়াদ** ঃ ০২ বছর। **বিডারের ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার (৩ বছরের জন্য)** ঃ ৪০ লাখ টাকা। **একই/অনুরূপ পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ব অভিজ্ঞতার বছর** ঃ ০৩ বছর। **অনুরূপ পরিষেবার জন্য অভিজ্ঞতা প্রয়োজনীয়** ঃ হ্যাঁ। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারের জন্য এমএসই ছাড়** ঃ নেই। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারের জন্য স্টার্টআপ ছাড়** ঃ নেই। **বিক্রেতার থেকে প্রাপ্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র** ঃ অভিজ্ঞতার শর্তাবলী, বিডারের টার্নওভার, শংসাপত্র (এটিসিতে অনুরোধ মতো), অতিরিক্ত নথি নং ১ (এটিসিতে অনুরোধ মতো) অতিরিক্ত নথি নং ২ (এটিসিতে অনুরোধ মতো) অতিরিক্ত নথি নং ৩ (এটিসিতে অনুরোধ মতো)। *যদি কোনও বিডার অভিজ্ঞতার/টার্ন ওভারের শর্তে ছাড় চান, সেক্ষেত্রে ক্রেতার দ্বারা মূল্যায়নের জন্য প্রাপ্য ছাড়ে তাঁর যোগ্যতার প্রমাণে সমর্থিত নথিপত্র অবশ্যই আপলোড করতে হবে। **বিডে অংশগ্রহণকারী সকল বিডারদের বিডার দ্বারা আপলোড করা নথি দেখাতে চান?/** ঃ হ্যাঁ। **বিড টু আরএ এনেবল্ড** ঃ নেই। **বিডের ধরন** ঃ দুই প্যাকেট বিড। **কারিগরী মূল্যায়নের সময়ে প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যার জন্য অনুমোদিত সময়সীমা** ঃ ০২ দিন। **অনুমিত বিড মূল্য** ঃ ৭৮,৩৬,৭৫৯ টাকা। **মূল্যায়নের পদ্ধতি** ঃ মোট মূল্যভিত্তিক মূল্যায়ন। **প্রাইস ব্রেকআপ দর্শানো আর্থিক নথি প্রয়োজন** ঃ হ্যাঁ। **বিশদ ইএমডি ঃ ব্যাঙ্ক উপদেষ্টা** - স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইএমডি পরিমাণ** - ১,৫৬,৭৩৫ টাকা। (HWH-295/2024-25)

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

প্রান্তিক এলাকায় বুলডোজার অভিযান অব্যাহত

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ আন্তর্জাতিক বোলপুর শহরে শান্তিনিকেতন এলাকায় প্রান্তিকে ফের ফুটপাত অভিযান অব্যাহত। যারা সরকারি জায়গা দখল করে আছেন তাদেরকে আগে নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত তারা সেই জায়গা দখল করে আছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে এদিন ফের ফুটপাত অভিযান ও সরকারি জায়গা খালি করার জন্য অভিযান চালান। এই অভিযানে প্রান্তিক এলাকায় অনেকে ব্যবসাদার আছেন ও স্থায়ী ভাবে বাসস্থান করছেন তাদের এই পুজোর মরশুমে উচ্ছেদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ।

e-Tender Notice

The Prodhan Beharia Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for NIeT Nos. **i) 05/BGP/2024–2025** Bid submission from 18/09/2024, at 17:00 hours to 25/09/2024, up to 14:00 hours. **ii) 06/BGP/2024–2025.** Bid submission from 19/09/ 2024, at 09:00 hours to 25/09/2024, upto 09:00 hours. For details visit http://wbtenders.gov.in

Sd/-
Prodhan Beharia G.P.
Hariharpara Block,Murshidabad

Keshargarh Gram Panchayat
Vill-Dapang, PO-Dapang, Dist.-Purulia(W.B.), Pin-723148
Notice Inviting Tender No. 02/2024-25, Date:- 18/09/2024

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution for the 12 (Twelve) Nos. Different Works. Source of Fund: XV FC. Work completion period: 30 Days. Date of sale of form on any working day from **19/09/2024 to 01/10/2024(from 11.00 AM to 2.00 PM)** on working day. Last date of dropping- **01/10/2024 up to 2pm**. Date of opening: **04/10/2024 at 2.00 PM** onwards. For further details please visit office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Keshargarh Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-জিএসইউ-আরওবি-এনআর এক্স-বিপিএস-২৪, তারিখ ১৮.০৯.২০২৪। ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার-১, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নোক্ত কাজের জন্য সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ডাকদাতারা বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্তই তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা দিতে পারবেন। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় ও কোনো ম্যানুয়াল অফার জমা হলে তা বাতিল হবে। **কাজের নাম** ঃ হাওড়া ডিভিশনের নোয়াদার ঢাল স্টেশনে ব্রিজ নম্বর ১২-র উচ্চতা কম হওয়ার দরুন রোড ওভার ব্রিজ/রোড আন্ডার ব্রিজ নির্মাণ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য** ঃ ৬৬,৫৯,৭৭৭.১৮ টাকা। **বায়না রাশি** ঃ ১,৩৩,২০০/- টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য** ঃ শূন্য। **বিডিং শুরুর তারিখ** ঃ ৩০.০৯.২০২৪। **কাজ শেষের সময়সীমা** ঃ ১২ মাস। **অফারের বৈধতা** ঃ ৬০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ঃ ১৪.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টায়। **টেন্ডার আপলোডিং-এর তারিখ ও সময়** ঃ ১৮.০৯.২০২৪ তারিখ, সন্ধ্যা ০৬.১৩ মিনিট। (HWH-296/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the Haturia-I Gram Panchayat
Natibpur, Agunshi, Bagnan, Howrah

NIT No: (1) HGP-I/15 th CFC/2024-25/NIeT-18, (2) HGP-I/15 th CFC/2024-25/NIeT-19, (3) HGP-I/15 th CFC/2024-25/NIeT-20, (4) HGP-I/15 th CFC/2024-25/NIeT-21, (5) HGP-I/15 th CFC/2024-25/NIeT-22, (6) HGP-I/5 th SFC/2024-25/NIeT-23 (7) HGP-I/5 th SFC/2024-25/NIeT-24 E-Tenders are invited in the website **http://wbtenders.gov.in** for above reference NIT no. Last date of submission of bid: **27/09/2024 up to 12.00 PM.** Bid Opening Date: **30/09/2024 at 12.00 P.M.**

Sd/-Pradhan
Haturia-I Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Exe. Engr. (C)/Roads, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/468 (1st Call) Name of the Work: **Painting of kerb & railing at Shyama Prasad Mukherjee Road from the Crossing of Rash Behari Avenue to the Crossing of Abdul Rasul Avenue under Br.-VIII.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,54,101.81**. Earnest Money: ₹ **9,500.00.** Period of Completion: **90 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **30.09.2024 – 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **21.09.2024 (12 noon)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

(2) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/388 (1st Call) Name of the Work: **Repairing of damaged road at different places of Rail Line Road under Br.-XV.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,93,819.73** (Excl. Contingency Amt.). Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

(3) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/387 (1st Call) Name of the Work: **Repairing of damaged road at different places of Dr. A. K. Road and Garden Reach Road under Br.-XV.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,90,341.54** (Excl. Contingency Amt.). Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

(4) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/386 (1st Call) Name of the Work: **Repairing of damaged road at different places of S. A. Farooque Road and Paharpur Road under Br.-XV.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,88,934.59** (Excl. Contingency Amt.). Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

(5) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/429 (1st Call) Name of the Work: **Painting of kerb & railing at Cathedral Road in Ward No.-63 under Br.-VII.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **3,78,372.16** (Excl. Contingency Amt.). Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(6) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/428 (1st Call) Name of the Work: **Painting of kerb & railing at J. L. Nehru Road from Exide More to 38A, J. L. Nehru Road in Ward No.-63 under Br.-VII.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,97,766.08** (Excl. Contingency Amt.). Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(7) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/427 (1st Call) Name of the Work: **Painting of kerb & railing at J. L. Nehru Road (Part) in Ward No.-63 under Br.-VII.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,97,716.69** (Excl. Contingency Amt.). Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(8) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/419 (1st Call) Name of the Work: **Painting of kerb & railing at Darga Road, Circus Avenue, New Park Street, Bondel Road, Broad Street and R. B. Connector under Br.-VII.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,96,889.20** (Excl. Contingency Amt.). Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **01.10.2024 – 12 noon** (For Sl. No. 2 to 8). The bid forms and other details are available on and from **23.09.2024 (12 noon)** (For Sl. No. 2 to 4) and **21.09.2024 (12 noon)** (For Sl. No. 5 to 8) from the website **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 2 to 8).

(9) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/477 (1st Call) Name of the Work: **Repairing of different damaged portions of road surface at B. K. Paul Avenue & Maharshi Debendra Road under Br.-II.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,91,195.64**. Earnest Money: ₹ **9,900.00.** Period of Completion: **180 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **03.10.2024 – 12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **24.09.2024 (12 noon)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

(10) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/423 (1st Call) Name of the Work: **Painting of kerb stone on A.J.C. Bose Road from Exide More to Park Street in Ward No.-63, Br.-VII.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **3,58,132.75** (Excl. Contingency Amt.). Earnest Money: ₹ **7,500.00.** Period of Completion: **30 days.**

(11) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/422 (1st Call) Name of the Work: **Painting of kerb stone on A.J.C. Bose Road from Exide More to Hastings More in Ward No.-63, Br.-VII.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **3,54,773.99** (Excl. Contingency Amt.). Earnest Money: ₹ **7,500.00.** Period of Completion: **30 days.**

(12) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/421 (1st Call) Name of the Work: **Painting of Guard railing on A.J.C. Bose Road from Park Street to Camac Street in Ward No.-63, Br.-VII.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,96,746.44** (Excl. Contingency Amt.). Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(13) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/420 (1st Call) Name of the Work: **Painting of Guard railing on A.J.C. Bose Road from Hastings More to Camac Street in Ward No.-63, Br.-VII.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,98,592.72** (Excl. Contingency Amt.). Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **05.10.2024 – 12 noon** (For Sl. No. 10 to 13). The bid forms and other details are available on and from **25.09.2024 (12 noon)** (For Sl. No. 10 to 13). from the website **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 10 to 13).

The **D.G. (C)/Roads, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/469 (1st Call) Name of the Work: **Painting of kerb at Roy Bahadur Road, Karunamoyee Ghat Road and portion of Mahatma Gandhi Road under Br.-XIII.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,84,610.12** (Excl. Contingency Amt.). Earnest Money: ₹ **9,800.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **30.09.2024 – 12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **21.09.2024 (12 noon)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

(2) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/470 (1st Call) Name of the Work: **Emergency repairing of different roads in Ward No.-119, under Br.-XIII.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,88,368.81** (Excl. Contingency Amt.). Earnest Money: ₹ **9,800.00.** Period of Completion: **200 days.**

(3) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/471 (1st Call) Name of the Work: **Emergency repairing of different roads in Ward No.-116, under Br.-XIII.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,88,997.70** (Excl. Contingency Amt.). Earnest Money: ₹ **9,800.00.** Period of Completion: **200 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **28.10.2024 – 12 noon** (For Sl. No. 2 & 3). The bid forms and other details are available on and from **03.10.2024 (12 noon)** (For Sl. No. 2 & 3) from the website **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 2 & 3).

The **D.G. (Mech)/Roads, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/ASPH/PB/JOCHAN-06/24-25 Name of the Work: **Cutting and removing of old bituminous road surface by mechanical means and transporting the cutting material from different roads within the north region within KMC jurisdiction under Road Mechanical Department.** Estimated cost (Incl. GST & Contingency): ₹ **4,62,204.28.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **03.10.2024 at 2.30 p.m.**

(2) NIT No.: ASPH/PB/TD-04/2024-25 Name of the Work: **Repairing and maintenance of departmental tipper trucks I.E. WB03C-3033, WB03C-3036 etc. of Asphaltum Department, P.B.** Estimated cost: ₹ **4,66,126.46.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **10 days.** Last Date and time of submission of Bid: **03.10.2024 – 2 p.m.** Bid opening and date & time for Technical proposal: **05.10.2024 – 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **20.09.2024 (6 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2) from the website **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 & 2)

(3) NIT No.: KMC/ASPH/PB/GM-02/2024-25 Name of the Work: **Supply and fitting fixing of hotmix load out conveyor belt rollers of DM50 plant at Asphaltum Department, Palmer Bazar.** Estimated cost: **Quotation.** Earnest Money: ₹ **9,500.00.** Period of Completion: **10 days.** Last Date and time of submission of Bid: **05.10.2024 – 12 noon.** Bid opening and date & time for Technical proposal (online): **21.10.2024 – 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **21.09.2024 after 2 p.m.** from the website **https://wbtenders. gov.in**

(4) NIT No.: KMC/DG(M)/ASP/GG/M-11/2024-25 Name of the Work: **Repairing of 1.7 CuM Capacity Bucket of Payloader CCAG-3 with replacement of toe plate, teeth and allied works under Asphaltum Goragacha.** Estimated cost: **Quotation.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion: **07 days.** Last Date and time of submission of Bid: **22.10.2024 – 1 p.m.** Bid opening and date & time for Technical proposal: **24.10.2024 – 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **27.09.2024 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **D.G. (Bustee), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:

NIT No.: KMC/EEBS/HQ/I/03/01/24-25/BS/72 (1st Call) Name of the Work: **Removing water logging from low line area of Belgachia Bustee in Ward No.-03, Br.-I.** Estimate amount (Incl. GST & LWC): ₹ **3,92,663.76.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **60 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **01.10.2024 upto 11 a.m.** Bid opening date and time for technical proposal: **03.10.2024 – 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **20.09.2024 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

CORRIGENDUM

NIT No. **(1) KMC/EEBS/HQ/VII/58/01/24-25/058, (2) KMC/EEBS/HQ/VII/56/03/24-25/054, (3) KMC/EEBS/HQ/VII/57/02/24-25/057** & **(4) KMC/EEBS/HQ/VII/69/01/24-25/BUSTEE/65 (1st Call)** published in this Newspaper on **10.09.2024** (Key No. 555/24-25) of **Bustee Services Department** (Sl. No. 1, 3, 4 & 5). Last date and time of submission of bid will be read as **25.09.2024 upto 11 a.m.** instead of 19.09.2024 (For Sl. No. 1 to 4) and Bid opening date and time for technical proposal will be **27.09.2024 at 11 a.m.** instead of 21.09.2024 (For Sl. No. 1 to 4). **(618/24-25)**

গৃহকোন

শুরু হচ্ছে প্রথম বেঙ্গল শপিং ফেস্টিভ্যাল

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ আগামী কাল থেকে বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে প্রথম বেঙ্গল শপিং ফেস্টিভ্যাল। সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার-সহ আরও একাধিক দেশ এই উৎসবে অংশগ্রহণ করছে। দেশ-বিদেশের নামী-দামী ব্র্যান্ডের পণ্যের পাশাপাশি বাংলার জিআই-স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ২৭টি পণ্যও থাকছে এই উৎসবে। উৎসব চলবে ২৪ তারিখ পর্যন্ত। মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র, অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সহ রাজ্য মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য এবং বণিক সবার প্রতিনিধিরা আগামীকাল বিকেলে উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। শপিং ফেস্টিভ্যালে জামাকাপড়, ইলেকট্রনিক্স, আসবাবপত্র, গৃহসজ্জা, ভোগ্যপণ্য, হস্তশিল্প, ফ্যাশন, ইলেকট্রনিক্স, গাড়ি, গহনা, খেলাধুলার জিনিসপত্র পাওয়া যাবে। ফুড ফেস্টিভ্যাল, গানের ইভেন্টও থাকবে।

অ্যাপার্টমেন্টের লবিতে কেমন আসবাব রাখবেন

'অ্যাপার্টমেন্ট লবি এমন হওয়া উচিত, যেন সবাইকে সেটা উষ্ণ অভ্যর্থনা করে। যেখানে অপেক্ষা করলে একটা আপন আপন অনুভূতি হয়,' বলছিলেন অ্যারে আর্কিটেক্টসের প্রধান স্থপতি আল ইমরান। 'পুরো জায়গাটার নকশা এমন হওয়া উচিত, যেটা দেখে বাড়ির মতো মনে হবে। আসবাবগুলোতেও সেই ভাব থাকা জরুরি।' লবির নকশায় শুরুতেই দেয়ালের রংকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। দেয়ালের রং একটি ঘরের আমেজ অনেকটা বদলে দিতে পারে। লবির দেয়ালের জন্য বাদামি, বেজ, ধূসর ও চাঁপা সাদা রং বেশি জনপ্রিয়। সবুজ বা নীলের বিভিন্ন শেডও অনেকে পছন্দ করছেন। ওয়ালপেপার ব্যবহারের নতুন একটি ধারাও তৈরি হয়েছে। যেকোনো একটা দেয়ালকে 'স্টেটমেন্ট ওয়াল' হিসেবেও তৈরি করা যায়। এই দেয়ালে রঙের পরিবর্তে মার্বেল বা টেরাকোটা লাগিয়ে দিতে পারেন। অথবা পুরো দেয়ালে ছোট টবে গাছ লাগিয়ে দিতে পারেন। যেখানে দেয়াল নয়, শুধু গাছই দেখা যাবে। একে বলা হয় 'গ্রিন ওয়াল'। লবির এক কোণেও বেশ কিছু গাছ একসঙ্গে রাখা যেতে পারে।

মনে হবে প্রকৃতির অনেক কাছাকাছি আছি। সম্ভব হলে ছোট একটা জায়গায় পাথর দিয়ে ঘিরে ফোয়ারার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। জলেতে ছেড়ে দিতে পারেন কিছু রঙিন মাছ।

নাট্যপ্রহরীর শেষ বিচার, এই সময়কে বিদ্ধ করে মানবিক তিরে

সুধা কুম্ভকারঃ সম্প্রতি আকাদেমিতে মঞ্চস্থ হল হরিপাল নাট্যপ্রহরী নাট্যদলের নতুন পূর্ণাঙ্গ নাটক শেষ বিচার। এই সময়ের একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক সমস্যা নিয়ে এই নাটকটি লিখেছেন নাট্যকার মলয় ঘোষ। বর্তমানে ছেলেমেয়েদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত বাবা-মারা কী আত্মশক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকেন একা এবং কয়েক জন মিলে তারই একটি চিত্র এ নাটকে প্রকাশিত। তবে নাট্যকার মলয় ঘোষ সিরিয়াস এই বিষয়টিকে একটু হিউমার মিশিয়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। নাটকের নির্দেশক পুলক রায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নাটকের এই মূল সুরটিকে বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন তাঁর অনবদ্য নাট্যনির্মাণে। প্রতিটি চরিত্রের নির্বাচনেই তাঁর নাট্যপ্রজ্ঞার রেশ পাওয়া যায়। প্রতিটি অভিনয়শিল্পীই যেন এ নাটকের প্রতিটি চরিত্রের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলেন। তাছাড়া মঞ্চ, আবহ এবং আলোর অপূর্ব বিন্যাসে নাট্যনির্দেশক শেষ বিচারের প্রতি সুবিচার করতে পেরেছেন যথার্থভাবে।নাটকের বিষয়টি এ রকম, বিবেক এবং তার বন্ধু মান্নার মধ্যে একটা তর্ক হয়। বিবেক জানে তার ছেলেমেয়েদের তার প্রতি কোনও ভালোবাসা নেই, যা আছে তা শুধু মেকি সম্পর্কআর কিছুটা দায়। কিন্তু তার বন্ধু মান্না এ কথা বিশ্বাস করতেই চায় না। এই নিয়ে তর্ক। তর্ক অন্যায়ী মান্না বিবেক ভীষণ অসুস্থ জানিয়ে তার ছেলেমেয়েদের ফোন করে। বিবেকের ছেলেমেয়েরা চলে আসে গ্রামের বাড়িতে। জমে ওঠে নাটকের গল্প। বাবার চলে যাওয়ার থেকেও ছেলেমেয়েদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নিজেদের সুবিধা অসুবিধা, এমনকি সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারাও। নানান সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘটনার টানা পোড়েনে এগিয়ে চলে নাটক। শেষ পর্যন্ত বিবেকের কথাই সত্যি হয়। আধুনিক প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বস্তুনিষ্ঠতা প্রকট হয়ে ওঠে। বিবেক ও মান্নার চোখের জলে সমাজ সংসারের নিদারুন সত্য ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা পায়, নগ্ন হয় তথাকথিত সমাজ, সংসার আর শিক্ষার ক্ষয়ীভবন।নাটকে বিবেকের চরিত্রে সুমন রায় এবং মান্নার চরিত্রে কমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করে। দুজনেই চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছেন সার্থকভাবেই। নাটকে গানের অংশে সুন্দরভাবে নিজেদের বিকশিত করেছেন তাঁরা। শেষ দৃশ্যে তাঁদের হৃদয়স্পর্শী সংলাপ দর্শককে আবেগমথিত করে যথার্থভাবে। বিবেকের সব সময়ের সঙ্গী অবিনাশের ভূমিকায় রাকেশ সাহাও অনবদ্য। তাঁর আন্তরিক অভিনয়ে তাঁর নির্মিত চরিত্রটি অত্যন্ত বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে দর্শকের কাছে।বিবেকের ছেলের ভূমিকায় বীরেনের চরিত্রে অরূপ দাস এবং ধীরেনের ভূমিকায় দীপ সরকারের সহজ ও স্বাভাবিক অভিনয় নাটকের চলনে গতি আনে যথাযথভাবে। বিবেকের বড় মেয়ে সুরমার চরিত্রে দীপ্তিকা সরকার এবং বিবেকের বৌমা নমিতার চরিত্রে স্নেহা ব্যানার্জীর অভিনয়ও সকলের মন কাড়ে। দুটি চরিত্রের যে দুই রকম শেড, তা দীপ্তিকা ও স্নেহা অপূর্বভাবে স্ফুটিত করেছেন পরিচালকের চাহিদা মেনে। বর্তমান যুগপ্রবৃত্তির একটা স্পষ্ট অভিঘাত ছেলেমেয়েদের চরিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন অভিনয়শিল্পীরা। আর ঠিক এখানেই নাটকটি সার্থক হয়ে ওঠে। বিবেকের মেকি মৃত্যুর দৃশ্যে দর্শক যেমন হাস্যরসে আক্রান্ত হয়, ঠিক তেমনি শেষ দৃশ্যে তাদের চোখে জল আসে বিবেকের গভীর বেদনায়। নাটকের আবহ যথাযথ ও নাট্যের যথার্থ সহায়ক হয়ে উঠেছিল। একই কথা প্রযোজ্য নাটকের মঞ্চনির্মাণ সম্পর্কেও। ফুট লাইটের ব্যবহারও বেশ সুন্দর। খুব সামান্য আয়োজনে বিবেকের ঘর অপরূপভাবে উপস্থাপিত হয় মঞ্চে। নাট্যপ্রহরীর নিজস্বতা বার বার প্রতিফলিত হয়েছে এ নাট্যে। এ সময়ের চেনা মানুষগুলোকে আরও অন্যভাবে চেনা যায় এ নাটকে, আর তা যেন বিদ্ধ করে আমাদের মানবিক তিরে... এখানেই সার্থক হয়ে ওঠে শেষ বিচার।

রেল মন্ত্রক চূড়ান্ত অবস্থান সমীক্ষা এর জন্য অনুমোদন করে রূপসা-বারিপদা-বাঙ্গিরিপোসি রেলওয়ে সেকশনের ডাবলিং

রেলমন্ত্রীর উদ্যোগে ৮৯ কিলোমিটার দীর্ঘ রূপসা-বারিপাদা-বাঙ্গিরিপোসি দ্বিগুণ করার জন্য অনুমোদন করা হয়েছে। বেলেশ্বর এবং ময়ূরভঞ্জ জেলার বাসিন্দারা দ্রুত এবং আরও দক্ষ রেল সংযোগ থেকে উপকৃত হবেন। ওড়িশার জনগণের জন্য একটি বড় উন্নয়নে, বিশেষ করে ময়ূরভঞ্জ এবং বালেশ্বর জেলায়, ৮৯ কিলোমিটার রূপসা-বারিপাদা-বাঙ্গিরিপোসি রেলওয়ে সেকশনের দ্বিগুণ করার দীর্ঘস্থায়ী দাবি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ এগিয়ে নিয়েছে। মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ, এই প্রকল্পের জন্য চূড়ান্ত অবস্থান সমীক্ষা রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।১৩ই জানুয়ারী ২০২৪-এ এই অঞ্চলে তাঁর সফরের সময়, শ্রী বৈষ্ণব বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে তাদের দাবি পূরণ করা হবে। তার প্রতিশ্রুতি পালনে, এবং তার সফরের মাত্র আট মাসের মধ্যে, রেল মন্ত্রক এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটিকে দ্বিগুণ করার জন্য পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন পেয়েছে, যা দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়্গপুর বিভাগের অধীনে পড়ে। সমীক্ষার জন্য ₹১.৭৮ কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে, যা একটি বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরির পথ প্রশস্ত করবে। এই উন্নয়নটি ময়ূরভঞ্জ ও বালেশ্বরের বাসিন্দাদের জন্য, বিশেষত ছাত্র, ছোট ব্যবসায়ী, শ্রমিক এবং দৈনিক যাত্রীদের জন্য যারা তাদের দৈনন্দিন যাতায়াতের জন্য এই বিভাগে নির্ভর করে তাদের জন্য প্রচুর প্রতিশ্রুতি রয়েছে। অতিরিক্ত লাইনটি কেবল আরও দক্ষ এবং দ্রুত ট্রেন পরিষেবা প্রদান করবে না বরং যাত্রীদের সুবিধার্থে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে। স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং শ্রমিকরা পণ্য পরিবহন করা সহজতর করবে এবং শিক্ষার্থী এবং দৈনন্দিন যাত্রীরা বিলম্ব ও বাধামুক্ত মসৃণ এবং আরও নির্ভরযোগ্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতা পাবে। ভারতীয় রেলওয়ে তার সুবিধাগুলিকে আপগ্রেড এবং আধুনিকীকরণ করে চলেছে, এটি নিশ্চিত করে যে জনসাধারণের চাহিদাগুলি উদ্ভাবনী সমাধানগুলির সাথে পূরণ করা হয়। রূপসা-বারিপাদা-বাঙ্গিরিপোসি সেকশনের দ্বিগুণ করা রেল যোগাযোগের উন্নতি এবং এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হবে। রেলপথ মন্ত্রণালয় জনগণের আশা-আকাঙ্খা পূরণে এবং দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে অবদান রাখে এমন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

উৎসবের মরসুমে অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবার মেয়াদ বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ উৎসবের মরসুমে ক্রমবর্ধমান ভিড় এবং যাত্রীদের বর্ধিত চাহিদা পূরণ করতে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কয়েক জোড়া সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই স্পেশাল ট্রেনগুলি বিদ্যমান পরিষেবার দিন, সময়, গঠন ও স্টপেজ সহ চলাচল করবে। এই ট্রেন পরিষেবাগুলির মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে সেই রুটে চলাচল করা অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরাও উপকৃত হবে। সেই অনুসারে, ট্রেন নং. ০৫৬৭১ (গুয়াহাটি-আনন্দ বিহার টার্মিনাল) সাপ্তাহিক স্পেশাল ২৭ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবারে চলাচলের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফেরৎ যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫৬৭২ (আনন্দ বিহার টার্মিনাল-গুয়াহাটি) সাপ্তাহিক স্পেশাল ২৯ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবারে চলাচলের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ট্রেন নং. ০২৫২৫ (কামাখ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল) সাপ্তাহিক স্পেশাল ২৯ নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবারে চলাচলের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফেরৎ যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০২৫২৬ (আনন্দ বিহার টার্মিনাল-কামাখ্যা) সাপ্তাহিক স্পেশাল ১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবারে চলাচলের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ট্রেন নং. ০৫৭৩৪ (কাটিহার-অমৃতসর) সাপ্তাহিক স্পেশাল ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে চলাচলের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফেরৎ যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫৭৩৩ (অমৃতসর-কাটিহার) সাপ্তাহিক স্পেশাল ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবারে চলাচলের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ট্রেন নং. ০৫৬৩৬ (গুয়াহাটি-শ্রীগংগানগর) সাপ্তাহিক স্পেশাল ২ অক্টোবর থেকে ২৭ নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবারে চলাচলের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ফেরৎ যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫৬৩৫ (শ্রীগংগানগর-গুয়াহাটি) সাপ্তাহিক স্পেশাল ৬ অক্টোবর থেকে ১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবারে চলাচলের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ইউরোপজুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ২০ লাখ মানুষ

পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে গত সপ্তাহজুড়ে বন্যায় প্রায় ২০ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। গতকাল বুধবার ইউরোপীয় পার্লামেন্টে এক বক্তৃতায় এ তথ্য জানান ইইউ কমিশনের সংকট প্রতিরোধবিষয়ক প্রধান জেনেজ লেনারসিচ। সাম্প্রতিক কালে ইউরোপে দেখা দেওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিষয়ে পার্লামেন্টে এক বক্তৃতায় পরিস্থিতি তুলে ধরেন লেনারসিচ। জেনেজ লেনারসিচ বলেন, 'মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে অবিরাম বৃষ্টিতে দানিউবের মতো নদীর জলের স্তর এমন পর্যায়ে বেড়েছে, যা গত এক শতাব্দীতে হয়নি।' উল্লেখ্য, ১০টি দেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী দানিউবের দুই কূল ছাপিয়ে যাওয়া বন্যা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক অবস্থায় নিয়ে গেছে। ইউরোপীয় পার্লামেন্টে এ দুর্যোগের বিষয়ে আলোচনায় একজন স্লোভেনীয় ইইউ সংসদ সদস্য দুর্যোগ প্রতিরোধে সংস্থাটিকে এ বিষয়ে সজাগ থাকা ও ক্ষতিপূরণ দেওয়া নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। ইইউ পার্লামেন্টের সদস্য ও পরিবেশবাদীকর্মী ক্যারোলা র্যাকেট এই প্রাকৃতিক ক্ষতির জন্য পরিবেশদূষণকারী ও গ্যাস কোম্পানি থেকে অর্থ সংগ্রহ করার পক্ষে কথা বলেন। এদিকে ইইউ কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেন ঘোষণা করেছেন, বৃহস্পতিবার পোল্যান্ডের বন্যাকবলিত অঞ্চল সফর করবেন তিনি। সেখানে এ দুর্যোগ নিয়ে পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক, অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর কার্ল নেহামার, স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকো ও চেক প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী পেত্র ফিয়ালার সঙ্গে তিনি দেখা করার পরিকল্পনা করেছেন। বন্যায় মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে অন্তত ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। পোল্যান্ড ও রোমানিয়ায় বন্যায় এ পর্যন্ত ৭ জন মারা গেছেন এবং অস্ট্রিয়ায় মৃত মানুষের সংখ্যা ৫। চেক প্রজাতন্ত্রে মারা গেছেন ৪ জন আর নিখোঁজ রয়েছেন ৮ জন। বন্যায় পোল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র ও অস্ট্রিয়ায় বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি এবং মৃত্যুর ঘটনা ঘটলেও দক্ষিণ জার্মানি এখন পর্যন্ত কিছুটা রক্ষা পেয়েছে। জার্মানির ড্রেসডেন শহরে এলবে নদীর জলের বৃদ্ধি পাওয়ায় সেখানে গতকাল ৩ নম্বর সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। অস্ট্রিয়ায় বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে।

অস্ট্রিয়া সরকার ঘোষণা করেছে যে তারা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা দেবে। চ্যান্সেলর কার্ল নেহামার ঘোষণা করেছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর পৌরসভা ও বেসরকারি পর্যায়ে মানুষ এ তহবিল থেকে সহায়তা পেতে পারেন। রাজধানী শহর ভিয়েনা থেকে পশ্চিমে অস্ট্রিয়া ও জার্মানির সঙ্গে যোগাযোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রেললাইনটি গত কয়েক দিনের প্রবল ঝড়ের পর আবার চলাচল উপযোগী হয়েছে। ভারী বৃষ্টির কারণে কয়েক দিন ধরে ভিয়েনায় গণপরিবহনেও উল্লেখযোগ্য সমস্যা দেখা দিয়েছিল। চেক প্রজাতন্ত্রের পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ বন্যার পর প্রথমবারের মতো পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলছে। অনেক জায়গায় কাদা ঢুকে পড়েছে। কাদা ঢুকেছে স্কুল, দোকানপাট ও বাড়িঘরে।

সরকারি বিভিন্ন বিভাগে ৮৭৪ জনের হাতে নিয়োগপত্র প্রদান দেবোলালের

হাফলং (অসম), ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অধীন সরকারি বিভিন্ন বিভাগে ৮৭৪ জনের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিয়েছেন পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা। আজ বৃহস্পতিবার হাফলং জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ৮৭৪ জনের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিয়ে দেবোলাল গার্লোসা বলেন, আজ অসম তথা ডিমা হাসাও জেলার জন্য ভালো দিন। আজই মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা অরুণোদয় ৩.০-এর শুভারম্ভ করেছেন। অন্যদিকে ডিমা হাসাও জেলায় ৮৭৪ জনকে নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়েছে। দেবোলাল বলেন, নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ বন বিভাগ, ভূমি সংরক্ষণ ও রেশম বিভাগ এবং জলমিত্র পদে নিয়োগপত্র প্রার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, চলতি বছরের ডিসেম্বরে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি এবং উচ্চ প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫০০ শূন্য পদে নিয়োগ করা হবে। গার্লোসা বলেন, সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হলে সরকারি স্তরে পড়াশোনার মান উন্নত হবে। দারিদ্র্যসীমার নিম্নভুক্ত পরিবারগুলির ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার ক্ষেত্রে লাভবান হবে বলে মন্তব্য করে দেবোলাল গার্লোসা বলেন, বিরোধীরা আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে আমাকে মানসিক চাপে ফেলতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে বিরোধীরা এতে সফল হতে পারছেন না। কারণ, বিজেপি উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদে আমার সতীর্থরা অধিক শক্তিশালী থাকায় তা সম্ভব হচ্ছে না। এদিন তিনি বলেন, বিজেপিতে কোনও বিরোধ নেই বা বিভাজন নেই। দেবোলাল বলেন, সম্প্রতি জয়দেশ ফংলো নামের এক ব্যক্তি অভিযোগ করেছিলেন, ডিমা হাসাও বিজেপি এখন বেশ কয়েকটি গ্রুপে বিভাজিত। কিন্তু জয়দেশ ফংলোর এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করে তিনি বলেন, বিজেপিতে কোনও সমস্যা নেই। দেবোলাল গার্লোসা বলেন, জয়দেশ ফংলো বিজেপির সদস্য নন, বিজেপির সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের গত নির্বাচনে এই জয়দেশ ফংলো বিজেপির প্রার্থিত্ব না পেয়ে পরিষদের দিগের আসন থেকে বিজেপি প্রার্থী স্যামুয়েল চাংসনের বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তাই এদের মতো মানুষ বিজেপির সদস্য কোনওভাবেই হতে পারে না। আজ নিয়োগপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অধ্যক্ষ মোহিত হোজাই, পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য প্রবীতা জহরি, ধনপাইনন থাওসেন, স্যামুয়েল চাংসন প্রমুখ।

নাম পরিবর্তন
আমি, মনীষ কুমার খাণ্ডেলওয়াল পিতা স্বর্গীয় বিজয় কুমার খাণ্ডেলওয়াল, সাকিম- সীমান্তপল্লী, ডাকঘর ও থানা - শান্তিনিকেতন, জেলা - বীরভূম, পিন -৭৩১২৩৫, গত ০৬-০৯ - ২০২৪ তারিখে ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বোলপুর, বীরভূম কোর্টের এফিডেভিট বলে মনীষ কুমার খাণ্ডেলওয়াল এবং মনীষ খাণ্ডেলওয়াল এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম।

নাম পরিবর্তন
আমি Bijay Kumar Biswas (পুরাতন নাম) পিতা Nitai Biswas ঠিকানা Duttapulia Paschimpara, Dhantala, Nadia, W.B- 741504, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 19-09-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Bijoy Kumar Biswas (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Bijoy Kumar Biswas (নতুন নাম) ও Bijay Kumar Biswas (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Nemai Chandra Biswas (পুরাতন নাম) পিতা Bijoy Biswas ঠিকানা Bhayna, Hanskhali, Dist- Nadia, W.B- 741502, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 19-09-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Nimai Biswas (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Nimai Biswas (নতুন নাম) ও Nemai Chandra Biswas (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I Aliya Fatma daughter of Mohammed Atiullah, residing at 6D, Tower IB, Active Greens 10 Paymental Garden Lane, Tangra Kolkata-700015, do herby solemnly affirm and declared that my actual name is Aliya Fatma and it is recorded in my Aadhaar Card being no. 5501 0546 0980 as well as in my PAN Card being no. AKPPF4301E.Due to inadvertent mistake my name has been wrongly recorded in my birth cer-tificate issued from the Kolkata Municipal Corporation, as Kishwer Laqua in place of my actual fair name Aliya Fatma. By an affidavit before the Ld.Judicial Magistrate 1st Class at Sealdah on 07/08/2024 that Aliya fatma and Kishwer Laqua is the same and one identical person.

Name Change
I, Ikbal Kashim S/o. Late Md Fariduddin R/o. Vill.- Narayanpur, P.O.- Lakshipul, P.S.- Habra, Dist.- 24 Pgs. (N), Pin-743234 that my deceased father who previously known as Late Foriduddin shall henceforth be known as Late Md Fariduddin. I declare that my deceased father Late Md Fariduddin and Late Foriduddin is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-09-2024.

Name Change
I, Tanushree Saha W/o. Avijit Saha R/o. 25, Incinerator Road, P.O. + P.S. – Dum Dum, Dist.- 24 Pgs. (N), Pin-700028 shall henceforth be known as Tanushree Saha Ghosh. I declare that Tanushree Saha Ghosh and Tanushree Saha is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-09-2024.

Name Change
I, Salim Khan alias Mohammed Salim Khan S/o. Mohammed Ayub Residing at 20,Haji Mohammed Mohsin Square, P.S.- Taltala, Kolkata -700016 shall henceforth be known as Md Salim. I declare that Salim Khan, Mohammed Salim Khan and Md Salim is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 18-09-2024.

Name Change
I MAJIT ALI GAZI, S/O-CHHURAT GAZI,RESIDING AT VILL+P.O-MURARISHA,P.S-HASNABAD, DIST- NORTH 24 PARGANAS,PIN- 743456.WEST BENGAL, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL MAJID GAZI AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC BASIRHAT COURT ,VIDE AFFIDAVIT NO. 37271/24 ,DATED . 31 JUL 2024. MAJIT ALI GAZI AND ABDUL MAJID GAZI BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SURAT GAZI,S/O-IMAM GAZI,RESIDING AT VILL-SULTANPUR,P.O-BHEBIA, P.S-MINAKHAN,DIST- NORTH 24 PARGANAS,PIN- 743456.WEST BENGAL, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHHURAT GAZI AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC BASIRHAT COURT ,VIDE AFFIDAVIT NO. 37270/24 ,DATED . 31 JUL 2024. SURAT GAZI AND CHHURAT GAZI BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Basudeb Mondal (old name) S/OLate Bhuban Chandra Mondal, residing at Dhalua,Nabapally, Purbapara, P.S.-Sonarpur, Dist.- South 24 PGS, Pin- 700152,West Bengal, INDIA, have changedmy name and shall henceforth beknown as Bashudeb Mondal (new name) asdeclared before the Notary public at-Baruipur court dated 18/09/2024. Bashudeb Mondal(new name) and Basudeb Mondal(old name) both are same and identical person·

Name Change
I, SUVENDU SAHOO S/O Panchanan Sahoo resident of Vill. & P.O. Dwariknagar, P.S.-Namkhana, Dist.- South 24 Parganas WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name SUVENDU SAHOO instead of SUBHENDU KUMAR SAHOO, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kakdwip, South 24 Pgs. SUVENDU SAHOO and SUBHENDU KUMAR SAHOO both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি, Krishna Saha (পুরাতন নাম) পিতা Makhanlal Saha, ঠিকানা-131, Sripally, D.P. Nagar, Belgharia, Barrackpore, P.S.- Belghoria, Pin- 700056, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 19.09.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Srikrishna Saha (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Srikrishna Saha (নতুন নাম) এবং Krishna Saha (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
14/8/24 এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমি MD AMANULLAH MUNSHI AMAMULLA MUNSHI এবং আমার পিতা SOLIMUDDIN MUNSHI ও CHHALIMUDDIN MUNSHI উভয়েই একই ব্যক্তি হইল। আমার পিতা বর্তমানে মৃত।

নাম পরিবর্তন
আমি ছিয়াফুদ্দীন সেখ পিতা-রজব আলী সেখ, সাং- ধ্বজপুষ্করিনী, থানা কালিগঞ্জ নদীয়া ইং 17-9-24 নোটারী পাবলিক কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে CHHIYAFUDDIN SK ও CHIAFUDDIN SK উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম পরিবর্তন
আমি, তাপস কুমার সরকার, বাসস্থান- 6, বৈশালী সোসাইটি, আঙ্কলেশ্বর রেল স্টেশন, ভরুচ, গুজরাট- 39300, ভুলবশত আমার ছেলের ভোটার আইডি (নং UHG2573038), জন্ম শংসাপত্র এবং অন্যান্য নথিতে আমার নাম তাপস সরকার হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে। আমার আধার কার্ড (নং 707353186419) এবং প্যান (নং BYNP59545N) এ আমার নাম তাপস কুমার সরকার। 30 আগস্ট, 2024 - এ সুরাটের জেলা জজ আদালতে হলফনামা করে (এস এল নং 2096) আমি ঘোষণা করছি যে, তাপস সরকার এবং তাপস কুমার সরকার একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Bidhan Ch Biswas (পুরাতন নাম) পিতা Shyampada Biswas ঠিকানা Pakuiura, Umarpur, Kumari Ramnagar, Dist- Nadia, W.B- 741502, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 19-09-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Bidhan Biswas (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Bidhan Biswas (নতুন নাম) ও Bidhan Ch Biswas (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, MEHEBUB LASKAR (Old Name) S/O DELOWAR HOSSEN LASKAR, Residing at Vill & P.O.-Raghudevpur, P.S.-Uluberia, Howrah, Pin-711322, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MEHEBUB ALI LASKAR (New Name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate Howrah vide affidavit Dated 02-09-2024 MEHEBUB LASKAR (Old Name) and MEHEBUB ALI LASKAR (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Pramod Damani (Old Name) S/o. Manik Lal Damani Residing at - Ideal Appertment B-A F-4C, 152 Raja Rajendra Lal Mitra Road, Beleghata, VTC - Pramod Kumar Damani Beleghata H.O , District - Kolkata Pin - 700010 W.B shall henceforth be known as Pramod Kumar Damani (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no. 004/2024 Dated 19-09-2024. Pramod Damani (Old Name) Pramod Kumar Damani (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Debashish Dutta S/O Late Anil Baran Dutta resident of Vill. & P.O. Panchmura, P.S.-Taldangra, Dist.- Bankura, Pin-722156 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name Debashish Dutta instead of Debasis Dutta, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Bankura on 13/08/2024. Debashish Dutta and Debasis Dutta both are same and identical person.

Name Change
I, Juhe Chowdhury (old name) W/O Santu Dey, residing at Mirdapur, Chandpur, Pukhuria , Pin- 732204, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Juhi Chowdhury (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 19/09/2024. Juhi Chowdhury (new name) and Juhe Chowdhury (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Adam Mondal (old name) S/O Sahar Ali Mondal, residing at Vill.- Bhabanipur, P.O.- Bhabanipur, P.S.- Haroa, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743445, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Adam Ali Mondal (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 19/09/2024. Adam Ali Mondal (new name) and Adam Mondal (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Panchu Gopal Das & Panchugopal Das (old name) S/O Narayan Chandra Das, residing at Vill.- Milanpally, P.O.- Ganganagar, P.S.- Madhyamgram, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 700132, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Pachu Gopal Das (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 19/09/2024. Pachu Gopal Das (new name) and Panchu Gopal Das & Panchugopal Das (old name) all are same and identical person.

Name Change
I SWAPAN KAR,S/O NIBARAN CHANDRA KAR,R/O 24 E, DR PANCHANAN MITRA LANE, BELIAGHATA PO-K.G BOSE SARANI, KOLKATA-700085, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWAPAN KUMAR KAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 19/09/2024,THAT SWAPAN KAR AND SWAPAN KUMAR KAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I TAPASI RANI KAR ,W/O SWAPAN KUMAR KAR,R/O 24E,DR PANCHANAN MITRA LANE, BELIAGHATA PO-K.G BOSE SARANI,KOLKATA-700085,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAPASI KAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 19/09/2024,THAT TAPASI RANI KAR AND TAPASI KAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ARWIND KESHRI,S/O BIJAY KUMAR KESHARI,R/O 6/1 PAN BAGAN LANE ENTALLY, KOLKATA-700014, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARVIND KESHRI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/09/2024, THAT ARWIND KESHRI AND ARVIND KESHRI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SHAHJAHAN MONDAL,S/O ABDAR RAHAMAN MONDAL, R/O SATBERIA,GOPAL NAGAR, PS-GOPAL NAGAR, NORTH 24 PARGANAS, 743262, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAHAJAHAN MONDAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/09/2024,THAT SHAHJAHAN MONDAL AND SAHAJAHAN MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MINATI RANI SAHA ,W/O MONOTOSH SAHA,R/O BADURIA,WARD NO-5, PS-BADURIA, NORTH 24 PARGANAS-743401, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MINATI SAHA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/09/2024, THAT MINATI RANI SAHA AND MINATI SAHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I,AJIT PRAMANIK,SON OF NIRANJAN PRAMANIK, RESIDING AT VILL - BAKSICHAK,PO-KALIKAKUNDU,PS-MAHISHADAL,EAST MEDINIPUR - 721654,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AJIT KUMAR PRAMANIK,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/09/2024.THAT AJIT PRAMANIK AND AJIT KUMAR PRAMANIK BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

কাজ না করেই টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ, ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ এলাকাবাসীর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ পঞ্চায়েতের পাশা বদল হতেই ফের শুরু দুর্নীতি। জোটের হাত থেকে তৃণমূলের হাতে পঞ্চায়েতে যেতেই সামনে এলো বড় দুর্নীতির অভিযোগ। কাজ না করেই তুলে নেওয়া হয়েছে টাকা। এমন অভিযোগ নিয়েই ব্লক প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে এলাকাবাসী। কাঠগড়ায় পঞ্চায়েত প্রধান। এলাকাবাসীর এই অভিযোগ সামনে আসতেই সরব বিরোধীরা। কংগ্রেস সিপিএমের দাবি যখন জোটের হাতে পঞ্চায়েত ছিল কোন দুর্নীতি হয়নি। যারা জোট থেকে তৃণমূলে গেছে তারা দুর্নীতি করার জন্য গেছে এটা প্রমাণিত। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে প্রধান। প্রশাসন তদন্ত করে দুর্নীতি দেখলে দল পাশে থাকবে না সাফাই তৃণমূলের। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। উত্তর রামপুর গ্রামে হরিজন পাড়ায় রাঁধা গোবিন্দ মন্দির চত্বরে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের তহবিল থেকে ৭৫ হাজার টাকা ব্যয়ে টিউবওয়েল বসানোর কথা ছিল পঞ্চায়েতের। অভিযোগ পঞ্চায়েত প্রধান টিউবওয়েল না বসিয়ে প্রকল্পের ৫০ হাজার টাকা তুলে নিয়েছেন। এই কথা জানতে পেরে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বিডিও সৌমেন মন্ডলের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন স্থানীয়রা। অভিযোগকারী বলেন, আমরা হরিজন পাড়ায় ৪০ টি পরিবার বসবাস করি। পাড়ায় কোনো সাব মার্সিবল পাম্প নেই। মন্দির চত্বরে একটি টিউবওয়েল বসানোর দাবি করেছিলাম প্রধানের কাছে। প্রধান এসে পরিদর্শন করে যান। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের তহবিল থেকে টিউবওয়েল শীঘ্রই বসানো হবে বলে আশ্বাস দেন। পরে আমরা জানতে পারি প্রকল্পের কাজ না করে গত ৪ সেপ্টেম্বর ৫০,১২৪ টাকা তুলে নিয়েছে। প্রধানকে বললে কোনো কর্ণপাত করছে না। তাই আমরা বিডিওর কাছে অভিযোগ দায়ের করেছি। গোটা ঘটনার সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। যদিও প্রধানের স্বামী মহম্মদ আজহারউদ্দিনের দাবি, পাড়ার লোকেরা মন্দিরের পাশে রাস্তা করতে দেইনি। মন্দির চত্বরে একটি নলকূপ রয়েছে। তবে সেটি অকেজো হয়ে আছে। মন্দির চত্বরে টিউবওয়েল বসানো নিয়ে তাদের মধ্যে আপত্তি ছিল। তাই প্রকল্পটি ৩০০ মিটার দূরে মুচি পাড়ায় বসানো হয়েছে। রীতিমত জিও ট্যাগিং করে তবে বিল পাস হয়েছে। এখানে বিরোধীরা রাজনৈতিক চক্রান্ত করে প্রধানের নাম বদনাম করার চেষ্টা করছে। জেলা তৃণমূল মুখপাত্র আশীষ কুন্ডু বলেন, আমরাও শুনতে পেয়েছি ৩০০ মিটার দূরে টিউবয়েল বসানো হয়েছে। প্রশাসন তদন্ত করে দেখবে। দুর্নীতি হলে দল পাশে থাকবে না। তবে বিরোধীদের অপপ্রয়াস আসলে আমরা প্রতিবাদ করব। সিপিএম নেতা সুব্রত দাস বলেন, পঞ্চায়েত ভোটে এই পঞ্চায়েতে মানুষ জোটের পক্ষে রায় দিয়েছিল। কংগ্রেস সিপিএম বিজেপি জোট পঞ্চায়েত দখল করেছিল। কিন্তু তৃণমূল থেকে এসে যারা টিকিট নিয়েছিল তারা দুর্নীতি করতে না পারার জন্য আবার তৃণমূলে ফিরে গেছে। তাই পঞ্চায়েত তৃণমূলের হাতে। দুর্নীতি হবে এটাই স্বাভাবিক।

অ্যাপের মাধ্যমে পুলিস কর্মীদের উপর 'নজরদারি' চালাবেন পুলিস কর্তারা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ পুলিস অ্যাপের মাধ্যমে এবার পুলিস কর্মীদের উপর 'নজরদারি' চালাবেন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিসের কর্তারা। বাজার, শপিং মল, বাসস্ট্যান্ড, হাসপাতাল পার্ক সহ জলপাইগুড়ি শহরের ১৮৫ টি জায়গায় যেখানে পুলিশ কর্মীরা ডিউটি করছেন, সেখানে তারা সঠিকভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছেন কিনা তা অ্যাপের মাধ্যমে খতিয়ে দেখা হবে। এই প্রক্রিয়া চালানোর জন্য জলপাইগুড়ি শহরের সর্বত্র অ্যাপের কিউআর কোড লাগানো হচ্ছে। ওইসব এলাকায় পুলিসের মোবাইল ভ্যান পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের মোবাইল থেকে ওই কিউআর কোড স্ক্যান করবেন পুলিস কর্মীরা। সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট থানায় ও পুলিস কর্তাদের কাছে পৌঁছে যাবে একটি মোবাইল বার্তা। নির্দিষ্ট ওই পুলিস ভ্যানটি কোথায় রয়েছে সেই বার্তার মাধ্যমে খুব সহজেই তা জানতে বা বুঝতে পারবেন জেলা পুলিশ কর্তারা। জলপাইগুড়ি জেলা অতিরিক্ত পুলিস সুপার শৌভনিক মুখোপাধ্যায় বলেন, জলপাইগুড়ি শহরের ১৮৫ টি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় মোবাইল অ্যাপের কিউআর কোড লাগানো হয়েছে।

জলসা বন্ধ করতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ, গ্রেপ্তার ৫

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ এনভিএফ (ন্যাশনাল ভলেন্টিয়ার ফোর্স) হেডকোয়ার্টারে বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষ্যে জলসা বন্ধ করতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার ৫ রাজ্য এনভিএফ কর্মী-সহ স্থানীয় ৯ জন। আক্রান্ত পুলিশ এসআই ভর্তি দুর্গাপুরের বেসরকারি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাত বারোটা নাগাদ দুর্গাপুরের কোকওভেন থানার ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিমবঙ্গ ন্যাশনাল ভলেন্টিয়ার ফোর্সের দুর্গাপুর (এনভিএফ) হেডকোয়ার্টারের ভিতর বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষ্যে লাউড স্পিকার বাজিয়ে জলসা চলছিল। স্থানীয়দের কাছ থেকে সেই অভিযোগ পেয়ে কোকওভেন থানার সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এনভিএফ হেডকোয়ার্টারে পৌঁছায়। অভিযোগ, লাউড স্পিকার বন্ধ করার কথা বলতেই পুলিশের এসআই সঞ্জয় ঘোষের উপর হামলা চালায় মদ্যপ এনভিএফ কর্মীরা। তার পরেই কোকওভেন থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে ৫ জন এনভিএফের কর্মী-সহ ৯ জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতরা হল, শীতল দাস, যোগেশ্বর গড়াই, নোরমান মিঁয়া, মনসারাম সোরেন, বিবেক রায়, সুদীপ্ত রায়, চন্দন লোহার ও দেবদাস কুণ্ডু। বৃহস্পতিবার ধৃতদের পুলিশি হেফাজত চেয়ে তোলা হয় দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে। সেখানে ধৃতদের ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই ঘটনা নিয়ে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের এসিপি (দুর্গাপুর) সুবীর রায় বলেন, বুধবার রাতে প্রচন্ড জোরে লাউড স্পিকার বাজানো হচ্ছিল এনভিএফ হেডকোয়ার্টারের বাউন্ডারিতে। সেই অভিযোগ পেয়ে পুলিশ পৌঁছতেই মদ্যপ অবস্থায় তাঁদের ওপর হামলা চালায় এনভিএফএর কর্মীরা। গুরুতর আহত অবস্থায় এসআই সঞ্জয় ঘোষকে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমাদের তদন্ত চলছে। এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যদিও এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি এনভিএফের আধিকারিকরা।

মূকাভিনয় শিল্পী ও নাট্য নির্দেশক সুজিত কুমার দাস জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনে যোগ দেন

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম মূকাভিনয় শিল্পী ও নাট্য নির্দেশক সুজিত কুমার দাস জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি অসাধারণ মূকাভিনয় পারফরম্যান্সের মাধ্যমে ডাক্তারদের আন্দোলনে উৎসাহ জুগিয়েছেন। পৃথিবীর সর্বপ্রথম কোভিড সেবাযোদ্ধা পথমূকাভিনয় শিল্পী হিসাবে নজির সৃষ্টিকারী সুজিত কুমার দাস মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের সন্তান। কলকাতায় স্বাস্থ্য দফতরের সামনে আন্দোলনরত ডাক্তারদের মাঝে তিনি মূকাভিনয়ের মেকআপ ও পোশাক পরিধান করে বিভিন্ন অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। তার কোমরে বাঁধা স্যাসটিকে তিনি বিভিন্ন সময়ে কোমর থেকে খুলে প্রপস হিসাবে ব্যবহার করেছেন। সেই স্যাস কখনো হয়ে উঠেছে তিলোত্তমা অত্যাচার শবদেহ, নারীর লজ্জা আভরণ, কখনো ফাঁসির দড়ি, কখনো প্রতিকী ভাবে ঐক্যবদ্ধের দড়ি, কখনো আন্দোলনের পতাকা ইত্যাদি। তিলোত্তমার নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও তার সুবিচারের জোরালো দাবী এবং সত্যের জয়ের বিষয়টি তিনি অসাধারণ মূর্ছনায় প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, ডাক্তারদের বিভিন্ন স্লোগানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিনি এক অনন্য আঙ্গিকে তা পরিস্ফুট করেছেন। আন্দোলনে সামিল সকল ডাক্তার ও অগণিত উৎসাহী মানুষ তার এই দৃষ্টান্তমূলক অংশগ্রহণের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। একজন মূকাভিনয় শিল্পী হিসাবে তার আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার বিভিন্ন অভিব্যক্তি ডাক্তারগণ ও উৎসাহী মানুষ তাদের বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন। ২০১১ সালে রাজ্যপাল কর্তৃক স্বর্ণপদক ও ২০১৪ সালে কলকাতা রোটারি ক্লাব থেকে পুরস্কার প্রাপ্ত সমাজসেবী সুজিত কুমার দাস জানিয়েছেন যে, শিল্পী হিসাবে সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে তিনিএই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছেন।

খাল থেকে থেকে উদ্ধার নিখোঁজ ব্যক্তির পচাগলা দেহ, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ বাঁকুড়ার তালডাংড়ার আধকড়া গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় খাল থেকে থেকে উদ্ধার নিখোঁজ ব্যক্তির পচাগলা দেহ। তিন দিন ধরে খোঁজ মিলছিল না। জানা গেছে, মৃতের নাম নিতাই দুলে। বাড়ি তালডাংরা থানার আধকড়া গ্রামে। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত তিনদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন আধকড়া গ্রামের বাসিন্দা নিতাই দুলে। বিভিন্ন আত্মীয় বাড়িতে খোঁজ নিয়েও তাঁর কোনও খোঁজ মেলেনি। বৃহস্পতিবার সকালে গ্রাম লাগোয়া স্থানীয় খালে ওই ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তড়িঘড়ি পুলিশে খবর দেওয়া হলে তালডাংড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ করে ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে পাঠায়।

মেদিনীপুরে জলবন্দি ৬৪ গর্ভবতীকে উদ্ধার করল স্বাস্থ্যদপ্তর

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ জলমগ্ন মেদিনীপুরের বিভিন্ন এলাকা। জলবন্দি ৬৪ জন গর্ভবতী মহিলাকে উদ্ধার করল জেলা প্রশাসন। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতাল তথা মাদার্স হাটে স্থানাতর করা হয়েছে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সৌম্য শঙ্কর সারেঙ্গী বলেছেন, এক সপ্তাহের মধ্যে যাঁদের প্রসবের সম্ভাবনা আছে, সেইসব গর্ভবতী মহিলাদের উদ্ধার করার কাজ চলছে। এ পর্যন্ত ৬৪ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। বাকিদেরও উদ্ধারকার্য চলছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। বুধবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জেলার সবকটি ব্লকের বিএমওএইচদের নিয়ে বৈঠক করেন খোদ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। এই মুহূর্তে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সন্তানসম্ভবা মহিলাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনার কাজ চলছে। এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নিচ্ছেন আশাকর্মীরা। এই কর্মীরা সারাবছর বাড়ি ঘুরে ঘুরে কাজ করেন। তাই এলাকায় কোন মহিলা গর্ভবতী তাঁরা ভালো জানবেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাছে প্রশাসন। সঙ্গে সাপে কাটা রোগের ওষুধ থেকে শুরু করে অন্যান্য ওষুধপত্র মজুত রাখারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, এপর্যন্ত সারা জেলাজুড়ে যে ৬৪ জনকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে সবথেকে বেশি সংখ্যা আছে ঘাটালেই। কেবলমাত্র ঘাটাল ব্লকেই ১০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। এর পাশাপাশি দাসপুর এক নম্বর ব্লকে ৮ জন, দাসপুর দুই নম্বর ব্লকে ৬ জন, চন্দ্রকোনা এক নম্বর ব্লকে ৮ জন, খড়গপুর এক নম্বর ব্লকে ৫ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি ব্লকগুলিতে এই সংখ্যা অনেকটাই কম। তবে জেলা স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানা গেছে যে, ক্রমশ এই সংখ্যাটা বাড়ছে। তাঁরা কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। এসবের পাশাপাশি চিন্তা বাড়িয়েছে সাপে কাটা রোগীর সংখ্যাও। স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে খবর এপর্যন্ত দুর্গত এলাকায় ১৪ জন সাপের কামড়ে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসা চলছে।

হাসপাতালের নিরাপত্তা বাড়াতে বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ হাসপাতালের নিরাপত্তা বাড়াতে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এর সঙ্গে বৈঠক করল পুলিশ। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি হেড কোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ, বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা, হাসপাতালের ডেপুটি সুপার অরিন্দম রায়, বালুরঘাট নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের প্রিন্সিপাল অনিন্দিতা দাস সহ অন্যান্যরা। মূলত হাসপাতালের নিরাপত্তার বিষয় গুলি নিয়ে বৈঠক হয়। হাসপাতালে সিসিটিভি বাড়ানো সহ একাধিক বিষয় বৈঠকে উঠে আসে। এখন থেকে প্রতি মাসে এই বৈঠক হবে বলে জানানো হয়েছে। এদিকে এই নিয়ে পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ডিএসপি হেড কোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ।

হু হু করে বৃদ্ধি পেয়েছে ভাগীরথীর জলস্তর! বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ফেরি চলাচল, চিন্তিত প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ হু হু করে বেড়েই চলেছে ভাগীরথী নদীর জল, এবার গোটা একটি গ্রাম প্রায় জলমগ্ন পরিস্থিতি। আতঙ্কে রয়েছে বসবাসকারীরা। চলছে অন্যত্র যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি। জলের তলায় চলে গেছে বিঘা বিঘা চাষের জমি। কি করবেন কোথায় যাবেন বুঝে উঠতে পারছেন না তারা। গত কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে বিভিন্ন ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া হয়েছে, আর তার জেরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি নদীয়ার বেশ কিছু বিস্তীর্ণ এলাকা প্রায় জলমগ্ন হতে চলেছে। গতকাল রাত্রি থেকে হু হু করে বেড়েছে নদীয়ার শান্তিপুরের ভাগীরথী নদীর জল, নদীর তীরবর্তী চর জি জি রা সহ আশেপাশের বেশ কয়েকটি গ্রামে জল ঢুকে যায়। অনেক কেই ইতিমধ্যে ভিটেমাটি ছাড়তে হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, যেভাবে নদীর জল বাড়ছে তাতে করে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। গবাদি পশু থেকে শুরু করে বাড়ির পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এবার সরকারি জায়গায় আশ্রয় নিতে হবে। তারা এও জানাচ্ছেন, জল বেড়ে যাওয়ার যা গতিবেদ তাতে করে বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যদিও ২০০০ সালের বন্যা তাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে সেই আতঙ্কের অভিজ্ঞতার কথা। এর মাঝখানে বছরগুলিতে বন্যার কবলে পরেননি তারা, কিন্তু নতুন করে যদি আবার বন্যার পরিস্থিতি হয় তাহলে শুধু একটি দুটি গ্রাম নয় ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী বেশ কয়েকটি গ্রাম জলমগ্ন হয়ে যেতে পারে। যদিও প্রশাসনও তৎপর রয়েছে, অতিরিক্ত জল বেড়ে যাওয়ায় ভাগীরথীর তীরে বেশ কয়েকটি ফেরিঘাট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে। রয়েছে পুলিশের কড়া নজরদারি। যদিও আগামীকাল কি পরিস্থিতি হতে পারে সেই দিকে তাকিয়ে প্রশাসন।

সেরা পর্যটন গ্রাম মুর্শিদাবাদের বরানগর

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ দেশের সেরা পর্যটন গ্রাম এর স্বীকৃতি পেল মুর্শিদাবাদের লালবাগ মহকুমার জিয়াগঞ্জ ব্লকের বরানগর গ্রাম। ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রকের তরফে রাজ্য সরকারকে একথা জানানো হয়েছে। এই খবর সামাজিক মাধ্যমে সবার সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তিনি বলেন পর্যটন মন্ত্রক বরানগর গ্রামটিকে কৃষি- পর্যটন বিভাগে 'সেরা পর্যটন গ্রাম' হিসেবে নির্বাচিত করেছে। ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবসে বরানগর গ্রামকে এই পুরস্কার দেবে কেন্দ্র। উল্লেখ্য এই গ্রামেই রানী ভবানীর প্যালেস ছাড়াও টেরাকোটার কাজের উপরে কিছু মন্দির রয়েছে।

এইউ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়-জয়পুর

AU SMALL FINANCE BANK

জায়গা স্থানান্তরের জন্য জনবিজ্ঞপ্তি

আমাদের ডালহৌসি শাখা, যা বর্তমানে প্রিমাইসেস নং. 56, হেমন্ত বসু সরণি, স্টিফেন হাউস, ডালহৌসি বিবিডি বাগ, কলকাতা-700001-এ অবস্থিত আছে, 25শে নভেম্বর, 2024 থেকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় স্থানান্তর হবে।

নতুন ঠিকানা

এইউ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড
গ্রাউন্ড ফ্লোর, 56এ-স্টিফেন হাউস,
হেমন্ত বসু সরণি কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-700001

স্থান: কলকাতা
তারিখ: 20শে সেপ্টেম্বর, 2024

শাখা ব্যবস্থাপক, শাখা ব্যাঙ্কিং
ডালহৌসি, কলকাতা

PWD (GOVT. OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Invites online e- tender for the work of "Supply, Installation, Testing & Commissioning of Air-Conditioning Machines along with allied electrical installation works at the new set up of Doctor's and Nurse's Rooms for implementation of " Rattirer Sathi" at Sadar Campus of Deben Mahato Government Medical College & Hospital, Purulia in the District of Purulia." **e-NIQ No. 13 of 2024-2025 Tender Id:- 2024_WBPWD_754152_1** Bid submission start date [online]:- **20-09-2024 from 10:00am** Bid submission closing date [online]:- **27-09-2024 from 2:00pm** Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from :- **http:// wbtenders.gov.in**

Sd/ A. Maji
Executive Engineer,
Purulia Electrical Division,
P.W.D.

Office of the Haturia-I Gram Panchayat
Natibpur, Agunshi, Bagnan, Howrah

NIT No: (1) HGP-I/15 th CFC/2024-25/NIeT-11, (2) HGP-I/15 th CFC/2024-25/NIeT-12, (3) HGP-I/15 th CFC/2024-25/NIeT-13, (4) HGP-I/15 th CFC/2024-25/NIeT-14, (5) HGP-I/15 th CFC/2024-25/NIeT-15, (6) HGP-I/15 th CFC/2024-25/NIeT-16, (7) HGP-I/15 th CFC/2024-25/NIeT-17 E-Tenders are invited in the website **http://wbtenders.gov.in** for above reference NIT no. Last date of submission of bid: **25/09/2024 up to 12.00 PM**. Bid Opening Date: **27/09/2024 at 12.00 P.M.**

Sd/-Pradhan
Haturia-I Gram Panchayat

Office of the Board of Councillors
KHIRPAI MUNICIPALITY
At Post- Khirpai, Dist- Paschim Medinipur, Pin- 721232

বিষয় - ম্যানুয়েল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত খসড়া তালিকা

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, বিগত ০২.০৯.২০২৪ থেকে ১০.০৯.২০২৪ পর্যন্ত ক্ষীরপাই পৌরসভার ওয়ার্ডে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার সহ ইনস্যানিটারি ল্যাট্রিন সমীক্ষার যে কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল, সেখানে কোনো এই ধরণের কাজ করা ব্যাক্তি বা শৌচাগারের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং এই বিষয়ে ০২.০৯.২০২৪ তারিখে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী উক্ত সময়কালে ক্ষীরপাই পৌরসভার অফিস কার্য্যালয়ে তিনটি স্বেচ্ছা ঘোষনা শিবির (**Self Declaration Camp**) আয়োজিত হলেও নির্দ্ধারিত সময় ও দিনে সেখানে কোনো ব্যাক্তি উপস্থিত হননি সংশ্লিষ্ট ফর্মটি পূরণ করার জন্য। এর পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষীরপাই পৌরসভা এলাকায় উক্ত সমীক্ষার মাধ্যমে কোনো ম্যানুয়েল স্ক্যাভেঞ্জার এবং ইনস্যানিটারি ল্যাট্রিন পাওয়া না যাওয়ায় খসড়া তালিকাটি শূন্য (**NIL**) বলে ঘোষনা করা হচ্ছে। এই সমীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে যদি কোনো আপত্তি থেকে থাকে, তাহলে সেটি আগামী ২৩.০৯.২০২৪ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে ক্ষীরপাই পৌরসভার অফিস কার্য্যালয়ে লিখিতভাবে জমা দিতে হবে। উক্ত সময়কালে কোনো আপত্তি না পাওয়া গেলে বর্তমান খসড়া তালিকাটি চূড়ান্ত বলে গণ্য করে পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।

তাং- ১৯.০৯.২০২৪

স্বাঃ- কার্যনির্বাহি আধিকারিক
ক্ষীরপাই পৌরসভা

Office of the Pradhan
Ghonga Gram Panchayat
PURULIA-II PANCHAYAT SAMITY
Vill-Chargali, PO-Sihali, PS-Purulia(MFS), Dist-Purulia(WB), Pin-723149
NOTICE INVITING E-TENDER No. GGP/PRLII/NIT(e)-04/2024-25

E-Tender is invited by the Pradhan, Ghonga Gram Panchayat from the experienced and resourceful bidders for execution of the total 6(six) nos. similar nature of works. Work completion period: 15 Days. Last date of submission of Bid (online) 26.09.2024 at 06:00 PM. Date of opening of Technical Proposal (online) 28.09.2024 at 06.00 PM. For details please visit office of the undersigned or visit website **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Pradhan
Ghonga Gram Panchayat

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender Notice are invited vide NIT No.: 6/MGP/SBM(G) & XVFC /2024 (4 nos of COMMUNITY SANITARY COMPLEX Dated 18.09.2024. Bid Submission Start Date (Online)- **19.09.2024 (09.00 hrs)**, Closing Date (Online): **25.09.2024 (13.00 hrs)**. Bid Opening Date (Online): **27.09.2024 (13.00 hrs).** Please look for details on www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.

Thanking You.

Sd/-
Pradhan
Mandaran Gram Panchayat

The Assistant Engineer PWD Hooghly Construction Sub Division No. II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide NIT No. 06/Sub/II of 2024-25 for 02 (Two) Nos. work from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of applicatation - **27.09.2024**. Last date of receiving tender paper- **30.09.2024**.

Sd/- A. De
Assistant Engineer (PWD)
Hooghly Construction Sub Division No.-II, Arambagh, Hooghly

NOTICE INVITING e-TENDER
NIeT No - 01/15 th CFC/ Kam.GP/2024-25, Dated – 17/09/2024

Date of Application for Tender Form up to **25/09/2024 up to 15.00 Hrs.** Tenders in prescribed format are invited by the Prodhan, Kamnagar Gram Panchayat, under Beldanga-II Development Block from eligible bonafied contractors under manual in sealed cover system respectively under Kamnagar Gram Panchayat, Beldanga-II Dev. Block. For details please visit website – **https://wbtenders.gov.in**

DHULASIMA GRAM PANCHYAT NOTICE INVITING E-TENDER

Office of the Dhulasimla Gram Panchayat **Nit no.- 43 to 45** Published date: **19/09/2024 at 5.00 PM.** Bid Submission End date- **26/09/2024 at 11.30 AM.** Opening Date: **30/09/2024 at 11.30 AM. https:// www.wbtenders.gov.in**

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE
SNIT No.- EE/MID/SNIT-25/2024-25

The **Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda** invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application **23/09/2024** & Time upto **12.00 PM.** Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site **http:// www.wbiwd.gov. in/**

Sd/-
Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green park, Malda

Office of the
SANKRAIL GRAM PANCHAYAT
VILL.+P.O.-SANKRAIL, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER No. WB/HZP/SANK/SGP/NIeT 3/24/5 th SFC

For and on behalf of the Sankrail Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for 4 (Four) Nos. Document download/sale start date from 18/09/2024 at 05.00 PM. Bid Submission starting from **18/09/2024 at 05.00 P.M.** Last date of submission of Bid on **25/09/2024 at 05.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical) **27/09/2024 at 05.30 P.M.** For Details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Sankrail Gram Panchayat

OFFICE OF THE BARGACHIA-II GRAM PANCHAYAT
UNDERE JAGATBALLAVPUR DEVELOPMENT BLOCK, HOWRAH
VILL.& PO.-BAGACHIA, P.S.-JAGATBALLAVPUR, DIST.-HOWRAH, PIN-711404
E-TENDER INVITING NOTICE

Electronic tenders are hereby invited by the Pradhan, Bargachia-II Gram Panchayat, Jagatballavpur, Howrah for the following works: 12 (twelve) nos of CENTRAL FINANCE COMMISSION & 12(Twelve) nos of STATE FINANCE COMMISSION scheme tender for the bonafied experienced contractors having 50% credentials. **NIT NO-BAR-II/531/5 TH SFC/2024, 20/09/2024 TO BAR-II/542/5 TH SFC/2024, 20/09/2024 & BAR-II/544/CFC/2024, DATE: 20/09/2024 TO BAR- II/555/CFC/2024, DATE-20/09/2024.** Last date of submission of tender: **27/09/2024 (10.00 AM).** For further details see **wbtenders.gov.in** & the notice board of Bargachia-II Gram Panchayat

Sd/- Pradhan
Bargachia-II Gram Panchayat

Press Notice

e-Tender is hereby invited by the Executive officer, Barabazar Panchayat Samity, Dist- Purulia vide **NIeT no. 08/BZR/PS of 2024-25/Sl no.01 to Sl no.02 dated. 19.09.2024** for 02 nos scheme bearing **Tender Id 2024_DM_753549_1 to 2** under 15th CFC_2024-25 fund. Online bid submission commences on and from **19.09.2024 at 13:00 Hours** (As per server clock) and will end on **26.09.2024 at 13:00 Hours** (As per server clock). Necessary details for online bidding will be available in the website **wbtenders.gov.in**

Sd/-Executive Officer
Barabazar Panchayat Samity

অক্টোবর/২০২৪ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

ডেপুটি সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ির এখতিয়ারের অধীনে **অক্টোবর/২০২৪** মাসের জন্য ইউনিট অনুযায়ী রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি এতদ্বারা নিম্নরূপ স্থির করা হয়েছে:

জিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্য ঃ

ক্রম. নং.	মাস	নির্দিষ্ট তারিখ
১	অক্টোবর/২০২৪	২২-১০-২০২৪ এবং ২৮-১০-২০২৪

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জন্য

ক্রম. নং.	মাস	নির্দিষ্ট তারিখ
১	অক্টোবর/২০২৪	২২-১০-২০২৪ এবং ২৮-১০-২০২৪

কাটিহার ডিভিশনের জন্য

ক্রম. নং.	মাস	নির্দিষ্ট তারিখ
১	অক্টোবর/২০২৪	২২-১০-২০২৪ এবং ২৮-১০-২০২৪

আগ্রহী দরদাতাদের ই-নিলামে নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (**www.ireps.gov.in**) -এর মাধ্যমে বিড করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি সিএমএম, নিউ জলপাইগুড়ি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br-XI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/OFFICE/003/2024-2025/R
Name of work : **Addition and alteration of partition wall for A.C. installation of Borough Office at Baghajatin under Br.-XI;** Estimated Amount : **₹ 2,97,861.50 (Incl. GST & CESS);** Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of completion : **30 days**; Last date and time of submission of bid : **30.09.2024 - 12 Noon**; The tender will be opened on : **03.10.2024**; The bid forms and other details are available on and from **20.09.2024 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (C) / Br.-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/IX/074/024/2024-2025
Name of work : **Maintenance of Iswar Sankalpa at 19B, Chetla Hat Road in Ward No. 74;** Estimate Amount : **₹ 4,76,720.00 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 9,600.00**; Period of completion : **60 days**; Last date and time of submission of bid : **01.10.2024 - 12 Noon**; Tender will be opened on : **03.10.2024 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **20.09.2024 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
(1) NIT No. : KMC/EE-III/30/11/24-25 (1st Call)
Name of work : **Repairing & Maintenance of pit cover and gully pit cover at different places in Ward No. 30;** Estimated Cost : **₹ 1,99,931.00 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 4,000.00**; Period of completion : **45 days.**
(2) NIT No. : KMC/EE-III/032/5/24-25 (1st Call)
Name of work : **Repair of IPS passage at 28/1, Muraripukur Road and surrounding area in Ward No. 32;** Estimated Cost : **₹ 2,99,392.00 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of completion : **30 days**; Last date and time of submission of bid : **01.10.2024 upto 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2)**; Date and time of opening of bid : **03.10.2024 after 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **21.09.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-X, KMC** invites online percentage rate e-tender in two bid system for the following work :
NIT No. : X/100/020/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Improvement of passages with CC near Premises No. 37/48, 37/17 Arabinda Nagar Colony, C/30 L.N. Colony, E1/A Ramgarh Colony etc. in Ward No. 100, Br.-X;** Estimated Cost : **₹ 3,41,188.07 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : **₹ 6,900.00**; Period of completion : **75 days**; Last date and time of submission of bid : **03.10.2024 - 12 Noon**; Date and time of opening of bid : **05.10.2024 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **24.09.2024 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Water Supply / GRWW), KMC** invites e-tender for the following works :
(1) NIT No. : KMC/EE/WS/GRWW/24-25/PH-II/23
Name of work : **Improvement of pneumatic system of outlet valve and back wash valve of filter bed No. 4 with allied works at WTP-III, GRWW;** Estimated Amount : **₹ 2,43,890.00**; Earnest Money : **₹ 4,900.00**; Period of completion : **15 days.**
(2) NIT No. : KMC/EE/WS/GRWW/24-25/PH-II/25
Name of work : **Supply, Erection, Testing and Commissioning of steel tubular poles with LED fittings and with ancillary works for sufficient illumination at East, West and Northern sides of Boundary Wall of WTP-III, GRWW;** Estimated Amount : **₹ 2,80,360.00**; Earnest Money : **₹ 5,650.00**; Period of completion : **12 days.**
(3) NIT No. : KMC/EE/WS/GRWW/24-25/PH-II/32
Name of work : **Supply, Delivery, Fitting-Fixing of new spare parts in place of damaged and worn out parts of 750mm dia actuator operated Non-rising type delivery sluice valve of pump unit No. 5 with allied works at CWPS-II, GRWW;** Estimated Amount : **Quotation;** Earnest Money : **₹ 4,000.00**; Period of completion : **12 days.**
(4) NIT No. : KMC/EE/WS/GRWW/24-25/PH-II/34
Name of work : **Renovation with replacement of defective spare parts of 700mm dia actuator operated rising type delivery sluice valve of pump unit No. 2 with allied works at CWPS-III, GRWW;** Estimated Amount : **Quotation;** Earnest Money : **₹ 3,560.00**; Period of completion : **10 days.**
(5) NIT No. : KMC/EE/WS/GRWW/24-25/PH-II/22
Name of work : **Renovation with replacement of worn out Spare Parts, Testing and Commissioning of Chlorination system for Chlorinator (20KG/HR.) No. 3 at WTP-III, GRWW;** Estimated Amount : **Quotation;** Earnest Money : **₹ 4,000.00**; Period of completion : **15 days.**
(6) NIT No. : KMC/EE/WS/GRWW/24-25/PH-II/18
Name of work : **Supply, Delivery and pouring of different lubricants with other allied works for smooth operation of Pumps, Motors, Valves etc. at Phase-III, GRWW;** Estimated Amount : **₹ 1,81,469.00** Earnest Money : **₹ 3,630.00**; Period of completion : **7 days.**
(7) NIT No. : WS/GRWW/WTP-II/08/2024-25/04
Name of work : **Replacement of two numbers delivery valves and accessories against sludge pump No. 5 with other allied works at WTP-II, GRWW;** Estimated Amount : **₹ 2,18,381.00** Earnest Money : **₹ 4,368.00**; Period of completion : **07 days**; Last date and time of receipt / opening of tender (Online) : **28.09.2024 at 2 pm / 30.09.2024 at 2 pm (For Sl. No. 1 to 4), 01.10.2024 at 2 pm / 03.10.2024 at 2 pm (For Sl. No. 5 & 6), 01.10.2024 at 2 pm / 04.10.2024 at 2 pm (For Sl. No. 7)**; The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 7).**

620/24-25

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ড্র করেও খুশি মোহনবাগানের কোচ মোলিনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ গোটা ম্যাচে একাধিক সুযোগ। একের পর এক পাস। তা সত্ত্বেও এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ এফসি রভশানের বিরুদ্ধে গোলমুখ খুলতে ব্যর্থ মোহনবাগান। প্রথমার্ধে তারা খারাপ খেললেও দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়িয়ে বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করেছিল যা থেকে তিন পয়েন্ট আসতেই পারত। তা হয়নি। তবু দলের পারফরম্যান্সে খুশি কোচ হোসে মোলিনা। ম্যাচের পর মোলিনা বলেছেন, ''দলের পারফরম্যান্সে আমি খুশি। একটা কঠিন দলের বিরুদ্ধে ভাল ম্যাচ খেলেছি। রক্ষণ নিয়েও খুশি। দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের কাছে চার-পাঁচটা গোল করার সুযোগ এসেছিল। সেটা আমরা পারিনি। তবে দলের খেলায় খুশি।'' প্রথম একাদশে ভুল ফুটবলার বেছেছিলেন মানতে চাননি মোলিনা। বলেছেন, ''আমি সেরা দলই নামিয়েছিলাম তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সে ভাবেই বেঞ্চ তৈরি রেখেছিলাম। জানতাম দ্বিতীয়ার্ধে খেলোয়াড়েরা ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তখন রিজার্ভ বেঞ্চের ফুটবলারদের দরকার লাগত। ওদের খেলোয়াড়েরা প্রথমার্ধে ভাল খেললেও শেষের দিকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আমরা সুযোগ কাজে লাগাতে পারিনি। তবু বলব মনবীর, লিস্টন, দিমি প্রত্যেকে ভাল খেলেছে।'' ম্যাচের পরেই দর্শকাসন থেকে উঠেছে 'গো ব্যাক মোলিনা' স্লোগান। যদিও সেই প্রসঙ্গ উঠতেই হাসতে শুরু করলেন মোহনবাগান কোচ। বললেন, ''সমর্থকদের সমীহ করি। ওদের কথায় কিছু মনে করছি না। আমি এখানে খুশি। নিজের কাজ করতে এসেছি। বৃহস্পতিবার নতুন করে শুরু করব। যত দিন না মোহনবাগান কিছু জিতছে তত দিন পর্যন্ত আমার কাজ চলতেই থাকবে। শুধু সমর্থকই নয়, সংবাদমাধ্যম, ম্যানেজমেন্ট সবাইকে নিয়ে খুশি। কেউ কেউ আমাকে নিয়ে অখুশি হতেই পারেন। ওদের মন জয় করতে চাই।'' দলের স্ট্রাইকারদের মধ্যে গোল করার ধারাবাহিকতা যে এখনও আসেনি তা মেনে নিয়েছেন মোহনবাগানের কোচ। বলেছেন, ''জেসন, দিমির কাছ থেকে আমরা সব সময় গোল আশা করি। কিন্তু ওরা এখনও বেশি গোল করতে পারেনি। এই জায়গায় খামতি রয়েছে। ওদের আরও নিখুঁত হতে হবে। শারীরিক ভাবে শক্তিশালী হতে হবে।'' মোলিনার মতোই হতাশ দিমিত্রি পেত্রাতোসও। তাঁর একটি গোল অফসাইডের কারণে বাতিল হয়েছে। ম্যাচের পর পেত্রাতোস বলেন, ''আমি হতাশ। চেষ্টার কোনও অভাব আমাদের মধ্যে ছিল না। সুযোগ কাজে লাগাতে পারিনি। এই ম্যাচ থেকে শিক্ষা নিয়ে পরের ম্যাচের জন্য তৈরি হতে হবে। এই ম্যাচে কোথায় ভুল হয়েছে জানি না। আমাদের আবার ম্যাচটা দেখতে হবে এবং শিখতে হবে।'' রেফারি সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষুব্ধ হলেও মুখে কিছু বললেন না পেত্রাতোস। তাঁর কথায়, ''রেফারিকে নিয়ে কিছু বলতে চাই না। সবাই দেখেছে মাঠে কী হয়েছে। আমার পা থেকে রক্ত ঝরেছে। কিন্তু রেফারিকে নিয়ে আলাদা করে কিছু বলতে চাই না।'' মোহনবাগানের অধিনায়ক শুভাশিস বসু বলেছেন, ''অনেক সুযোগ তৈরি করে কাজে লাগাতে পারিনি। সব মিলিয়ে দল ভাল খেলেছে।''

টপ অর্ডার ব্যর্থ, ভারতকে চালকের আসনে রাখলেন 'চেন্নাই বয়েজ'

চেন্নাই, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ চিপক টেস্টের তৃতীয় ইনিংসে চেন্নাই বয়েজের বাজিমাত। প্রথম দুটো সেশনে যেখানে বাংলাদেশের বোলারদের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল ম্যাচ, সেখানে দিনের শেষ সেশনে মুড়ি-মুড়কির মতো রান তুললেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাডেজা। সপ্তম উইকেটে চিপকে অনবদ্য ব্যাটিং করলেন অশ্বিন-জাডেজা। আইপিএলে সিএসকের হয়ে খেলেন জাডেজা। আর অশ্বিন চেন্নাইয়ের ছেলে। সেই সুবাদে দু'জনের কাছেই চিপক খুব পরিচিত। লাল মাটির পিচ, বাউন্স, ঘাস - সব মিলিয়ে বাংলাদেশের পেসারদের কাছে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা চাপে পড়েছিলেন। কিন্তু শেষ ইনিংসে ভাগ্য সঙ্গ দিল টিম ইন্ডিয়ার। প্রথম দিন শেষে চালকের আসনে ভারত। হোম গ্রাউন্ডে ৫৮ বলে হাফসেঞ্চুরি করেন রবি অশ্বিন। তাঁর সঙ্গে সমানতালে ব্যাটিং চালিয়ে যাচ্ছিলেন রবীন্দ্র জাডেজা। ১১৪ বলে ১০০ রানের পার্টনারশিপ গড়েন অশ্বিন-জাডেজা। চিপকে প্রথম দুই সেশনে নাজমুল হোসেন শান্ত বোলিংয়ে আনেননি সাকিব আল হাসানকে। তাঁকে বোলিংয়ে এনে অবশ্য সেই অর্থে লাভ হয়নি বাংলাদেশের। ৮ ওভার বল করে ৫০ রান খরচ করেছেন সাকিব। পাননি কোনও উইকেট। তৃতীয় সেশনে অশ্বিন যে সময় সেঞ্চুরির পথে এগোচ্ছিলেন, তখন ৭৩ বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন জাড্ডু। দিন শেষে অশ্বিন ১১২ বলে ১০২ রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছেড়েছেন। আর জাডেজা রয়েছেন ১১৭ বলে ৮৬ রানে নট আউট। প্রথম দিন ৮০ ওভার খেলা হয়েছে। ভারত তুলেছে ৬ উইকেটে ৩৩৯ রান। অশ্বিন ও জাডেজাকে নিয়ে যত আলোচনা করা যায় প্রথম দিনের শেষে ঠিক ততটাই আলোচনা করা যায় রোহিত, শুভমন, বিরাটদের নিয়ে। ক্যাপ্টেন রোহিত ও বিরাট ৬ রান করেন। তিনে নেমে গিল শূন্যে আউট হন। লোকেশ রাহুলও দাগ কাটতে ব্যর্থ। তিনি ১৬ রান করেন। প্রথম দুই ইনিংসে ওপেনার যশস্বীর ৫৬ ও পন্থের ৩৯ রানই ভারতকে ভরসা দিয়েছিল। চিপকে প্রথম দিন বাংলাদেশের হাসান মাহমুদের বোলিং নিয়ে বিশেষ করে বলতেই হয়। রোহিত, গিল, বিরাট, পন্থ এই চার উইকেট তাঁর খাতায়। ১টি করে উইকেট নাহিদ রানা ও মেহেদি হাসান মিরাজের। এ বার দেখার দ্বিতীয় দিনের প্রথম সেশনে কতক্ষণ ব্যাটিং করতে পারেন অশ্বিন-জাড্ডুরা। আর ঠিক কতক্ষণে বাকি ৪ উইকেট তুলে নিতে পারেন বাংলাদেশের বোলাররা। টেস্টে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সপ্তম উইকেটে সবচেয়ে বেশি রানের জুটি গড়লেন অশ্বিন ও জাডেজা। এর আগে এই রেকর্ড ছিল সচিন তেন্ডুলকর ও জাহির খানের মধ্যে। ১৩৩ রান করেছিলেন তাঁরা। সেই রেকর্ড এই ম্যাচে ভেঙে দিলেন অশ্বিন ও জাডেজা। দিনের খেলা শেষ হওয়ার সময় তাঁদের জুটি ১৯৫ রানের। এখনও অপরাজিত রয়েছেন তাঁরা। দ্বিতীয় দিন এই জুটি আরও বড় করার চেষ্টা করবেন ভারতের দুই ব্যাটার। ঘরের মাঠে সপ্তম উইকেটে সবচেয়ে বেশি রানের জুটিতে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন অশ্বিন ও জাডেজা। শীর্ষে কপিল দেব ও সৈয়দ কিরমানি। ভারতের মাটিতে ১৪টি ম্যাচে ৬১৭ রান করেছেন তাঁরা। অশ্বিন ও জাডেজা ১৪টি ম্যাচে ৫৯৫ রান করেছেন। দ্বিতীয় দিন কপিল-কিরমানি জুটিকে ছাপিয়ে যেতে পারেন ভারতের দুই স্পিনার-অলরাউন্ডার। ৬ উইকেট পড়লেও শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিলেন অশ্বিন ও জাডেজা। পাল্টা বড় শট খেলতে থাকেন তাঁরা। তাঁদের আক্রমণে চাপে পড়ে যায় বাংলাদেশ। দিনের শেষ পর্যন্ত টিকে দুই ব্যাটার। অশ্বিন ১১২ বলে ১০২ রানে খেলছেন। টেস্টে ষষ্ঠ শতরান করেছেন তিনি। ১০টি চার ও দু'টি ছক্কা মেরেছেন অশ্বিন। অন্য দিকে জাডেজা ১১৭ বলে ৮৬ রানে খেলছেন। তিনিও ১০টি চার ও দু'টি ছক্কা মেরেছেন। দ্বিতীয় দিন তাঁর কাছেও সুযোগ রয়েছে শতরান করার।

নতুন কোচ বাছতে রোনাল্ডোর মতই নিল না আল নাসের

রিয়াধ, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ ফের নতুন কোচ নিয়োগ করা হল আল নাসেরে। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো আসার পর এই নিয়ে চতুর্থ কোচ পেল সৌদির ক্লাব। আগের কোচ লুইস কাস্ত্রোকে সরিয়ে দেওয়ার পর পরই নতুন কোচের কথা ঘোষণা করা হয়। এবার রোনাল্ডোদের হেড স্যর হচ্ছেন স্টিফানো পিওলি। আল নাসের শেষবার সৌদি প্রো লিগ জিতেছিল ২০১৮-১৯ সালে। তার পর থেকে আর সৌদি আরবের সেরার তকমা জেতা হয়নি। রোনাল্ডো দলে আসার পর তিনি চেষ্টা করে গেলেও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসেনি। ২০২৩ মরশুমে পর্তুগিজ কোচ লুইস কাস্ত্রোকে নিয়োগ করা হয়। গত মরশুমে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছিলেন রোনাল্ডোরা। নতুন মরশুমটাও ভালোভাবে শুরু হয়নি। এর মধ্যে কাস্ত্রোকেও বিদায় জানানো হয়। এই নিয়ে পর্তুগিজ কিংবদন্তির আগমনের পর তিনজন কোচকে বিদায় দেওয়া হয়। তার পরই নিয়োগ করা হয় স্টিফানো পিওলিকে। যিনি এর আগে ইটালির ঐতিহ্যবাহী ক্লাব এসি মিলানের দায়িত্বে ছিলেন। পাঁচ বছর তিনি এই ক্লাবের কোচ ছিলেন। এর মধ্যে ২০২২-এ মিলানকে ইটালির সেরাও করেন। বহুদিন পর স্কুডেটো বা সিরি এ চ্যাম্পিয়নের খেতাব ঢোকে মিলানের ঘরে। অবশ্য এসি মিলানের দায়িত্ব সামলানোর আগে পিওলি ইন্টার মিলান, লাজিও-র মতো ক্লাবের কোচ ছিলেন। আল নাসেরে নিয়মিত কোচ বদলানোর খতিয়ানে অনেকেই রোনাল্ডোর প্রভাবের কথা বলছেন। কিন্তু ক্লাবের তরফ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়, রোনাল্ডো ক্লাবকে নিয়ন্ত্রণ করে, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তবে বিশ্বের সেরা ফুটবলার হিসেবে ও আমাদের পথ দেখায়। ও আমাদের শেখায় কীভাবে জিততে হয়। সেই সঙ্গে ক্লাবের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, রোনাল্ডোকে সামনে রেখেই তারা এবার লিগজয়ের জন্য ঝাঁপাবে।

চ্যাম্পিয়নস লিগ

পিএসজির সৌভাগ্যের নাম আত্মঘাতী গোল

প্যারিস, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ প্রথমবার চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলতে এসে প্রথম ম্যাচেই পয়েন্ট তোলার হাতছানি ছিল জিরোনার। পিএসজিকে তাদেরই মাঠে প্রায় পুরোটা সময় ঠেকিয়েও রেখেছে স্প্যানিশ ক্লাবটি। কিন্তু শেষ বেলার আত্মঘাতী গোলে সব পরিশ্রমই বৃথা। ৯০ মিনিটে গোলকিপার পাওলো গাজ্জানিগার ভুলে গোল হজম করেছে জিরোনা। তাতে সৌভাগ্যের গোলে ১-০ ব্যবধানে জিতে চ্যাম্পিয়নস লিগ শুরু হলো পিএসজির। পার্ক দে প্রিন্সেসে ম্যাচে গোলের সম্ভাবনা বেশি জাগিয়েছে পিএসজিই। তবে জিরোনার জমাট রক্ষণে আটকে গেছে সব আক্রমণই। এর মধ্যে আশরাফ হাকিমিকি দুর্দান্ত এক সেভে গোলবঞ্চিত করেন জিরোনা গোলকিপার গাজ্জানিগা। আর উসমান দেম্বেলে বল মারেন বারে। পিএসজির জয়সূচক গোলটি আসে নুনো মেন্দেসের সুবাদে। পর্তুগিজ এই ফুল ব্যাক ৯০ মিনিটের সময় জিরোনা রক্ষণে ঢুকে বক্সের এক পাশে বাইলাইন থেকে বল গোলমুখে পাঠান। গাজ্জানিগা নিচু হয়ে বলে হাতও লাগান। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে বল তাঁর দুই পায়ের মাঝ দিয়ে জালে চলে যায়। পিএসজি পেয়ে যায় স্বস্তির জয়। পিএসজির জয়ের রাতে ৩ পয়েন্ট করে তুলেছে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, সেল্টিক এবং স্পার্তা প্রাগও। সর্বশেষ আসরের ফাইনাল খেলা ডর্টমুন্ড ৩-০ গোলে হারিয়েছে ক্লাব ব্রুগাকে। সেল্টিক নিজেদের মাঠে স্লোভান ব্রাতিস্লাভাকে হারায় ৫-১ গোলে। আর সালজবুর্গের বিপক্ষে স্পার্তা প্রাগের জয় ৩-০ ব্যবধানে। অন্যদের মধ্যে ম্যানচেস্টার সিটি-ইন্টার মিলান এবং বোলোনিয়া-শাখতার ম্যাচ দুটি গোলশূন্য ড্র হয়েছে।

মেজর লিগ সকার

দু'বার এগিয়ে গিয়েও ড্র করল মায়ামি

আটলান্টা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ মেজর লিগ সকারের ম্যাচে ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার সকালে আটলান্টা ইউনাইটেডের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করে মেসির মায়ামি। চোট কাটিয়ে আগের ম্যাচে ফিরেই দুই গোল করা মেসিকে এই ম্যাচে শুরুর একাদশে রাখেননি মায়ামি কোচ। এক সপ্তাহের মধ্যে তিনটি ম্যাচ খেলতে হবে দলকে, এজন্যই কোচের এই সতর্কতা। মেসির দুই বার্সেলোনা সতীর্থ লুইস সুয়ারেজ ও জর্দি আলবাকেও দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নামান কোচ। চোটের কারণে খেলতে পারেননি আরেক তারকা সের্হিও বুসকেতস। তাদেরকে ছাড়াই আটলান্টার মাঠে প্রথমার্ধে এগিয়ে ছিল মায়ামি। ২৯তম মিনিট গোলটি করেন হন্ডুরাসের মিডফিল্ডার দাভিদ রুইস। দ্বিতীয়ার্ধের একাদশ মিনিটে জর্জিয়ান উইঙ্গার সাবা লবজানিদজের গোলে সমতায় ফেরে আটলান্টা। তিন মিনিট পরই লিওনার্দো কাম্পানার গোল আবার এগিয়ে দেয় মায়ামিকে। এর পরপরই মাঠে নামে মেসি। প্রতিপক্ষ দলের হলেও তুমুল উল্লাসে তাকে স্বাগত জানান আটলান্টার মাঠের দর্শকেরা। গত বছর মেসিকে দেখতেই ৭১ হাজারের বেশি দর্শক ছিল গ্যালারিতে। কিন্তু সেদিন তাদের আশা পূরণ হয়নি বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন অধিনায়ক ম্যাচটিতে না খেলায়। এবার অন্তত পুরোপুরি হতাশা নিয়ে ফিরতে হয়নি এই দর্শকদের। মেসি মাঠে নামার একটু পরই তার একটি শট ঠেকিয়ে দেন আটলান্টা গোলকিপার। সুয়ারেজ নামার পরপর গোল প্রায় করেই ফেলেছিলেন। তবে এবারও কোনোরকেম বাঁচিয়ে দেন আটলান্টার কিপার। দ্বিতীয়ার্ধে আটলান্টাও আক্রমণ করে বেশ কটি। তিন দফায় মায়ামিকে রক্ষা করেন গোলকিপার ড্রেক ক্যালেন্ডার। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। ৮৪তম মিনিটে দলকে সমতায় ফেরান আলেক্সি মিরানচুক। ইতালিয়ান ক্লাব আতালান্দা থেকে এই মরসুমেই আটলান্টায় আসা রুশ ফরোয়ার্ডের মেজর লিগ সকারে প্রথম গোল এটি। ৯০ মিনিট শেষে যোগ করা সময়ের সাত মিনিটেও আর গোল হরতে পারেনি কোনো দল। টানা পাঁচ জয়ের পর পয়েন্ট হারায় মায়ামি। শনিবার আবার মেসিদের ম্যাচ নিউ ইয়র্ক সিটির বিপক্ষে। মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সে ২৯ ম্যাচে ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে মায়ামি, ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে সিনসিনাটি।

হুয়ান ফেরান্দো এবার গ্রিসের ক্লাবে

রোম, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ নতুন ক্লাবের দায়িত্ব নিলেন হুয়ান ফেরান্দো। গ্রিস সুপার লিগের ক্লাব প্যানসারাইকোস এফসি-এর দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের প্রাক্তন কোচ হুয়ান ফেরান্দো। ২০২১-২০২৪ পর্যন্ত সবুজ মেরুন দলের কোচ ছিলেন। ২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে মোহনবাগানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল। তারপর যোগ দিয়েছিলেন সাইপ্রাসের ফুটবল ক্লাবে এইকে লারনাকা ফুটবল ক্লাবে। সেখানেও বেশি দিন টেকেনি চাকরি। দলকে প্রত্যাশিত ফলাফল এনে দিতে পারেননি হুয়ান ফেরান্দো। ফলত আবারও বিদায়। কিছু দিন আগেই সাইপ্রাসের ক্লাবের সঙ্গে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক করেছিলেন ফেরান্দো। দিন কয়েক পরেই পেয়ে গেলেন নতুন চাকরি। এবার তিনি প্যানসারাইকোস এফসি-এর হেড কোচ। গ্রিক সুপার লিগে খুব একটা সুবিধাজনকে জায়গায় নেই প্যানসারাইকোস ফুটবল ক্লাবে। পয়েন্ট তালিকার একবারে শেষে রয়েছে দল। ১৪ দলের টুর্নামেন্টের একেবারে শেষে

রয়েছে ফেরান্দোর নতুন ক্লাব। চার ম্যাচ খেলে তিনটিতে পরাজয়, একটি ম্যাচে ড্র। এই পরিস্থিতি থেকে ক্লাবকে টেনে তোলার দায়িত্ব এখন ফেরান্দোর কাঁধে। গত মরসুমের মাঝমাঝি সময়ে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কোচের পদ ছেড়েছিলেন হুয়ান ফেরান্দো। আইএসএলে নতুন দল পঞ্জাব এফসি-কে হারিয়ে অভিযান শুরু করলেও পরবর্তীতে একের পর এক হেভিওয়েটের সামনে পড়তেই নাস্তানাবুদ হতে থাকে মেরিনার্সরা। সার্জিও লোবেরার ওডিশা এফসির বিপক্ষে কোনরকমে হার বাঁচালেও শক্তিশালী মুম্বই সিটি এফসি হোক কিংবা মানালো মার্কেজের এফসি গোয়া, মোহনবাগানের হতশ্রী পারফরম্যান্স ছিল চোখে পড়ার মতো। হুয়ানের বয়স এখন ৪৩। আগামী দিনে কোচিং কেরিয়ারে আরও দীঘ পথ তাঁকে অতিক্রম করতে হবে। ইতিমধ্যে একাধিক ক্লাবে প্রশিক্ষকের ভূমিকায় দায়িত্ব পালন করেছেন। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের হয়ে একাধিক খেতাব জয় করেছিলেন তিনি। মোহনবাগানের হয়ে ফেরান্দো জিতেছিলেন ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (২০২২-২৩) ও ডুরান্ড কাপ (২০২৩)।

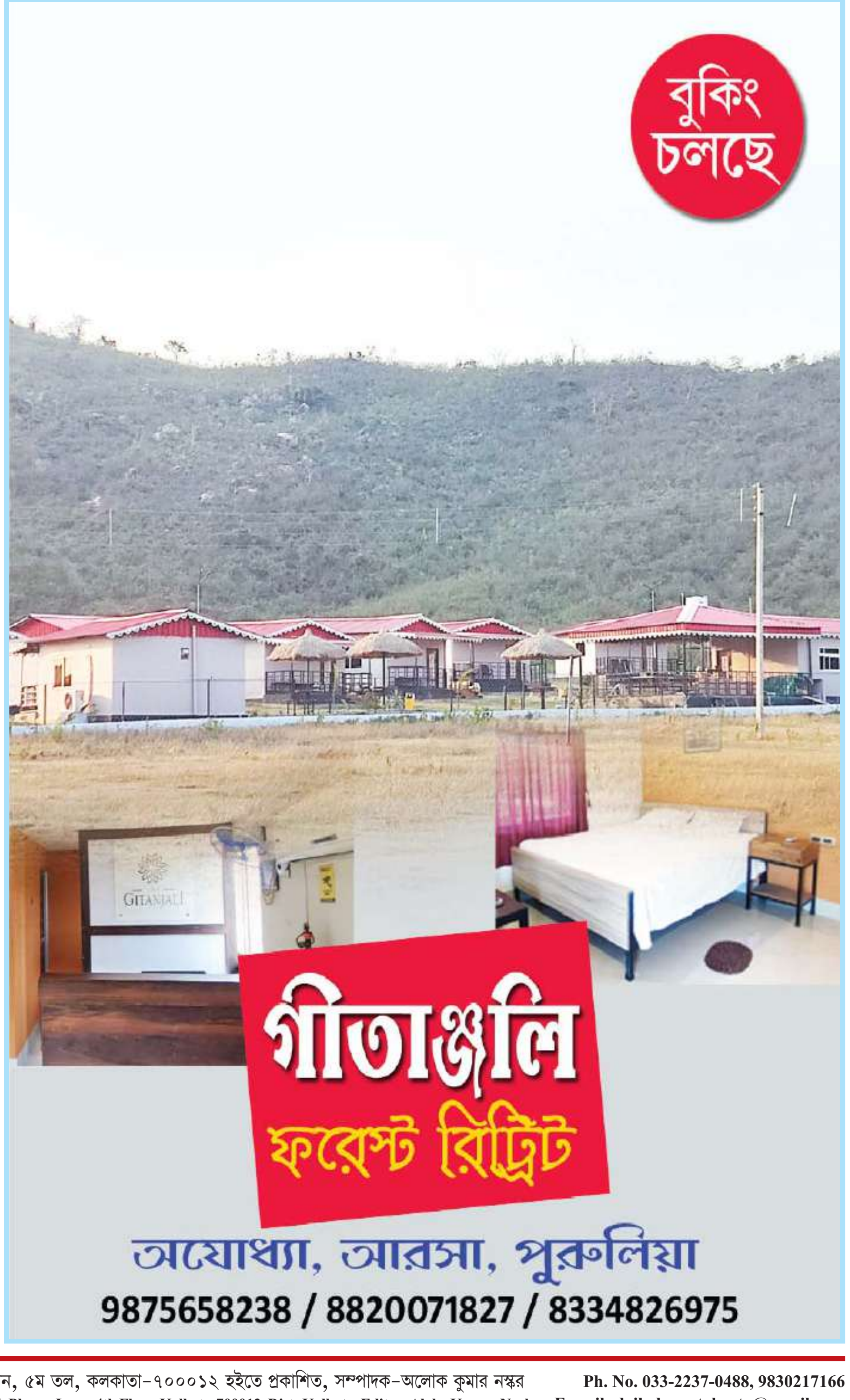

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নিষ্প্রভ হলান্ড, ইতিহাদে সিটিকে রুখে ইন্টার মিলানের ১ পয়েন্ট

ঘরের মাঠে অচেনা জার্সিতে নিজেদের চেনা ছন্দে মেলে ধরতে পারল না ম্যানচেস্টার সিটি। সেই সুযোগ নিতে পারেনি ইন্টার মিলানও। আক্রমণের জবাবে সমানতাল পাল্টা আক্রমণ চললেও, উত্তাপ ছড়ানো লড়াইয়ে তাই বিজয়ীর দেখা মিলল না।

লন্ডন, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ এটি হতে পারত ম্যানচেস্টার সিটির জার্সিতে তাঁর শততম গোলের ম্যাচ। কিন্তু গোল দূরে থাক, পুরো নব্বই মিনিটজুড়ে আর্লিং হলান্ড হয়ে রইলেন 'অদৃশ্য'। দুই দলের হয়ে যে ২২ জন খেলোয়াড় ম্যাচ শুরু করেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বনিম্ন মাত্র ১৪ বার বলে পা লেগেছে তাঁর। প্রিমিয়ার লিগে প্রথম চার ম্যাচে ৯ গোল করা হলান্ডের যখন এমন অবস্থা, দলও তখন ত্রাতা হিসেবে অন্য কাউকে পায়নি। পেপ গার্দিওলার দলকে তাই চ্যাম্পিয়নস লিগে নতুন মরসুমের প্রথম ম্যাচ শেষ শেষ করতে হয়েছে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে। ইতিহাদে সিটিকে রুখে দিয়ে গোলশূন্য ড্র করে ১ পয়েন্ট তুলে নিয়েছে ইন্টার মিলান। আজকের আগে ম্যানচেস্টার সিটি ও ইন্টার মিলান সর্বশেষ খেলেছিল ২০২৩ চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে। সেবার তুরস্কে রদ্রির গোলে ১-০ গোলে জিতে নিজেদের ইতিহাসের প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছিল সিটি। এবার সেই তুলনায় মঞ্চ ছোট, লিগ পর্বে মরসুমের প্রথম ম্যাচ। প্রিমিয়ার লিগে টানা চার জয়ে শুরু করা সিটিই ম্যাচ-পূর্ব বিশ্লেষণে এগিয়ে ছিল। কিন্তু সিমোন ইনজাগির দল ইতিহাদে বড় চ্যালেঞ্জই জানিয়েছে গার্দিওলার দলকে। ম্যাচের প্রথমার্ধেই সিটির গোলমুখে ১০টি শট নেয় ইন্টার, যা ২০১৭ সালে মোনাকোর পর কোনো ইতিহাদে অতিথি দলের সর্বোচ্চ। সিটিও অবশ্য একের পর এক আক্রমণ করেনি তা নয়। তবে প্রথমার্ধের কোনো আক্রমণের ধারই 'প্রায় গোল' পর্যন্ত যায়নি। দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণভাগে আরও তৎপর হয়ে ওঠে সিটি। এর মধ্যে ৬৯ মিনিটে ফিল ফোডেন ভালো সুযোগও পেয়েছিলেন। কিন্তু বল গোলকিপারের সোজাসুজি মেরে দিয়ে দলকে হতাশ করেন। দ্বিতীয়ার্ধে গোলের বড় সুযোগ ছিল ইন্টার মিলানেরও। ৭৬ মিনিটে মেখিতেরিয়েন দারুণ জায়গায় বল পেয়ে সেটি উড়িয়ে মারেন ক্রসবারের ওপর দিয়ে। আর শেষ দিকে সিটিকে গোলের আক্ষেপে পোড়ান ইলকায় গুনদোয়ান। এক মরসুম পর সিটিতে ফিরে আসা এই মিডফিল্ডার ইয়োস্কো গাভার্দিওলের কাছ থেকে বল পেয়েছিলেন ছোট বক্সে। ফাঁকায় থাকলেও জার্মান মিডফিল্ডার হেড নেন ইন্টার গোলকিপার ইয়ান সোমার বরাবর। শেষ পর্যন্ত ঘরের মাঠে ১ পয়েন্টের হতাশা নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় সিটিকে। পেপ গার্দিওলার অধীনে খেলা সিটি ঘরের মাঠে খেলা ৪২ ম্যাচের মধ্যে এ নিয়ে দ্বিতীয়বার গোলহীন থাকল। প্রথমটি ছিল ২০২২ সালে স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে। অপর দিকে আর্সেনাল, চেলসি ও লিভারপুলের পর চতুর্থ ইংলিশ ক্লাবের মাঠে এসে গোল হজম না করে ফিরছে ইন্টার মিলান।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com